রংদার রোববার

নোটস পড়লেই ১৬৪ শতাংশ কমন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে অদ্ভুত দাবি। অমুক স্যারের কাছে না পড়লে নাকি পরীক্ষায় পাশই করা যায় না! এ নিয়ে বিতর্ক হয় ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবস্থাকে আমাদের জীবন থেকে আলাদা করা যায় না। কালে কালে এই ব্যবস্থায় নানা রদবদল।

কোচিং-কথা

১৫ থেকে ১৭-র পাতায়

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

জেমসের কনসার্টে তাণ্ডব

বাংলাদেশের জনপ্রিয় রকস্টার জেমসের অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিল মৌলবাদীরা। ফরিদপুর জেলা স্কুলে তাণ্ডব চালানো হয়। প্রিয় শিল্পীকে দেখতে গিয়ে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন। ১২

কমিশন ঘেরাওয়ের হুমকি

দিল্লি গিয়ে নির্বাচন কমিশন অফিস ঘেরাও এবং আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৫°	২৬°	২৬°	২৪°
সর্বনিম্ন	১২°	১৩°	১৩°	১২°

পথে নামছে কংগ্রেস

কেন্দ্রের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলা এবং নয়া কর্মসংস্থান আইনের বিরোধিতায় এবার মোদি সরকারের সঙ্গে সম্মুখসমরে নামতে চলেছে কংগ্রেস। ১২

১২ পৌষ ১৪৩২ রবিবার ৭.০০ টাকা 28 December 2025 Sunday 20 Pages Rs. 7.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 219

৬ দিনে ৩ বার ডেরা বদল

নামে-বেনামে উত্তরবঙ্গে তাঁর বহু আস্তানা। কিন্তু হাইকোর্ট তাঁর জামিন খারিজ করতেই কার্যত বেপাত্তা রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন। উত্তরের কোনও বাড়িতেই তাঁর হদিস মেলেনি।

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : হাতকড়া পরার ভয়ে কোথায় পালিয়েছেন স্বঘোষিত 'দাবাং' বিডিও প্রশান্ত বর্মন? শীতের চাদরে মোড়া উত্তরবঙ্গে সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। তিনি ভিনরাজ্যে পালিয়ে যেতে পারেন বলে আদালতে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে বিধাননগর পুলিশ। তবে আদৌ তিনি ভিনরাজ্যে গা ঢাকা দিয়েছেন নাকি এরাজ্যের কোনও গোপন ঘাঁটিতে ঘাপটি মেরে বসে রয়েছেন তা নিয়ে চুলচেরা বিশ্লেষণ চলছে নানা মহলে। পুলিশ যা-ই বলুক না কেন, সূত্রের খবর অনুসারে, ঘন ঘন ঠিকানা বদলাচ্ছেন স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের প্রধান আসামি। হাইকোর্টে জামিন খারিজের পর থেকে শনিবার পর্যন্ত ছয়দিনে তিনবার ডেরা বদলেছেন প্রশান্ত। গা ঢাকা দিতে ভুয়ো আধার কার্ডও তৈরি করেছেন তিনি। তদন্তকারীদের চোখে ধুলো দিতে তাঁর দপ্তরে জমা পড়া নথি দেখিয়ে বেনামে তিনটি সিম কার্ড এবং দুটি নতুন মোবাইল কিনে সেগুলির মাধ্যমেই বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করছেন।

বিডিও'র কীর্তি

- শিলিগুড়ি সেবক রোডে বিশাল সিনেমা হল লাগোয়া আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে লুকিয়ে ছিলেন প্রশান্ত
- আইনি পরামর্শ করতে দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকায় এক আমলার আত্মীয়ের ফ্ল্যাটেও গিয়েছিলেন তিনি
- কলকাতার মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজের কাছে একটি হোটেলে গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে পারেন বিডিও
- তদন্তকারীদের নজর এড়াতে ভুয়ো আধার কার্ডও তৈরি করেছেন প্রশান্ত
- বেনামে কিনেছেন তিনটি সিম কার্ড এবং দুটি নতুন মোবাইল
- কুকর্মের প্রমাণ লোপাটের কাজও শুরু করেছেন বিডিও

উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায় নামে-বেনামে থাকা প্রশান্তর সাতটি বাড়িতে ঢুঁ মেরেও তাঁর দেখা মেলেনি। কোচবিহারের খোল্টা এবং আলিপুরদুয়ারের কুমারগ্রামের বাড়ি ছাড়া বাকি পাঁচটি বাড়িই বেশ কয়েকদিন থেকে তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে রয়েছে। শিলিগুড়ির শিবমন্দিরের সত্যেন বসু রোড (৩ নম্বর গলি)-এর বাড়িতে ২২ ডিসেম্বর শেষবার দেখা গিয়েছিল প্রশান্তকে। তারপর থেকেই বেপাত্তা তিনি। এদিন ওই বাড়ির গেটে তালা ঝোলানোই ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ২ নম্বর গেটের উলটোদিকের গলিতে থাকা প্রশান্তর অন্য বাড়িও এদিন ছিল শুনসান। কোচবিহার শিবযজ্ঞ রোড বা হরিণচওড়ার বাড়িতে ডাকাডাকি করেও কাউকে পাওয়া যায়নি। ওই বাড়িগুলির মতোই বাইরে থেকে তালাবন্ধ ছিল আলিপুরদুয়ার-বীরপাড়া চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় থাকা প্রশান্তর অন্য বাড়িটিও। সূত্রের খবর, ২৩ ডিসেম্বর ভোরেই শিবমন্দির ছেড়ে শিলিগুড়ি সেবক রোডে বিশাল সিনেমা হল লাগোয়া আবাসনের একটি ফ্ল্যাটে লুকিয়ে পড়েন বিডিও। সেখান থেকেই আইনি সহায়তার জন্য বিভিন্ন জায়গায় যোগাযোগ করেন। সম্ভবত ২৪ ডিসেম্বর শিলিগুড়ি ছাড়েন তিনি।

সেবক রোডের যে আবাসনে লুকিয়েছিলেন বিডিও সেটি এক আমলার। সেই আমলার সঙ্গে প্রশান্তর বেশ দহরম-মহরম রয়েছে। শিবমন্দিরে বিশ্ববিদ্যালয় লাগোয়া প্রশান্তর বাড়িতে নিয়মিত যাতায়াত ছিল ওই আমলার। সূত্রের খবর, এরমধ্যেই আইনি পরামর্শ করতে দিল্লির বসন্তকুঞ্জ এলাকায় ওই আমলার এক আত্মীয়ের ফ্ল্যাটেও গিয়েছিলেন প্রশান্ত। সেখানে পঞ্জাবের এক আইনজীবীর সঙ্গে বৈঠকও করেন তিনি। অন্য একটি সূত্র বলছে, দিল্লি ছেড়ে ইতিমধ্যেই কলকাতায় চলে এসেছেন বিডিও। মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কলেজের কাছেই একটি হোটেলে লুকিয়ে আছেন। ওই হোটেলে বেনামে বুকিং করেছেন প্রশান্ত। বুকিংয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ভুয়ো আধার কার্ড। এদিন বহুবার চেষ্টা করেও প্রশান্তর মোবাইলে ফোন ঢোকেনি। প্রশাসনিক কর্তাদের একাংশের অনুমান, তদন্তকারীদের নজর এড়াতেই বারেবারে ডেরা বদলাচ্ছেন বিডিও।

কীভাবে দিল্লি বা কলকাতা যাতায়াত করছেন বিডিও তার খোঁজখবর শুরু করেছে বিধাননগর পুলিশের গোয়েন্দারা। পুলিশের অনুমান, বিমানে যাতায়াত করলে সহজেই ধরা পড়ে যাওয়ার আশঙ্কায় নীলবাতি খুলে নিজের গাড়িতেই শিলিগুড়ি থেকে কলকাতায় গিয়েছেন প্রশান্ত। তারপর সেখান থেকে ট্রেনে দিল্লি যেতে পারেন তিনি। ট্রেনের টিকিট বুকিংয়ের ক্ষেত্রেও ভুয়ো আধার কার্ড ব্যবহার করা হতে পারে।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

বিউটিসিয়ান খুনে আটক স্বামী ও বন্ধু

রেললাইনের ধারে আরেক বন্ধুর দেহ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ২৭ ডিসেম্বর : ফালাকাটা শহরের নামকরা এক বিউটিসিয়ানের মৃত্যু ঘিরে রহস্য দানা বেঁধেছে। ওই বিউটিসিয়ানের নাম বুল্টি দাস সাহা (৩০)। তাঁর বাড়ি ফালাকাটা শহরের সুভাষপল্লি এলাকায়। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে বুল্টির স্বামী উত্তম সাহা ও তাঁর বন্ধু নারায়ণ মুখোপাধ্যায়কে আটক করেছে পুলিশ। এদিকে, এই ঘটনার মধ্যেই ফালাকাটা শহরের ত্রাস হিসেব পরিচিত তাপস দাস ওরফে খুলুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে মিল রোডে রেললাইনের ধার থেকে। বুল্টির মৃত্যুর ঘটনার সঙ্গে খুলুও জড়িত ছিলেন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। একদিনে জোড়া মৃত্যুতে ফালাকাটাজুড়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'আমরা সবদিক খতিয়ে দেখে তদন্ত শুরু করেছি। তদন্তের স্বার্থে মৃত মহিলার স্বামী ও তাঁর এক বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। আমাদের আশা, খুব দ্রুত ঘটনার রহস্যভেদ হবে।'

মৃত বুল্টির সম্পর্কে দাদা উত্তম দাস বলেন, 'আমাকে আমার ভাগ্নে ফোন করে বাড়িতে আসতে বলে। এসেই দেখি বোনকে নিয়ে তারা কান্নাকাটি করছে। দ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাই। সেখানেই চিকিৎসকরা ওকে মৃত ঘোষণা করেন।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

সাধুকে খুন করে নদীতে দেহ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৭ ডিসেম্বর : এক সাধুকে কুপিয়ে খুন করে ধারসি নদীতে দেহ ভাসিয়ে দিল দুষ্কৃতীরা। তবে নদীর নাব্যতা কম থাকায় কিছুদূর গিয়ে দেহটি আটকে যায়। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে শামুকতলা থানার লালপুল এলাকায়। শনিবার সকালে নদীতে দেহ ভাসতে দেখে বিষয়টি জানাজানি হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তুফানগঞ্জের বাসিন্দা মহেন্দ্র সূত্রধর নামে বছর বাষট্টির ওই সাধু ছয়-সাত মাস ধরে লালপুলে কালী মন্দিরের পাশে একটি ঘরে থাকতেন। সাধুর মাথা এবং শরীরের বিভিন্ন জায়গায় কোপানোর দাগ রয়েছে। খুনে ব্যবহৃত অস্ত্রটি অবশ্য উদ্ধার হয়নি। আলিপুরদুয়ারের পুলিশ সুপার খাণ্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'তদন্তে বিশেষ টিম নামানো হয়েছে। স্নিফার ডগ দিয়েও তল্লাশি চলছে।'

এরপর চোদ্দোর পাতায়

প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানি!

নগেনের দাবিতে শোরগোল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৭ ডিসেম্বর : ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানি। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতিও পাকিস্তানি। রাজ্যপাল বাংলাদেশি পাকিস্তানি। খোদ পদ্ম সাংসদ নগেন রায়ের এমনই দাবি। শনিবার সিতাই বিধানসভার আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সিঙ্গিমারি নদীর ধারে পুষনা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুগামীদের নিয়ে নগেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে নগেন এসআইআর নিয়ে নিজের দলকেই রীতিমতো তোপ দাগেন। তাঁর কথায়, 'গৃহমন্ত্রী বলছেন আগে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবেন। তারপর তথ্যপ্রমাণ দেখাতে হবে। আমরা ভূমিপুত্র হয়ে তথ্যপ্রমাণ দেখাব? ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানি, রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানি, রাজ্যপাল বাংলাদেশি পাকিস্তানি।' তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সবাই হাততালিতে এলাকা ভরান।

তাঁর বক্তব্যের ভিডিও পরে ভাইরাল হয়ে ছড়াতে শুরু করে। বক্তব্যে নিজের বলা কথাগুলি যে কতটা বুমেরাং হয়েছে তা এখন নগেন বিলক্ষণ টের পাচ্ছেন। তিনি আপাতত ব্যাকফুটে। প্রতিক্রিয়া জানতে পরে তাঁর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদের নাম শুনেই তিনি ফোন কেটে দেন। গোটা বিষয়টি প্রচণ্ড স্পর্শকাতর হওয়ায় বিজেপি বা তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, 'এসআইআর নির্বাচন কমিশনের রীতি মেনেই হচ্ছে। তবে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে কী বলেছেন তা শুনিনি। শুনলে পরে যা বলার বলব।' উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ কোনও মন্তব্য করেননি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি।

বিধানসভা ভোট আসন্ন। নগেন ঘর গোছাতে মাঠে নেমে পড়েছেন। পদ্ম শিবিরের এই সাংসদ রাজনীতির ময়দানে বেশ ভারসাম্যের খেলা খেলতে পটু বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করে। পদ্ম সাংসদ হলেও, বিজেপির প্রার্থীপদ থেকে কোচবিহারকে পৃথক রাজ্য ঘোষণা নিয়ে নগেনকে বরাবরই দলীয় অবস্থানের বিরোধিতা করতে দেখা গিয়েছে। আর এ কারণে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে নগেনের গুরুত্ব বেশি। রাজ্যের বিভিন্ন মন্ত্রীর সাক্ষাৎ থেকে কোচবিহার সফরে এসে মুখ্যমন্ত্রীর স্বয়ং নগেনের বাসভবনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাওয়া,

এরপর চোদ্দোর পাতায়

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের বাবা বাংলাদেশি

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৭ ডিসেম্বর : দিনহাটার ভোটার তালিকায় এক বাংলাদেশি নাগরিকের নাম থাকার অভিযোগ ঘিরে তীব্র রাজনৈতিক বিতর্ক শুরু হয়েছে। তিনি আবার দিনহাটা-২ ব্লকের বুড়িরহাট-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসন্তীরহাট অঞ্চল থেকে নির্বাচিত তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যা কৃষ্ণা কাবেরী বর্মনের বাবা। অভিযোগ, কৃষ্ণা কাবেরীর বাবা নিতাইচন্দ্র বর্মন ও মা নিভারানি বর্মন বাংলাদেশি নাগরিক হওয়া সত্ত্বেও দিনহাটার ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম রয়েছে। এই অভিযোগের সূত্র ধরেই পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার নাগরিকত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

সূত্রের খবর, ২০২৫ সালের ১৬ অক্টোবর নিতাইচন্দ্র বর্মন ও তাঁর স্ত্রী নিভারানি বর্মন বাংলাদেশ থেকে মেডিকেল ভিসা নিয়ে ভারতে এসেছেন। সীমান্তে নথিপত্র জমা দেওয়ার সময় ভারতে কোথায় আসছেন এই প্রশ্নের উত্তরে তাঁরা বুড়িরহাটের বাসিন্দা দীপক বর্মনের

এরপর চোদ্দোর পাতায়

রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত ছবিতে অভিষেক

বড়পর্দায় শিলিগুড়ির মেয়ে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : বাংলা ও হিন্দি সিরিয়ালে অনবদ্য অভিনয় করে আগেই দর্শকদের মন জয় করেছেন। এবার ছোটপর্দার গণ্ডি পেরিয়ে বড়পর্দায় অভিষেক হতে চলেছে শিলিগুড়ির অভিকা মালাকারের। রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত 'হোক কলরব' ছবিতে তাঁকে দেখা যাবে। ইতিমধ্যেই ছবির পোস্টার প্রকাশ্যে এসেছে। বড়দিনে টিজার লঞ্চ হয়েছে।

বড়পর্দায় অভিনয় প্রসঙ্গে অভিকা বলেন, 'এতদিনে সিনেমায় কাজ করার স্বপ্ন পূরণ হল। বাংলা থেকেই যেহেতু আমার অভিনয়ে হাতেখড়ি, তাই বাংলা সিনেমাতেই ডেবিউ করতে চেয়েছিলাম। আশা করছি, সিনেমা মুক্তির পর দেখে সবার ভালো লাগবে। ভীষণ প্রাসঙ্গিক একটা ছবি।'

'হোক কলরব' ছবি প্রসঙ্গে অভিকা বলেন, 'বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক

অভিকা মালাকার।

সিনেমা। র‍্যাগিংয়ের পাশাপাশি ছাত্রসমাজের সঙ্গে যুক্ত আরও অনেক কিছু দর্শকরা দেখতে পারবেন।' কিন্তু কীভাবে বড়পর্দায় কাজের সুযোগ এল? অভিকা বললেন, 'রাজ চক্রবর্তী পরিচালিত একটি সিরিয়ালের ইভেন্টে আমাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিল। সেখানেই আমার রাজদার সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর তিনি আমাকে এই সিনেমার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অফার করেন।'

> সিরিয়ালের ইভেন্টে রাজদার সঙ্গে প্রথম আলাপ। তারপর তিনি আমাকে এই সিনেমার একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র অফার করেন। বর্তমান সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুবই প্রাসঙ্গিক সিনেমা। র‍্যাগিংয়ের পাশাপাশি ছাত্রসমাজের সঙ্গে যুক্ত আরও অনেক কিছু দর্শকরা দেখতে পারবেন।
>
> **অভিকা মালাকার**

অভিকার বাড়ি চম্পাসারিতে। বছর দুয়েক আগে তিনি সিরিয়ালের জগতে পদার্পণ করেন। প্রথমে একটি জনপ্রিয় বাংলা চ্যানেল ও পরে সর্বভারতীয় চ্যানেলের ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেছেন অভিকা। বাংলা ধারাবাহিকে 'রাণী' চরিত্রটি দর্শক মহলে যথেষ্ট চর্চিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অভিকার কোনও প্রথাগত অভিনয় প্রশিক্ষণ নেই। তা সত্ত্বেও নিজের অভিনয় দক্ষতার জোরে তিনি সুনাম কুড়িয়েছেন। অভিকা বরাবর শিখতে ভালোবাসেন। অকপটে জানালেন, প্রথম সিরিয়ালের শুটিংয়ে বাকি কলাকুশলীদের অভিনয় মন দিয়ে দেখে তিনি অনেক কিছু শিখেছেন। পরে হিন্দি সিরিয়ালে অভিনয় তাঁকে আরও পরিণত করেছে।

এখন বাংলা ছবিতে কাজ করলেও ভবিষ্যতে অভিকার হিন্দি ছবিতেও কাজ করার ইচ্ছে রয়েছে। এদিকে, কেরিয়ারের শুরুতে মেয়ের এই সাফল্যে খুশি বাবা স্বপন ও মা সোনালি মালাকার। মেয়েকে রুপোলি পর্দায় দেখার অপেক্ষা তাঁদের যেন আর সইছে না!

অভিকা ছাড়াও এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে অভিনয় করেছেন শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়, সাংসদ পার্থ ভৌমিক প্রমুখ।

রেলের ক্ষতিপূরণে পাঁচ বাগানে সংশয়

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ২৭ ডিসেম্বর : বানারহাট-সামচির ইন্দো-ভুটান নয়া রেলপথ যে পাঁচটি চা বাগানের মধ্যে দিয়ে যাবে তার দুটিতে খোঁজ নেই কর্তৃপক্ষের। প্রস্তাবিত ওই ২০ কিলোমিটার রেলপথ বানারহাট থেকে লক্ষ্মীপাড়া, আমবাড়ি, দেবপাড়া, রেডব্যাংক ও চামুর্চি চা বাগান হয়ে যাবে। এর মধ্যে বর্তমানে আমবাড়ি ও চামুর্চি বন্ধ। কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতেই চামুর্চি বাগানের ডিপা লাইনে জমি অধিগ্রহণের পিলার বসিয়েছে রেল। অন্যদিকে, বাকি তিনটি বাগানই বা কেমন ক্ষতিপূরণ পাবে তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। এমনকি ওই এলাকায় ট্রেন চলাচল শুরু হলে বাগানের বাসিন্দাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। তাই রেলের উন্নয়নকে স্বাগত জানিয়েও এমন নানা প্রশ্নের উত্তর হাতড়ে বেড়াচ্ছে চা মহল।

গোটা রেলপথের জন্য প্রয়োজন ৮৮.৭৪ হেক্টর জমি। আগামী বছরের জুন-জুলাই'এর মধ্যে জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ করার পরিকল্পনা নিয়েছে রেল। অধিগৃহীত জমির দাম রাজ্যকে দেওয়া হলে রাজ্য তা সংশ্লিষ্ট মহলকে দেবে বলে জানানো হয়েছে।

চামুর্চি, দেবপাড়া ও রেডব্যাংক আইটিপিএ-র সদস্য। ওই সংস্থার উপদেষ্টা অমিতাংশু চক্রবর্তীর কথায়, 'যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ মিলবে কি না জানা নেই। জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি নিয়েও বাগানগুলি এখনও কিছু জানে না। আবাদি এলাকা ছাড়তে হলে হেক্টরপিছু শ্রমিকের পরিমাণেরও তারতম্য ঘটে যাবে।' তাছাড়া যে এলাকায় রেলপথ হবে সেখানে হাতিনালা রয়েছে। সেখানে কাজ হলে ভবিষ্যতে সেখানে জল জমার সমস্যা তৈরি হবে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন রয়েছে। অন্যদিকে ডিবিআইটিএ-র সচিব শুভাশিস মুখোপাধ্যায় জানান, উন্নয়নের জন্য বাগানগুলির স্বার্থ যেন বিঘ্নিত না হয়।

আশঙ্কা

- প্রস্তাবিত রেলপথ বানারহাট থেকে লক্ষ্মীপাড়া, আমবাড়ি, দেবপাড়া, রেডব্যাংক ও চামুর্চি চা বাগান হয়ে যাবে
- বর্তমানে আমবাড়ি ও চামুর্চি বন্ধ
- কর্তৃপক্ষের অনুপস্থিতিতেই চামুর্চি বাগানের ডিপা লাইনে জমি অধিগ্রহণের পিলার বসিয়েছে রেল
- অন্যদিকে, বাকি তিনটি বাগানই বা কেমন ক্ষতিপূরণ পাবে তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে
- চলাচল শুরু হলে বাগানের বাসিন্দাদের নিরাপত্তার প্রসঙ্গ নিয়েও সন্দেহ রয়েছে

এবিষয়ে তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সভাপতি ও বানারহাটের নেতা তোবারক আলি বলেন, 'বন্ধ চামুর্চি বাগানে রেল পিলার বসানোর আগে শ্রমিকদের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি। বাগানটিতে শ্রমিকদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি, মজুরি সহ কয়েক কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। মালিকপক্ষের সঙ্গে রেল বা প্রশাসন কথা বলেছে কি না জানা নেই তবে এনিয়ে শ্রমিক সংগঠনগুলির সঙ্গে আলোচনা করা জরুরি।'

এদিকে সামচি পর্যন্ত প্রস্তাবিত রেলপথকে ঘিরে আশার আলো দেখছে বানারহাট। এব্যাপারে ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি পার্থপ্রতিম বলেন, 'এটি একটি সম্ভাবনাময় প্রকল্প। এর মাধ্যমে চা শিল্প, বাণিজ্য ও পর্যটন তিন ক্ষেত্রেই প্রাণের সঞ্চার হবে।' পাশপাশি এব্যাপারে বানারহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক সুকল্যাণ ভট্টাচার্য জানান, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার ওপরই বর্তমান যুগের ভালোমন্দ দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভুটানগামী রেলপথ ডুয়ার্সের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তবে চা বাগান আসলে সবুজের সমাহার। তাই পরিবেশের দিকটিও মাথায় রাখা দরকার।

বিডিও'র নামে 'সন্ধান চাই' পোস্টার

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২৭ ডিসেম্বর : স্বপন কামিল্যা খুন কাণ্ডে হাইকোর্টের আত্মসমর্পণের নির্দেশের পর থেকেই খোঁজ নেই রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মনের। এরই মধ্যে প্রশান্তর ছবি সহ 'সন্ধান চাই' পোস্টার সাঁটা হল তাঁরই অফিসের গেটে। অফিসের গেটের দু'পাশে বেশ কয়েকটি পোস্টার সাঁটানোও হয়। শনিবার রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের সামনে লিফলেট বিলি করেন স্থানীয় এসএফআই সদস্যরা। লিফলেটে লেখা ছিল 'সন্ধান চাই, রাজগঞ্জ বিডিও নিখোঁজ'। এসএফআই সদস্যদের হাতে ছিল পোস্টারও। সেখানে লেখা ছিল- 'স্বপন কামিল্যা খুন কাণ্ডে অভিযুক্ত বিডিওকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে হবে, আদালতের নির্দেশ কার্যকর করতে হবে।'

> একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক হয়েও আদালতের নির্দেশ অমান্য করে পালিয়ে বেড়ানো অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।
>
> **মান্নান হোসেন** *সম্পাদক, এসএফআই, রাজগঞ্জ ব্লক*

সংগঠনের রাজগঞ্জ ব্লক এসএফআইয়ের সম্পাদক মান্নান হোসেন বলেন, 'একজন দায়িত্বপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক হয়েও আদালতের নির্দেশ অমান্য করে পালিয়ে বেড়ানো অত্যন্ত গুরুতর বিষয়। প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।' সংগঠনের জেলা কমিটি সদস্য দিলদার মোহাম্মদের কটাক্ষ, 'গরিব মানুষ, ছাত্র, বেকার, চাকরি প্রার্থীরা আন্দোলন করলে পুলিশ দ্রুত সক্রিয় হয়। অথচ একজন খুনে অভিযুক্ত প্রশাসনিক কর্তাকে ধরতে এত সময় লাগছে। আদালতের নির্দেশে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি হওয়ার পরও তাঁকে গ্রেপ্তার করতে না পারা পুলিশের ব্যর্থতা।'

এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়রা প্রশ্ন তুলছেন, বিডিও'র বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও তাঁকে বাগে আনতে না পারা কি প্রশাসনের ব্যর্থতার ইঙ্গিত? এদিকে পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, বিডিও'র খোঁজে তল্লাশি চলছে এবং গ্রেপ্তারি পরোয়ানা কার্যকর করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সপ্তাহের মাঝে পারিবারিক কারণে শান্তি নষ্ট হবে। ব্যবসায় বাড়তি বিনিয়োগ করতে পারেন। দাম্পত্যের সমস্যার সমাধান হবে। অকারণে অর্থের পেছনে ছুটে কিন্তু লাভ নেই। সন্তানের কৃতিত্বে গর্ববোধ করবেন। কর্মক্ষেত্রে বিরোধিতার সম্মুখীন হলেও কাজ সম্পূর্ণ করতে পারবেন। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও সপ্তাহের শেষভাগে তা দূর হওয়ার সম্ভাবনা।

বৃষ : অসংযত জীবনযাপন থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টায় সফল হবেন। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। তবে আবেগের বশে মাত্রাতিরিক্ত ঋণ গ্রহণে যাবেন না। কর্মক্ষেত্রে বিরোধীরা আপনার পক্ষে আসতে পারে। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে মানসিক তৃপ্তিলাভ। ভাইয়ের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিবাদ মিটে যাবে। রাজনীতির ব্যক্তিরা যে কোনও সিদ্ধান্তই সহকর্মীদের মতামতে ভিত্তিতেই নেবেন।

মিথুন : বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ থাকবে। চিকিৎসায় ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। কোনও সিদ্ধান্ত অন্যের ওপর জোর করে চাপিয়ে দিতে গিয়ে বিপত্তি। কর্মক্ষেত্রে উচ্চপদস্থ কর্তার সুনজরে পদোন্নতির সম্ভাবনা।

কর্কট : স্বাধীনভাবে নতুন ব্যবসার পরিকল্পনা গ্রহণে সাফল্য। মায়ের পরামর্শে সংসারের সংকট কাটবে। অবিবাহিতদের বিবাহের কথাবার্তা স্থির হতে পারে। অধ্যাপক, প্রযুক্তিবিদগণের বিদেশ যাওয়ার ইচ্ছাপূরণ হবে। অযথা কাউকে উপদেশ দিতে যাবেন না। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে স্বস্তিলাভ। পথে কোনওরকম বিতর্কে জড়াবেন না।

সিংহ : আর্থিক সঞ্চয়ে আগ্রহ বাড়বে। অকারণেই আবেগের বশে কোনও মূল্যবান দ্রব্য ক্রয় করে, পরিশেষে অনুশোচনা। নিজের বুদ্ধির ভুলে কোনও সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতি আটকে যাওয়ার সম্ভাবনা। কোনও অনুষ্ঠানে গিয়ে অপ্রাসঙ্গিক কথা বলে ফেলে সমস্যায় পড়তে পারেন। বাড়িতে অতিথি সমাগমে আনন্দ।

কন্যা : স্বাস্থ্যের অবনতি হতে পারে। প্রয়োজনে চিকিৎসক পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিতে হতে পারে। কর্মে সাফল্য আসবে। কোনও প্রিয়জনের ব্যবহারে অবাক হবেন। নতুন বন্ধুপ্রাপ্তিতে আনন্দ। দীর্ঘদিন রোগভোগের পর মায়ের সুস্থতায় স্বস্তি। অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন সুযোগ পাবেন। উদাসীনতার কারণে ব্যবসায় ক্ষতির সম্ভাবনা।

তুলা : পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে আনন্দলাভ। ব্যবসায় অর্থাগম চললেও কর্মচারী সমস্যায় চিন্তা থাকবে। সংসারের কোনও সদস্যের শারীরিক কারণে অর্থব্যয় হবে। আপনার উদার মানসিকতা ব্যবহার করে কেউ কেউ লাভবান হতে চাইবে। পদোন্নতির সংবাদ পেতে পারেন। বিদেশে বাসরত প্রিয়জনের সুসংবাদ পেয়ে খুশি হবেন। পৈতৃক সূত্রে লাভবান হবেন।

বৃশ্চিক : স্বনিযুক্তি প্রকল্পে ঋণের অনুমোদন মিলবে। বিদ্যার্থীরা উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাবেন। বাড়িতে আত্মীয়স্বজন সমাগমে আনন্দ। সারা সপ্তাহ ধরে নিজের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা থাকবে। দূরের কোনও বন্ধুর কাছ থেকে সহায়তা পেয়ে আটকে থাকা ব্যবসার অগ্রগতি হবে। দাম্পত্যে সময় না দিলে সমস্যা হবে।

ধনু : অতিরিক্ত ঋণ গ্রহণে সমস্যা হতে পারে। সন্তানের চাকরিপ্রাপ্তিতে বাড়িতে আনন্দ। যে কোনও বিবাদ এড়িয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। পাওনা টাকা আদায়ে জোরাজুরি করা ঠিক হবে না। সামাজিক কাজে ব্যস্ত থাকতে হতে পারে। এ সপ্তাহে আপনার বুদ্ধিমত্তার জয় হবে। কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব এবং জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাবে। প্রেমে মনোমালিন্য বৃদ্ধি।

মকর : সামান্য কারণে উত্তেজিত হয়ে সম্পূর্ণ হয়ে আসা কাজ নষ্ট করে ফেলবেন। আটকে থাকা যোগাযোগ শুরু হবে। ব্যবসার কারণে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। দীর্ঘকালীন আর্থিক বিনিয়োগে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। অধ্যাপক, শিক্ষক ও চিকিৎসকগণ তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করতে পারবেন। রাজনীতির ব্যক্তিগণ তড়িঘড়ি কোনও সিদ্ধান্ত নিতে গেলে ভুল করবেন। ভ্রমণের পরিকল্পনা স্থগিত রাখতে হতে পারে। পেটের রোগে সমস্যা বাড়বে।

কুম্ভ : অংশীদারি ব্যবসায় লাভ বাড়বে। কর্মপ্রার্থীদের ক্ষেত্রে নতুন চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট হবে। হঠাৎ কোনও সম্পদ পেতে পারেন। দাম্পত্যের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে শান্তি নষ্ট হতে পারে। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। কর্মক্ষেত্রে কর্তাব্যক্তির প্রশংসালাভ।

মীন : সামান্যে সন্তুষ্ট হলেই ভালো থাকবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অন্যের কথায় বিশ্বাস করে অযথা মনোমালিন্য। ব্যবসার কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। কর্মক্ষেত্রে বদলির সংবাদ পেতে পারেন। কোনও নিকট আত্মীয়ের কূট চালে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে পারেন। জনকল্যাণমূলক কাজে অংশ নিয়ে শান্তি পাবেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১২ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ৭ পৌষ, ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫, ১২ পুহ, সংবৎ ৮/৯ পৌষ সুদি, ৭ রজব। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৪।৫৬। রবিবার, অষ্টমী দিবা ৭।২৯ পরে নবমী শেষরাত্রি ৫।৩৯। রেবতীনক্ষত্র শেষরাত্রি ৪।৪। বরীয়ানযোগ দিবা ৭।২৭ পরে পরিঘযোগ শেষরাত্রি ৪।৪৪। ববকরণ দিবা ৭।২৯ গতে বালবকরণ রাত্রি ৬।৩৪ গতে কৌলবকরণ শেষরাত্রি ৫।৩৯ গতে তৈতিলকরণ। জন্মে-মীনরাশি বিপ্রবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী শুক্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, শেষরাত্রি ৪।৪ গতে মেষরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- ঈশানে, দিবা ৭।২৯ গতে পূর্বে, শেষরাত্রি ৫।৩৯ গতে উত্তরে। বারবেলাদি ১০।২০ গতে ১২।৫৮ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২০ গতে ৩।০ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- নবমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বঙ্গীয় তন্তুবায় সম্প্রদায়ের শ্রীশ্রীবিশ্বকর্মাপুজো। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই
বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

পাত্র চাই

■ পাত্রী B.A., Eng.(H), 36/5', SC, SBI স্থায়ী কর্মী। এক বোন। পিতা অবসরপ্রাপ্ত SBI কর্মী। মা গৃহিণী। চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। 6295933518. (C/118378)

■ কায়স্থ, শিক্ষিতা, ফর্সা, সুশ্রী, 5'-2", পাত্রীর জন্য অনূর্ধ্ব 32 বছরের সরকারি চাকরিরত পাত্র কাম্য। 9832392254. (C/119842)

■ রাজবংশী, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 28+/5'-3", M.Sc. নার্স (সরকারি), ফর্সা, পাত্রীর জন্য সরকারি উচ্চপদস্থ চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। (M) 8409163951. (C/118780)

■ কর্মকার পাত্র চাই। 25/5'-5", B.A. Hons. (Eng.), ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। কোচবিহার অগ্রগণ্য। (M) 8392070627. (C/118966)

■ ব্রাহ্মণ, 36+/5'-4", বাংলা (M.A.), বাৎসব গোত্র, দেবারিগণ, ফর্সা, সুশ্রী, সরকারি আধিকারিকের একমাত্র কন্যার জন্য শিক্ষিত এবং উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 8101308869. (C/119256)

■ পাত্রী M.A., B.Ed., ২৮, রাজবংশী পাত্র দঃ দিনাজপুরে কাম্য। মোঃ 7501380063. (C/119866)

■ ময়নাগুড়ি নিবাসী, 22/5'-3", ঘরোয়া, পরমাসুন্দরী, পিতা ব্যবসায়ী পরিবারের পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। 9733066658. (C/119733)

■ Gen., 27/5'-3", M.A., B.Ed., হোমটিউটর, সুন্দরী, ভদ্র পরিবারের পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। 9593704442. (C/119733)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, 5'-4", ইংরেজিতে M.A., MNC-তে কর্মরতা, গৌরবর্ণা, বাবা নেপালী, মা বাঙালি, পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। যোগাযোগ-9474720236, 9547796234. (C/119868)

■ পাত্রী কায়স্থ, 34, সুশ্রী, M.A., উচ্চতা 5'-3", প্রাইভেট স্কুলে কর্মরতা। সুপ্রতিষ্ঠিত পাত্র চাই। ফোন : 9775427967. (C/119858)

পাত্র চাই

■ কোচবিহার নিবাসী, রাজবংশী, 29/5'-3", এলএলএম হায়দরাবাদে MNC-তে কর্মরত। হায়দরাবাদে কর্মরত বাঙালি পাত্র চাই। পিতা-মাতা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক। ফোন-7001288476. (C/118961)

■ মাহিষ্য, বয়স 34/5'-1", B.Tech., MBA, ব্যাঙ্গালোরে MNC-তে কর্মরতা (50+ Lac Annual), ফর্সা, সুন্দরী, ব্যাঙ্গালোর নিবাসী পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 7001486397. (C/119735)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 31, স্নাতক, 5'-6", প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী পাত্রের ন্যূনতম মাধ্যমিক, ফর্সা, সুশ্রী, ঘরোয়া, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্রী কাম্য। (M) 9832633294. (S/C)

■ নমশূদ্র, 24/5'-9", B.A. পাশ, ফর্সা, সুন্দর,স্মার্ট, একমাত্র পুত্র, ব্যবসায়ী, দোতলা বাড়ি, গাড়ি, জমি, আর্থিক অবস্থা ভালো, এমন দাবিহীন পাত্রের জন্য (19-23)-এর মধ্যে স্মার্ট, ফর্সা, সুন্দরী, লম্বা, B.A. পাশ বা পাঠরতা পাত্রী কাম্য। W/App : 8016110764. (C/119734)

■ 31+, বণিক, 5'-4", প্রাইভেট কোম্পানীতে চাকরি, নরগণ, সুশ্রী, শিক্ষিতা, 25-26'এর মধ্যে পাত্রী চাই। কেবলমাত্র অভিভাবকরাই যোগাযোগ করিবেন। (M) 9733245782. (B/B)

■ ব্রাহ্মণ, 32/5'-8", সুশ্রী, ফর্সা, ট্রিপল এমএ, ডিএলইডি, বেঃ সঃ মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক। সুন্দরী, নম্র স্বভাবের পাত্রী চাই। মোঃ 9093670692. (D/S)

■ শীল, 33/5'-5", যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্মাসিস্ট পাশ করেছে। বর্তমানে সিকিমে ওষুধ কোম্পানিতে কর্মরত। এরূপ পাত্রের জন্য 22 থেকে 26 বয়সি পাত্রী কাম্য। (M) 9932997437. (C/119259)

■ কায়স্থ, 36/5'-11", সুদর্শন, নেশাহীন, 40,000/- PM, পাত্রী চাই 18-31, অবাঙালি চলিবে। 9330339105. (C/119865)

নতুন ইনিংস

ubs.weddings@gmail.com

শুভেচ্ছা নিউটন-সম্পাকে

সৌজন্যে:
RATNA BHANDAR Jewellers
Hill Cart Road (Sevoke More) 99324 14419
City Centre, Uttorayon 94343 46666
Malbazar (Opp. SDO Office) 86959 13720
Falakata, Subhash pally 83585 13720

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 48+/5'-6", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি, সরকারি ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। ফর্সা, সুশ্রী, স্নাতক, 35-42 মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/119731)

■ কোচবিহার নিবাসী, একমাত্র পুত্র, কায়স্থ, 38+, উচ্চতা 5'-7", বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত এবং Auction ব্যবসা ও জমিজমা রয়েছে। ছোট পরিবার, মা ও ছেলে। মা পেনশনার (Govt.), সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9832539450. (C/118965)

■ মাহিষ্য, দেবারি, 30+/5'-7", BDS, হসপিটাল ম্যানেজমেন্ট পাশ, নিজস্ব ডেন্টাল ক্লিনিক (APD), সরকারি হাসপাতালে কনসালট্যান্ট (Cont.) কর্মরত পাত্রের জন্য 27-এর মধ্যে সরকারি চাকরিজীবী/উচ্চশিক্ষিতা যে কোনও কাস্টের সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 9064480731. (C/118784)

■ Dr. Saha, BDS, MDS, 32/5'-6", পিতা ডাঃ সাহা-জন্য শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। কোচবিহার, ধূপগুড়ি, ফালাকাটা অগ্রগণ্য। যোগাযোগে-অভিভাবক। (M) 6291238826. (C/118967)

■ 31/5'-9", M.Sc., ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া পদে কর্মরত, নেশাহীন, ভদ্র পরিবারের পাত্রের জন্য ভালো, সুশ্রী উত্তরবঙ্গের পাত্রী চাই। 9734488572. (C/119733)

■ পাত্র, ২৯/৫'-১০", সূত্রধর, B.Sc., Central Govt. স্থায়ী চাকরি (চেন্নাই), B.A., B.Sc., কায়স্থ, সুশ্রী, ভদ্র, ২৫ পাত্রী কাম্য। পাত্রীপক্ষই ফোন করবেন। জলঃ-7001366517. (C/119261)

■ Gen., জলপাইগুড়ি, 32/5'-7", M.Tech., SBi Clerk পাত্রের জন্য শিক্ষিতা, সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। ফোন-7864909898. (C/119260)

■ পাত্র ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, ২৯ বছর, ৫ ফিট ৭ ইঞ্চি, DME ITC কলকাতায় কর্মরত, একমাত্র সন্তান, সুশ্রী, শিক্ষিতা, অনূর্ধ্ব ২৬, ব্রাহ্মণ পাত্রী কাম্য। মোঃ ৯৪৩৪১৭১১৫৯. (C/119867)

পাত্রী চাই

■ জেনারেল, 35+/4'-8", কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী অধ্যাপকের জন্য পাত্রী চাই। Mobile No. 7719265785.

■ ব্রাহ্মণ, দঃ দিনাজপুর, 28, Ph.D. অসম্পূর্ণ, কন্ট্রাঃ চাকরি, যে কোনও স্থানে সঃ চাকরিরতা বা নিরামিষাশী পাত্রী হলেও হবে। 9123001838. (C/119869)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স ২৬, উচ্চতা ৫'-৫", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, নিজ বাড়ি (৪ তলা), একমাত্র ছেলে। সুন্দরী, ফর্সা পাত্রী চাই। (M) 9832798952. (S/N)

■ কায়স্থ, স্বল্পদিনের ডিভোর্সি, 39/5'-4", কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী (Group B), নিজস্ব বাড়ি, গাড়ি, একমাত্র পুত্রের জন্য ঘরোয়া, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। 9143738269. (C/118785)

■ EB কায়স্থ, দিল্লি, 40/5'-8", Mass Com. Asst. Editor Hindustan Times. 35 মধ্যে শিক্ষিতা, সুশ্রী, কর্মরতা/ঘরোয়া, দিল্লি থাকতে ইচ্ছুক পাত্রী কাম্য। Mob. 8860159644, শিলিঃ/জলপাইঃ অগ্রগণ্য। (K)

■ ব্রাহ্মণ, মাঙ্গলিক, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, 31/5'-11", MBA (finance), ব্যাঙ্গালোরে Infosys কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, ঘরোয়া, শিক্ষিতা, উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 6295299785, 9883583863. (C/118782)

■ পাত্র কায়স্থ, ৩০/৫'-৬", শিক্ষিত, সুদর্শন, একমাত্র পুত্র, নিজ বাড়ি, ছোট সংসার, মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে Sanitary Inspector পদে কর্মরত, শীঘ্রই বিবাহ, পাত্রী চাই। (M) 9475081493. (C/119854)

■ অ্যাডভোকেট, B.Com. LLB (Hons.), (পূঃ বঃ) গৌহাটি নিবাসী, 5'-7", বয়স 33, একমাত্র পুত্রের (কুম্ভ রাশি, দেবারিগণ, বৈদ্য), উপযুক্ত স্নাতক/স্নাতকোত্তর পাত্রী চাই। (M) 9954286606, 7002945097 (8 P.M. - 10 P.M.). (C/119727)

পাত্রী চাই

■ Gen., 40/5'-5", B.Com., ডিভোর্সি, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের পাত্রী চাই। 9609007409. (C/119850)

■ 33/5'-7", কুণ্ডু, আলিপুরদুয়ার নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Asst. Manager পাত্রের জন্য ফর্সা, সুন্দরী, উপযুক্ত 29 অনূর্ধ্ব পাত্রী কাম্য। (M) 7602552565 (অভিভাবক) (5 P.M. - 10 P.M.). (C/118781)

■ কায়স্থ, ৪৩/৫'-৩", ইংরেজি-মাধ্যম স্কুল শিক্ষক পাত্রের জন্য ৩০-৩৮'এর মধ্যে ঘরোয়া, সুন্দরী পাত্রী কাম্য। চলভাষ-7076391485. (C/119852)

■ সাহা, 28/6', দিনহাটা, ওয়ার্ড নং 4, কোচবিহার নিবাসী, শ্যামবর্ণ, ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ভালো পরিবারের শিক্ষিতা, সুশ্রী পাত্রী চাই। (M) 8101808991. (C/118783)

■ শিলিগুড়ি, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী, M.Tech. (Civil), ৩৩+/৫'-৯", একমাত্র পুত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী, শিক্ষিতা, ২৫-২৮, মীন/বৃশ্চিক, দেব/দেবারি পাত্রী চাই। ৯৪৩৪৪২৬৭১৬. (C/119628)

■ পাত্র কুণ্ডু, শিলিগুড়ি নিবাসী, H.S. পাশ, 35+/5'-8", ব্যবসায়ী পাত্রের জন্য ঘরোয়া, স্বচ্ছ, সুন্দরী পাত্রী চাই, 30-এর মধ্যে। কেবলমাত্র অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। যোগাযোগ-9933537686. (C/119846)

■ ব্রাহ্মণ, নেশাহীন, 40, মেডিসিন ডিস্ট্রিবিউটর, দাবিহীন পাত্রের জন্য ঘরোয়া পাত্রী চাই। কাস্টবার নেই। (M) 9851332051. (C/118777)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 999/-, Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/119733)

ঘটক চাই

■ সব সম্প্রদায়ের পাত্র-পাত্রীর জন্য যোগাযোগ করুন। (M) 8918425686. (C/119735)

আশার আলো পর্যটনে

বিগত কয়েক বছরে পর্যটকদের এমন ভিড় হয়নি। পরিস্থিতি এমনই যে, জঙ্গলে ঢোকার টিকিট কাটতে হচ্ছে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে লাইনে দাঁড়িয়ে। স্বাভাবিকভাবেই খুশি পর্যটন ব্যবসায়ীরা। অন্যদিকে, টাইগার হিলে গাড়ি প্রবেশ নিয়ে নিষেধাজ্ঞাও প্রত্যাহার করে নিল পুলিশ।

যেন মেলা বসেছে। নিউ মাল জংশন স্টেশনের সামনে শনিবার সুশান্ত ঘোষের তোলা ছবি। -সংবাদচিত্র

টাইগার হিলে সব জেলার গাড়ি যাবে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : টাইগার হিলে দার্জিলিং ছাড়া অন্য জেলার গাড়ির প্রবেশাধিকার নেই বলে নির্দেশিকা দিয়েও পিছু হটল পুলিশ। শনিবার দার্জিলিং জেলা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সমস্ত জেলার গাড়ি টাইগার হিলে যেতে পারবে। পুলিশের তরফে এও জানানো হয়েছে যে, এদিন ৭০০টির বেশি গাড়ি কুপন নিয়ে টাইগার হিলে গিয়েছে।

দার্জিলিংয়ের ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) এস লেপচা বলেন, ‘একটা পুরোনো নির্দেশিকা ঘিরে অযথা বিতর্ক তৈরি হয়েছিল। সমস্ত গাড়িকেই টাইগার হিলের কুপন দেওয়া হচ্ছে।’ হয়রানির আশঙ্কা দূর হওয়ায় পর্যটক ও পর্যটন ব্যবসায়ী মহলেও খুশির হাওয়া।

সমতলের পর্যটন ও পরিবহণ সংগঠনগুলির জয়েন্ট ফোরামের পক্ষে সম্রাট সান্যালের বক্তব্য, ‘খবর পেয়েই আমরা এদিন দার্জিলিং জেলা পুলিশ এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনারেটের কর্তাদের এই নির্দেশিকা নিয়ে আপত্তির কথা জানিয়েছি। তারপরেই পুলিশি পদক্ষেপে সবকিছু স্বাভাবিক হয়েছে। সব গাড়িকেই টাইগার হিলের কুপন দেওয়া হবে বলে জানানোয় আমরাও খুশি।’

পাহাড়-সমতল গাড়িচালকদের দ্বন্দ্বের মধ্যেই টাইগার হিল আলোচনার কেন্দ্রে চলে আসে। পাহাড়ের পরিবহণ সংগঠনের সদস্যরা একাধিক দাবি আদায়ের লক্ষ্যে টাইগার হিল বয়কটের ডাক দেন। বিষয়টি নিয়ে পর্যটন ব্যবসায়ী মহলে হইচই পড়ে যায়। বড়দিন এবং ইংরেজি নববর্ষের মরশুমে পাহাড়ে এসে টাইগার হিল দর্শনে যেতে সমস্যার কথা ভেবে পর্যটকদের মধ্যেও হতাশা দেখা দিয়েছিল। অবশেষে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সঙ্গে বৈঠকের পর সেখানকার গাড়িচালকদের সংগঠন সংযুক্ত চালক সংঘ আন্দোলন থেকে সরে আসে। যার ফলে বৃহস্পতিবার থেকে পুনরায় টাইগার হিল দর্শনের সুযোগ পাচ্ছেন পর্যটকরা।

এরই মধ্যে শুক্রবার দার্জিলিং পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের জারি করা একটি নোটিশ ছড়িয়ে পড়ে।

> **পুলিশ জানাচ্ছে**
> - সমস্ত জেলার গাড়ি টাইগার হিলে যেতে পারবে
> - এদিন ৭০০টির বেশি গাড়ি কুপন নিয়ে টাইগার হিলে গিয়েছে

সেখানে লেখা ছিল, দার্জিলিং জেলা ছাড়া অন্য জেলার গাড়িকে টাইগার হিলে যাওয়ার জন্য পুলিশ কুপন দেবে না।

যদিও নির্দেশিকা ছড়িয়ে পড়তেই শুক্রবারই দার্জিলিংয়ের ডেপুটি পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) বলেছিলেন, ‘এটা বহু পুরোনো নির্দেশিকা। এখন কার্যকর করা হচ্ছে।’

এমন নির্দেশিকার জেরে সমতলের সিংহভাগ গাড়িই যে টাইগার হিলে যেতে পারবে না সেটা জানিয়েছিল জয়েন্ট অ্যাকশন কমিটি। কেননা পুলিশ কুপন না দিলে কোনও গাড়ি টাইগার হিলে প্রবেশ করতে পারবে না। যদিও ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সেই নির্দেশিকা নিয়ে পিছু হটে।

মায়ের ওম।। গাজোলে শনিবার। - পঙ্কজ ঘোষ

উপচে পড়া ভিড় ডুয়ার্সে

শুভদীপ শর্মা ও সুশান্ত ঘোষ

লাটাগুড়ি ও মালবাজার, ২৭ ডিসেম্বর : বর্ষশেষের আগে পর্যটকদের ভিড়ে কার্যত উপচে পড়ছে ডুয়ার্স ও সংলগ্ন কালিম্পং পাহাড়। ভিড় এতটাই, যে জঙ্গলে ঘোরার টিকিট তো দূরের কথা, অনেক জায়গায় থাকার জায়গাও মিলছে না। জঙ্গলে প্রবেশের টিকিটের জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে হচ্ছে। আর এই ভিড় দেখে স্বাভাবিকভাবেই পর্যটন ব্যবসায়ীদের মুখে চওড়া হাসি।

বছরের এই সময়টায় প্রতিবছরই ডুয়ার্সজুড়ে পর্যটকদের ঢল নামে। তবে স্থানীয় পর্যটন ব্যবসায়ীদের দাবি, গত কয়েক বছরে ডুয়ার্সে এতটা ভিড় লক্ষ করা যায়নি। শুধু ডুয়ার্স নয়, সংলগ্ন কালিম্পং জেলার লাভা, কুমাই থেকে শুরু করে জলদাপাড়ায়ও পর্যটকদের ভিড় এতটাই যে অনেক জায়গায় হোটেল ব্যবসায়ীরা পর্যটকদের থাকার ব্যবস্থা করে দিতে পারছেন না। ২৫ ডিসেম্বরের আগেই ধীরে ধীরে ভিড় বাড়তে শুরু করেছিল, নতুন বছর যত এগিয়ে আসছে, ততই যেন পর্যটকদের চাপ বাড়ছে।

লাটাগুড়িতে জঙ্গলের টিকিট কাটার হিড়িক।

রেল সূত্রে খবর, শনিবার আপ কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে নিউ মালে অন্তত ৫০০ যাত্রী নামেন। তাঁদের বেশিরভাগই লাটাগুড়ি, লাভা ও কুমাইয়ের উদ্দেশ্যে রওনা হন। মাল শহরের একটি ট্রাভেল এজেন্সির কর্ণধার সুমিত সাহা জানান, তাঁর মূর্তি ও সিটংয়ে দুটি হোমস্টে রয়েছে। দুটিতেই ২৫ তারিখ থেকে লাগাতার বুকিং চলছে। নতুন করে যাঁরা যোগাযোগ করছেন, তাঁদের অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া হচ্ছে।

শনিবার সকাল থেকেই লাটাগুড়ি, গরুমারা ও জলদাপাড়ায় জঙ্গল সাফারির টিকিট কাটতে পর্যটকদের লম্বা লাইন পড়ে। ১১টা নাগাদ কলকাতা-বারাসত থেকে পরিবারের নয়জন সদস্যকে নিয়ে লাটাগুড়িতে পৌঁছান বিশ্বজিৎ সাহা। পৌঁছেই জানতে পারেন জঙ্গল সাফারির জন্য দীর্ঘ লাইন রয়েছে। দুপুর দুটো পর্যন্ত দাঁড়িয়ে অবশেষে টিকিট পেলেও জলদাপাড়ায় বেড়াতে আসা বেহালার বাসিন্দা সৌগত সরকার টিকিট পাননি। বললেন, ‘অর্থ খরচ করে ডুয়ার্সে বেড়াতে এসেও জঙ্গলে প্রবেশের সুযোগ মিলল না। অনলাইনে টিকিট কাটার ব্যবস্থা থাকলে ভালো হত।’

জলদাপাড়ার পর্যটন ব্যবসায়ী তথা ডুয়ার্স ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট ফোরামের যুগ্ম সম্পাদক সঞ্জয় দাস জানান, জলদাপাড়া এলাকার সমস্ত রিসর্ট বুকিংয়ে ভর্তি। পর্যটকদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অনলাইন টিকিট ব্যবস্থার দাবিও জানান তিনি। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের কথায়, ‘৬-৭ জানুয়ারি পর্যন্ত লাটাগুড়ি ও আশপাশের সমস্ত রিসর্ট ভিড়ে ঠাসা। দীর্ঘদিন পর এই এলাকায় এমন ভিড় দেখা যাচ্ছে।’

শুধু ডুয়ার্স নয়, পাহাড়েও একই ছবি। লাভা হোটেল ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি নরবু ভুটিয়া বলেন, ‘পর্যটকদের ভিড় তো রয়েছেই, তেমনি পাহাড়ে আসার জন্য খোঁজও করছেন অনেকে। তবে এই আবহ ক’দিন থাকে, সেটাই দেখার।’ এদিনই মাল স্টেশনে নেমে লাভায় পৌঁছেছেন কলকাতা বাগবাজারের হারাধন সরকার ও তাঁর পরিবার। তাঁরা জানান, দার্জিলিংয়ে অনেক কয়বার গিয়েছেন তাঁরা। তবে লাভার কনকনে ঠান্ডা ও হিমেল হাওয়া আলাদা অনুভূতি দিচ্ছে। এমন ভিড় দেখে স্বাভাবিকভাবেই খুশি কালিম্পং জেলা ট্যুরিজম ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট বিজয়কুমার থাপাও।

অন্ধকার সংকোশ সেতু যেন মৃত্যুফাঁদ

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৭ ডিসেম্বর : পরপর পথ দুর্ঘটনা! ফলে কার্যত মৃত্যুফাঁদে পরিণত হয়েছে সংকোশ সেতু। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলির সঙ্গে বাংলার সংযোগ রক্ষা করে গুরুত্বপূর্ণ এই সড়ক পরিকাঠামোটি। তবে শীত পড়তেই গত কয়েকদিনে লাগাতার প্রাণহানির ঘটনায় চরম উদ্বেগে স্থানীয় বাসিন্দা থেকে নিত্যযাত্রীরা। সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ডুবে যায় ব্যস্ত সেতুটি। তার ওপর ঘন কুয়াশায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। অভিযোগ, বছরখানেক সেতুর দু’ধারে বসানো বাতিস্তম্ভের আলো জ্বলে না। ফলে ক্ষোভ বাড়ছে জনমানসে। পথবাতি সংস্কারের পাশাপাশি দুর্ঘটনা এড়াতে পুলিশের পদক্ষেপের দাবি করছেন স্থানীয়রা।

তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের নাজিরান দেউতিখাতা এলাকায় অসম-বাংলা সীমানা ঘেঁষা এই সেতু দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করে অসংখ্য পণ্যবাহী লরি, বাস, ছোট গাড়ি এবং বাইক। প্রথমে একটি সেতু ছিল। পরে যানবাহনের চাপ সামলাতে আরেকটি সেতু নির্মাণ করা হয়- একটি যাওয়ার, অন্যটি আসার জন্য। দিনরাত পুলিশি নজরদারি থাকলেও আলোর অভাব ও ঘন কুয়াশা বিপদ বাড়াচ্ছে।

সম্প্রতি দুটি মর্মান্তিক দুর্ঘটনা নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে। মঙ্গলবার ভোরে সেতুর ওপর বিকল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে এক কনটেনার। কুয়াশার মধ্যে বুঝতে না পেরে ওভারটেক করতে যায় একটি লরি। মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় অসমের শিমুলটাপুর বাসিন্দা সহদেব বর্মন (৪০)-এর। শুক্রবার রাতে কংক্রিটের ব্যারিকেডে ধাক্কা লেগে প্রাণ হারান বাইকচালক নির্মল দাস। প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, ঘন কুয়াশা এবং অন্ধকার দুর্ঘটনার প্রধান কারণ।

স্থানীয় মিঠুন সরকার বলেন, ‘বাতিস্তম্ভ আছে। তবে আলো জ্বলে না। রাত নামলে সেতুর ওপর প্রাণ হাতে করে চলতে হয়। পথবাতি মেরামতের পাশাপাশি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রশাসন পদক্ষেপ করুক।’ বাইক আরোহী পিন্টু রায় বলেন, ‘প্রতিদিন সেতু পার হয়ে কাজে যাই। কুয়াশা আর অন্ধকারে কিছুই দেখা যায় না। গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকলে বুঝে ওঠার আগেই দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। ঝুঁকি জেনেও বাধ্য হয়ে চলতে হয়।’ ট্রাকচালক সন্তোষ বর্মনের কথায়, ‘আলো না থাকায় শীতের রাতে সেতু পার হওয়া ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।’ রামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অষ্টমী দে বিশ্বাস বলেন, ‘বাতি সংস্কার ও পথ নিরাপত্তা জোরদার করতে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে আলোচনা করব।’

তুফানগঞ্জ এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, ‘বাতি সারাইয়ের জন্য তিন মাস আগে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটিকে চিঠি দিয়েছি। টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ট্রাফিক পুলিশকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’

বিস্ক ফার্ম পছন্দ শ্রদ্ধারও

নিউজ ব্যুরো

২৭ ডিসেম্বর : বিস্ক ফার্ম ভারতের একটি অন্যতম জনপ্রিয় বিস্কুট ব্র্যান্ড। ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সংস্থা সম্প্রতি বলিউডের সুপারস্টার শ্রদ্ধা কাপুরকে তাদের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে নিযুক্ত করেছে। ব্র্যান্ডের যাত্রায় একে একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক বলে সংস্থা মনে করছে। সতেজতা, বিশ্বাসযোগ্যতা ও আধুনিক আকর্ষণের প্রতীক বিস্ক ফার্ম। শ্রদ্ধা কাপুরের আকর্ষণ এবং সব বয়সের দর্শকের সঙ্গে দৃঢ় সংযোগ এই ব্র্যান্ডকে উপভোক্তাদের আরও কাছাকাছি নিয়ে যাবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা আমিরুল হক - কে 25.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 59G 28480 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারি থেকে এক কোটি টাকা জিতেছি এবং এই জয় আমার জীবনকে সম্পূর্ণরূপে বদলে দিয়েছে। এখন আমার মূল লক্ষ্য আমার পরিবারের ভালোভাবে যত্ন নেওয়া ও আর্থিক চাপ ছাড়াই তাদের স্বপ্নগুলো পূরণে পাশে থাকা। আমার জীবন এখন নতুন এবং ইতিবাচক দিক নিয়েছে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

৪২টি স্টেশনে বাড়তি স্টপ

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : যাত্রীদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে অসম ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন ট্রেনে ৪২টি স্টেশনে বাড়তি স্টপের ব্যবস্থা করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ। এরমধ্যে অসমের গোয়ালপাড়া টাউন, কোকরাঝাড়, নিউ হাফলং, পশ্চিমবঙ্গের ওল্ড মালদা, কুমেদপুর, কানকির মতো গুরুত্বপূর্ণ স্টেশন রয়েছে। যেসব ট্রেনে এই অতিরিক্ত স্টপ দেওয়া হয়েছে তার মধ্যে ব্রহ্মপুত্র মেল, নর্থইস্ট এক্সপ্রেস, কামরূপ এক্সপ্রেস, কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, অবধ-আসাম এক্সপ্রেস, কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসের মতো গুরুত্বপূর্ণ ট্রেন রয়েছে। যাত্রী পরিষেবা উন্নয়ন ও যাত্রীদের সুবিধার্থে এই অতিরিক্ত স্টপ চালুর সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান এনএফ রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা।

গ্রেপ্তার ২

বাগডোগরা, ২৭ ডিসেম্বর : একটি পিকআপ ভ্যান সহ প্রায় ৩ লক্ষাধিক টাকার চোরাই শাল কাঠের লগ বাজেয়াপ্ত করল বন দপ্তর। এই ঘটনায় আসতার আলি ও মহম্মদ তফিজুল নামে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। রবিবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হবে। ধৃতদের বাড়ি ফাঁসিদেওয়ার লিচুপুখরিতে। কার্সিয়াংয়ের এডিএফও রাহুল দেব মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘শনিবার শালের লগ নিয়ে পিকআপ ভ্যানটি শিলিগুড়ির দিক থেকে বাগডোগরার দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় গোঁসাইপুরে ফরেস্ট চেকপোস্টের কর্মীরা গাড়িটি আটক করেন।’

বাংলার হকি দলে পলাশবাড়ির তিনকন্যা

সুভাষ বর্মন

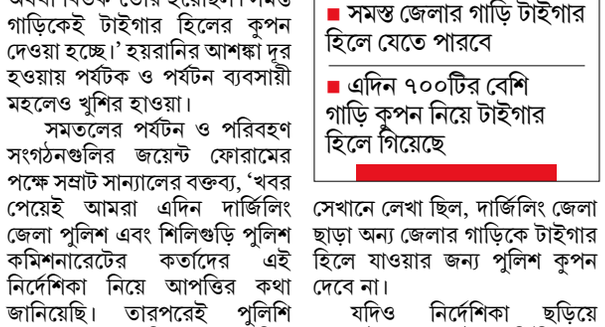

পলাশবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : রাজ্য হকি দলে সুযোগ পেল পলাশবাড়ির তিনকন্যা সংগীতা শর্মা, রূপালি বর্মন ও শিখা বর্মন। আগামী ৩ জানুয়ারি থেকে মধ্যপ্রদেশের গোয়ালিয়রে শুরু হচ্ছে স্কুল গেমসের জাতীয় স্তরের হকি প্রতিযোগিতা। ওই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে সংগীতা, রূপালি ও শিখা ২৯ ডিসেম্বর মধ্যপ্রদেশের উদ্দেশে পাড়ি দেবে। আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের সম্পাদক কৌশিক রায় এবিষয়ে বলেন, ‘আলিপুরদুয়ার জেলার হকি মানেই পলাশবাড়ি। ওখানের স্কুল পড়ুয়ারা বেশ কয়েকবছর ধরে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে হকি খেলতে যাচ্ছে। এবারও তিনজন ছাত্রী সুযোগ পেয়েছে। আমরা চাই, ওরা ভালো পারফরমেন্স করুক।’

সংগীতা ও রূপালি মেয়েদের অনূর্ধ্ব-১৯ দলে সুযোগ পেয়েছে। দুজনেই শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের পড়ুয়া। সংগীতা দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী। আর রূপালি পড়ে একাদশ শ্রেণিতে। অন্যদিকে, শিখা মেয়েদের রাজ্য অনূর্ধ্ব-১৪ দলের হয়ে খেলবে। সে শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার গার্লস স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তিনজনের কেউই অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে নয়। কারও বাবা পরিযায়ী শ্রমিক, আবার কারও বাবা দিনমজুর। তবে মেয়েদের সাফল্যে অভিভাবকরা খুশি।

পলাশবাড়ির এই তিন ছাত্রী হকি খেলতে যাচ্ছে মধ্যপ্রদেশে।

> আলিপুরদুয়ার জেলার হকি মানেই পলাশবাড়ি। ওখানের স্কুল পড়ুয়ারা বেশ কয়েকবছর ধরে রাজ্য ও জাতীয় স্তরে হকি খেলতে যাচ্ছে। এবারও তিনজন ছাত্রী সুযোগ পেয়েছে। আমরা চাই, ওরা ভালো পারফরমেন্স করুক।
>
> **কৌশিক রায়** *সম্পাদক, জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদ*

সংগীতার কথায়, ‘মধ্যপ্রদেশের নাম শুনেছি। কখনও যাইনি। এবার হকি খেলতে যাচ্ছি। খেলায় নিজের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’ সংগীতার বাবা কালে শর্মা পরিযায়ী শ্রমিক। যদিও এখন তিনি বাড়িতেই রয়েছেন। তিনি বলেন, ‘খেলাধুলোর জন্য মেয়েকে সবরকমের সহযোগিতা করতে পারি না। তবু মেয়ে হকি খেলায় আগ্রহী। সবার সহযোগিতায় এতদূর খেলতে যাচ্ছে।’ শিখার বাবা জয়ন্ত বর্মন বলেন, ‘দিনমজুরি করে সংসার চলে। মেয়ে হকি খেলায় পারদর্শী। স্কুলের শিক্ষক, কোচেরা সবাই সহযোগিতা করছেন। মেয়ের স্বপ্ন পূরণ হোক, এটাই চাই।’

শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায় বলেন, ‘আমরা পড়ুয়াদের সবসময় খেলাধুলোয় উৎসাহিত করি। তবে হকি খেলার ক্ষেত্রে মরিচঝাঁপির যুব সংঘের প্রশংসা করতেই হয়। ওই ক্লাবের মাঠে আমাদের স্কুলের বহু পড়ুয়া হকির অনুশীলন করে। আমাদের দুই ছাত্রী এবার জাতীয় স্তরে খেলতে যাচ্ছে। এটা স্কুলেরও সুনাম।’

DESUN HOSPITAL
যারা HS পাশ করেছে তাদের
GNM নার্সিং-এ সরাসরি ভর্তি
শেষ সুযোগ 31.12.2025
পড়ার পরে ডিসানেই নার্স
• GNM Nursing Eligibility:
Passed 10+2 with English (40% in aggregate)
Call : 90 5171 5171
www.desunnursing.in
Desun Nursing School & College
Kolkata | Siliguri
(A Desun Hospital Initiative)
Approved by: INC • WBNC • WBUHS

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৯৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৩৩০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৪৬৩০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৪৬৪০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

GA 1 of 2025
P.L.A. No. 143 of 2024
কলকাতা হাইকোর্ট
উইল ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত অধিক্ষেত্র

তাজ সম্পত্তির বিষয়ে
গীতা বোস, স্বামী প্রয়াত পবিত্র কুমার বসু, নিবাস "মাতৃ ভবন", ঋষি অরবিন্দ রোড, ২য় বাই লেন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ ৭৩৪০০১।

প্রতি,
প্রিয়াংশু বসু
প্রযত্নে (অভিভাবকের অধীনে)
শ্রীমতী অমৃতা বসু দত্ত,
নিবাস- আশ্রমপাড়া, ওয়ার্ড নং XIV
শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন,
ডাকঘর ও থানা- শিলিগুড়ি
জেলা- দার্জিলিং।

মহোদয়/মহোদয়া,
যদি আপনি, যেমনটি উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, মৃত ব্যক্তির সম্পত্তিতে কোনও স্বার্থ (জড়িত) আছে বলে দাবি করেন, তাহলে এই বিজ্ঞপ্তির প্রকাশের তারিখ থেকে ৬ (ছয়) সপ্তাহের মধ্যে উপস্থিত হয়ে কারণ দর্শাতে হবে যে, কেন উপরোক্ত মৃত ব্যক্তির ২০২২ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখের শেষ উইল ও টেস্টামেন্টের প্রোবেট এই আদালত কর্তৃক মধুমিতা পাল ওরুফে মধুমিতা পাল (বসু), নিবাস ৩১/১, ঋষি অরবিন্দ সরণি, ডাকঘর- নোয়াপাড়া, থানা- বরানগর, বরানগর পৌরসভার অধীনে, ২৪ পরগনা (উত্তর) কলকাতা- ৭০০০৩০, পশ্চিমবঙ্গ, যিনি মৃত ব্যক্তির দ্বারা সম্পাদিত শেষ উইল ও টেস্টামেন্টের নির্বাহিকা এবং প্রাপিকাও, তাকে প্রদান করা হবে না এবং আইন ও বিচার অনুযায়ী যা করণীয় ও গ্রহণীয় তা করতে ও গ্রহণ করতে হবে এবং আপনি সেই বিষয়ে যা করবেন তা (আপনি)এই দলিলে আমাদের উল্লিখিত বিচারপতিদের কাছে যথাযথভাবে প্রত্যয়িত করবেন।

আপনাকে এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, যোগ্যতা মানদণ্ড অনুযায়ী হাইকোর্ট লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটির বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা আপনার জন্য উপলব্ধ এবং আপনি যদি যোগ্য হন এবং বিনামূল্যে আইনি পরিষেবা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক হন, তাহলে আপনি উপরোক্ত লিগ্যাল সার্ভিসেস কমিটির সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

সাক্ষীঃ শ্রী সুজয় পাল, ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি, কলকাতা উপরোক্ত, নভেম্বর মাসের ১৭তম দিন, দুই হাজার এবং পঁচিশ সাল।

স্বাক্ষরঃ অস্পষ্ট
(২৬/১১/২৫)
শ্রী দেবানুজ বসু ঠাকুর, রেজিস্ট্রারের পক্ষে
আইনজীবী, 'অর্চনা ভবন',
৮/বি, রমানাথ সাধু লেন
কলকাতা- ৭০০০০৭

বুনো হাঁস পাখা মেলে...

পৌষের বিকালে জলপাইগুড়ির গজলডোবায় সুশান্ত পালের তোলা ছবি। শনিবার।

মহাসড়ক যেন ভুলভুলাইয়া

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : বড়দিনের ছুটিতে বন্ধুদের সঙ্গে বৃহস্পতিবার লাভায় ঘুরতে গিয়েছিলেন আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দা পার্থসারথি মজুমদার। রাত দশটা নাগাদ ফালাকাটা হয়ে আলিপুরদুয়ারে বাড়ি ফেরেন ওই তরুণ। সাধারণত এক ঘণ্টা দশ-কুড়ি মিনিটে ফালাকাটা থেকে আলিপুরদুয়ার পৌঁছানো যায়। কিন্তু সেই রাতে পার্থর বাইকে সময় লেগেছিল প্রায় দু'ঘণ্টা। শুধু তাই নয়, অল্পের জন্য দুর্ঘটনা থেকেও রক্ষা পেয়েছেন বলে জানালেন শুক্রবার। এমন ভোগান্তির কারণ কী? উত্তর এল, নির্মীয়মাণ মহাসড়ক এবং কুয়াশা। রাতে এতটাই কুয়াশা পড়ে যে খুবই ধীরে বাইক চালাতে হয়েছে। এখন তো কুয়াশার জন্য রাতে বাইক বা গাড়ি চালাতে সমস্যা হচ্ছে সব জায়গাতেই। কিন্তু ফালাকাটা-আলিপুরদুয়ার রুটে গোদের ওপর বিষফোড়া নির্মীয়মাণ মহাসড়কের বেহাল দশা।

কুয়াশাঢাকা রাস্তায় বিপদ মাথায় নিয়ে যাতায়াত।

সলসলাবাড়ি-ফালাকাটাগামী ৪১ কিমি চার লেনের মহাসড়কের বিভিন্ন জায়গায় কাজ চলছে। কোথাও চলছে সেতুর কাজ, কোথাও কালভার্টের কাজও। গত বছরের শীতের তুলনায় অনেকটাই কাজ এগিয়েছে মহাসড়কের। কয়েক জায়গায় রাস্তা পুরো তৈরি হয়েছে। যেখানে রাস্তা তৈরি হয়নি, সেখানে ডাইভারশন করা হয়েছে। সেই এলাকাগুলিতে দিনেরবেলাতেই যাতায়াত করতে সমস্যা হচ্ছে চালকদের। রাতে তো কোন দিক দিয়ে কোন রাস্তায় উঠতে হবে, ডাইভারশনের জন্য সেটা অনেকেই গুলিয়ে ফেলছেন। অভিযোগ, এই ডাইভারশনগুলো চিহ্নিত করার জন্য বা কোন রাস্তা ধরে যাতায়াত করা যাবে, সব জায়গায় সেই নির্দেশিকা সংবলিত বোর্ড লাগানো নেই। সেজন্য দিনেরবেলাতেই সমস্যা হচ্ছে। রাতে কুয়াশায় কয়েক জায়গায় বোর্ডগুলো থেকেও না থাকার মতো। প্রতিদিনই তাই গাড়িচালকদের সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। এদিন এই নিয়ে কথা হচ্ছিল ট্রাকচালক মাসেদুল মিয়াঁর সঙ্গে। শিলবাড়িহাটের ওই বাসিন্দার কথায়, 'দিনেরবেলাতেও অনেকে দেখি ভুল রাস্তায় গাড়ি ঢুকিয়ে দেন। আর রাতে কুয়াশায় তো সেই আশঙ্কা আরও বেশি থাকে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

> দিনেরবেলাতেও অনেকে দেখি ভুল রাস্তায় গাড়ি ঢুকিয়ে দেন। আর রাতে কুয়াশায় তো সেই আশঙ্কা আরও বেশি থাকে। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।
>
> **মাসেদুল মিয়াঁ,** *ট্রাকচালক*

অন্যদিকে, পাঁচকোলগুড়ির বাসিন্দা ধীরাজ রায় প্রশাসনের নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানান। তাঁর কথায়, 'মহাসড়ক যতটা ভালো, ততটাই খারাপ। রাতে যেন বেশি স্পিডে গাড়ি না যায়, সেটা প্রশাসনের দেখা উচিত। ধীরে ধীরে গাড়ি যাতায়াত করলে দুর্ঘটনার আশঙ্কাও কমতে পারে।'

তবে এ বিষয়ের ওপর নজর রাখছে প্রশাসন। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের ডিএসপি (ট্রাফিক) শান্তনু তরফদার বলেন, 'কুয়াশায় যেন দুর্ঘটনা না হয়, সেজন্য বিশেষ নজরদারি চলছে। পুলিশ নজরদারি চালাচ্ছে আর গাড়িচালকদেরও সচেতন করা হচ্ছে। মহাসড়কে আমাদের বিশেষ নজর রয়েছে।'

পাহাড়ে প্রকৃতি পাঠ শিবির

ওদলাবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : পাহাড়েও প্রকৃতি পাঠ শিবির। কালিম্পং পাহাড়ের ৪ হাজার ফুট উচ্চতায় মানঝিং ও ৪ হাজার ৫০০ ফুট উচ্চতায় দারাগাঁওয়ের মতো জায়গায় এবারই প্রথম শুরু হয়েছে দু'দুটো প্রকৃতি পাঠ শিবির।

মানঝিংয়ে শিবিরের উদ্যোক্তা হুগলির শ্রীরামপুরের 'অঙ্গন ছাড়িয়ে' নামে একটি সংগঠন। ২৬ থেকে ২৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিবিরটি চলবে বলে সংস্থার সম্পাদক মানস লাহিড়ি জানিয়েছেন। ৩৫ জন শিশু, কিশোর এবং তাদের অভিভাবক মিলিয়ে মোট ১১০ জনের একটি দল মানঝিংয়ে প্রকৃতি পাঠ শিবিরে অংশ নেবে। করবে রক ক্লাইম্বিংও। অন্যদিকে, ৪৫০০ ফুট উচ্চতায় লাভা ব্লকের দারাগাঁওয়ে শনিবার থেকে শিবির শুরু করেছে মালবাজার শহরের মাউন্টেন অ্যান্ড ট্রেকার্স ক্লাব।

অসম, সিকিম, ত্রিপুরা ও ঝাড়খণ্ড থেকে তো বটেই পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, মালদা, হুগলি, নদিয়া, উত্তর দিনাজপুর সহ মোট ১৩টি জেলা থেকে ছাত্রছাত্রীরা এই শিবিরে যোগ দিচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রায় ১৪০ জন ছাত্রছাত্রী এবং ৩৭ জন গাইড, ইনস্ট্রাক্টর ও অন্য সহযোগী সহ ১৮০ জন শিবিরে অংশ নিচ্ছে। প্রকৃতির কোলে থেকে হাতেকলমে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মনির্ভরতা, দলগত কাজের মানসিকতা এবং প্রকৃতির প্রতি দায়িত্ববোধ গড়ে তোলাই এই ক্যাম্পের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে জানিয়েছেন আয়োজকদের তরফে স্বরূপ মিত্র। এর আগে সমতলে প্রকৃতি পাঠ শিবিরের আয়োজন হয়েছে। তবে পাহাড়ের নিরিবিলি পরিবেশে প্রকৃতিকে আরও কাছের থেকে অনুধাবনের সুযোগ পেলেন অংশগ্রহণকারীরা।

২৯০ কিমি নতুন ট্র্যাক

জলপাইগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল ২৯০ কিলোমিটার রেলপথে নতুন ট্র্যাক বসানোর কাজ শেষ করল। এই ট্র্যাক নবীকরণের ফলে ট্রেন চলাচল সুষ্ঠুভাবে ও নিরাপদে করবে বলে জানিয়েছেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ২৯.৭৭ কিমি, কাটিহার ডিভিশনে ৫১.৩৩ কিমি, লামডিং ৪৪.৯৮ কিমি, রঙ্গিয়া ডিভিশনে ৭৫.১৯ কিমি এবং তিনসুকিয়া ডিভিশনে ৬৯.৯৬ কিমি রেল ট্র্যাক নতুন করে বসানো হয়েছে।

CINEMA
সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
Dhurandhar (Hindi)
Show Time : 12:30, 7:00 P.M.
Projapati-2 (Bengali)
Show Time : 4:15 P.M.
Dolby Digital

NEW CINEMA (A.C) SILIGURI 9832336881
মিতিন — SHOW TIME 10.50 AM BENGALI (U/A)
প্রজাপতি ২ — SHOW TIME 1.15 PM, 4.15 PM BENGALI (U)
SHOW TIME 7.00 PM BENGALI (U/A)

নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের ই-নিলাম

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের অধীনস্থ নিউ কোচবিহার (প্রতীক্ষা কক্ষ) রেলওয়ে স্টেশনে পে এণ্ড ইউজ টয়লেটের জন্যে ই-নিলাম। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১০১৬।

অঙ্কন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপি-পাও-এনসিবি		
এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এ/১	পিএনইউ-এপিডিজে-এনসিবি-টিওআই-৫০-২৫-১ (পে এণ্ড ইউজ-টয়লেট)	নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনের বিএসএফ আরটিও কার্যালয়ের সমীপে স্থিত প্ল্যাটফর্ম নং ০১এ থাকা ওয়েটিং কক্ষের ভেতরে (মহিলা এবং পুরুষের জন্যে) পে এণ্ড ইউজ টয়লেট।

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৯-০১-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হওয়ার সময়ঃ ১২.৩০ ঘন্টায়। প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে স্লীপার নবীকরণ কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ১১৮/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ২৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ টেণ্ডার সংখ্যা. ৪৮-এপি-I-২০২৫। কাজের নামঃ নিউ কোচবিহার-গোলকগঞ্জ (এসএল)-টিএসআর (পি) ৩৭.৩০০ টিকেএম এবং রাণীনগর জলপাইগুড়ি-নিউ কোচবিহার (আপ)- ট্র্যাকের উত্তোলন এবং ব্যালাস্ট পাদা করা-১১.৫৫৮ টিকেএম। টেণ্ডার রাশিঃ ১২,০৩,৮৬,৫২৮.২৫/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৭,৫১,৯০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৬-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

তিনসুকিয়া ডিভিশনে বিদ্যুতায়নের কাজ

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ঃ টিএসকে/ইলেক্ট/২১৭, তারিখ ঃ ২৪-১২-২০২৫, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। ক্রম নং.-১; টেণ্ডার নং ঃ এলভি-টি-১৪-টিএসকে-টিআরডি-১১; অভিটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ তিনসুকিয়া ডিভিশনের অধীনে ডিব্রুগড় ইয়ার্ডে প্রস্তাবিত লাইন নম্বর- ১৭, ১৭এ, ১৭বি, ১৭সি, ১৮-এর বিদ্যুতায়ন। টেণ্ডার মূল্য ঃ ২,৯৪,৩৩,৯৫১.৬৯/- টাকা; বায়না মূল্য ঃ ২,৯৭,২০০/- টাকা; উপরোক্ত টেণ্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৬-০১-২০২৬ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলার সময় ১৫:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার সংক্রান্ত সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০১-২০২৬ তারিখের ১৩:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ইলেক্ট./টিআরডি), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ইওআই)

টেণ্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. সিএমএস/ডিআরএইচ-১৫ তারিখ ঃ ০৮-১২-২০২৫

চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট/আলিপুরদুয়ার জংশন, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্যে ও তরফে, নিম্নলিখিত কাজের জন্য নির্ধারিত ফরমে সীলমোহরযুক্ত খোলা টেণ্ডার (ইওআই) আহ্বান করা হচ্ছে।

কাজের নাম ও বিবরণ: চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জংশন, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, এফ. নং ৫-১৬/সিজিএইচএস(এইচকিউ)/এইচইজি/২০২৪ (পার্ট-১), কম্পিউটার নং ৮৩৬৫০২৭, তারিখ ০৩-১০-২০২৫-এ বিজ্ঞাপিত হার অনুযায়ী রেলওয়ের সুবিধাভোগীদের পরীক্ষার জন্য আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং শিলিগুড়িতে অবস্থিত তালিকাভুক্ত ডায়াগনস্টিক সেন্টার বা বেসরকারি হাসপাতাল/ডায়াগনস্টিক সেন্টার, যার মধ্যে প্যাথলজিক্যাল ল্যাবরেটরি, আল্ট্রাসনোগ্রাফি সেন্টার এবং সিটি স্ক্যান সেন্টার অন্তর্ভুক্ত, তাদের সাথে ক্যাশলেস চুক্তির জন্য এক্সপ্রেশন অফ ইন্টারেস্ট (ই.ও.আই.) আহ্বান করেছেন।

ইওআই টেণ্ডার নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়: ০৮-০১-২০২৬ তারিখ ১৩:০০ টা পর্যন্ত।

ইওআই/টেণ্ডার নথি খোলার তারিখ ও সময় এবং ঠিকানা: ০৮-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্ট/আলিপুরদুয়ার জংশন, ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল, পিন - ৭৩৬১২৩-এর কার্যালয়ে।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন: www.nfr.indianrailways.gov.in
চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

আজ টিভিতে

টাইগার গার্ডস অফ কানহা সন্ধে ৭.৫৭ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ অন্যায় অবিচার, দুপুর ১.৩০ ঘাতক, বিকেল ৪.৩০ শাপমোচন, সন্ধে ৭.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, রাত ১০.৩০ হাঙ্গামা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ হীরক জয়ন্তী, দুপুর ১.০০ সাথী, বিকেল ৪.০০ বিন্দাস, সন্ধে ৭.০০ শুভ দৃষ্টি, রাত ১০.০০ মহাগুরু

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৩০ অমর প্রেম, ১০.৩০ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, সন্ধে ৭.০০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.৩০ আক্রোশ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ খাঁচা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মান মর্যাদা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ কাম ব্যাক

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ কিঁউ কি ম্যায় ঝুঠ নেহি বোলতা, বিকেল ৩.৫০ ঘরওয়ালি বাহারওয়ালি, সন্ধে ৬.৫০ বেটা, রাত ১০.০০ যোদ্ধা

সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ২.৪৬ দিল হ্যায় বেতাব, বিকেল ৫.২২ ইয়ারানা, সন্ধে ৭.৫০ সীতা অওর গীতা, রাত ১০.৫৫ মকসদ

স্টার গোল্ড সিলেক্ট : বেলা ১১.০১ অগলি অওর পাগলি, দুপুর ১.০৪ বালা, বিকেল ৩.২১ খুদা হাফিজ, ৫.৪০ অন্ধাধুন, রাত ৮.০০ বরফি, ১০.৩৫ ওয়ান্স আপন আ টাইম ইন মুম্বই

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.৪৫ গুমনাম, দুপুর ২.১৬ ব্রুস লি, বিকেল ৪.৫৭ হাতকড়ি

খুদা হাফিজ বিকেল ৩.২১ স্টার গোল্ড সিলেক্ট

বিন্দাস বিকেল ৪.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

বেশ করেছি প্রেম করেছি সন্ধে ৭.৩০ জলসা মুভিজ

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public in general that my clients, SRI PRADIP ROY, Son of Sri Dhiren Roy, along with others had instituted a Title (Partition) Suit No. 97 of 2018 for partition,perpetual injunction other consequential reliefs against Central Bank of India and others before the Ld. Civil Judge, Senior Division, Jalpaiguri which is still pending adjudication. The suit property upon which the Title (Partition) Suit No. 97 of 2018 had been filed by my clients forms
part and is mentioned in the schedule herein below:
"SCHEDULED PROPERTY"
"All that piece or parcel land measuring 636 Decimal appertaining to and forming part of R.S Plot No. 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 238/832,239/833, 240/835, 241, 242, 243, 244, 245, 242/836 recorded in R.S. Khatian No. 569/1 and 571, R.S. Sheet No. 8 of Mouza:-Dabgram, J.L. No. 2, P.S: Bhaktinagar, District- Jalpaiguri." It has recently come to the notice of my clients that the above scheduled property forms part of the vacant land at Mouza: Dabgram, P.S.: Bhaktinagar, District: Jalpaiguri, measuring about 324.98 cottah at 2.5 Mile, Sevoke Road, in the name of M/s Global Scape Infrastructure Pvt. Ltd., for which the Central Bank of India has issued an E-Auction Sale notice dated 03.12.2025 in respect of the aforesaid suit property and the said auction is scheduled to be conducted on 07.01.2026, which itself is bad in law as the said property is still pending adjudication before the Ld. Civil Judge, Senior Division, Jalpaiguri. It is hereby informed that if any person/s, company, partnership firm, proprietorship firm, trust, society, or any other legal entity deals with the aforesaid schedule property, then it shall invite unnecessary litigation. If any person still deals with the same he/she shall be liable with the legal consequences at their own risk and peril.

For Partha Sarathi Choudhury
Advocate, Siliguri
Sd/- Dated Siliguri
26.12.2025

স্পোকেন ইংলিশ

■ স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার " ভেরি ঈজি নিউ মেথড"। অভিজ্ঞ শিক্ষকের গাইডেন্স। ফোন : 97335-65180, শিলিগুড়ি। (C/119733)

জ্যোতিষী

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা- 501/-। (C/119734)

বাস্তুদোষ

■ বাসস্থান, অফিস, দোকান, কারখানা, জমি ইত্যাদিতে বাস্তুদোষ কাটিয়ে অর্থ, উন্নতি, শারীরিক সুস্থতা, সুখ, শান্তি সহ জ্যোতিষী পরামর্শ পেতে যোগাযোগ করুন - স্বর্ণপদক প্রাপ্ত বাস্তুবিদ শ্রীদেবঋষিশাস্ত্রী M : 9832097405. (C/119734)

বিক্রয়

■ শিলিগুড়ি দেশবন্ধুপাড়ায় 1 BHK ফ্ল্যাট বিক্রয়, (590 sft.). যোগাযোগ : - 8250504310, 9749397873. (C/119848)

■ জলপাইগুড়ি ডিবিসি রোডে গ্যারাজ সহ 2 BHK/3 BHK নতুন ফ্ল্যাট বিক্রি হবে। দাম মাত্র ২৫ লক্ষ থেকে শুরু। M : 7318794323. (C/119262)

বিক্রয়

■ নেপালি বস্তিতে, জমি বিক্রি ৫ কাঠা ৫.৮০ লক্ষ প্রতি কাঠা M : 9832042908, শিলিগুড়ি বৃন্দাবনের কাছে। (C/119853)

■ আশিঘর নরেশ মোড়ের সারদা স্কুলের মেইন রোডে দেড় কাঠা জমির বাড়ি সহ, ত্রিশ লক্ষ টাকায় বিক্রয় হবে। 9476131828. (C/119860)

■ ইসলামপুর বাবুপাড়া ৪.৫ কাঠা জমি (বাউন্ডারি ওয়াল) বিক্রয় হবে। সামনে ১৮' রাস্তা। M : 8906142008. (C/119833)

■ New 2 BHK flat for sale at Sukanta Nagar Slg. 9475760058. (C/119849)

■ শিলিগুড়ি রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে, সামনে ১৮' রাস্তা পিছনে ৮½' রাস্তা। ও ২ কাঠা জমি বিক্রয় হবে রাস্তা ৮½'। (M) 9735851677. (C/119727)

■ জলপাইগুড়ি আনন্দপাড়ায় ৩ কাঠা জমির উপর একতলা (৩ তলা ভিত) বাড়ি বিক্রয় হইবে। Ph. 9832069837. (C/119257)

■ জলপাইগুড়ি ডেঙ্গুয়াঝার বাজারের পাশে 2.5 কাঠা বাস্তু জমি বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ- M : 7908604517. (C/119258)

COMMERCIAL BUILDING FOR SALE

■ Standing on 4.5 katha land, 700m from Sevoke Road, at Iskcon Mandir Road. Contact Genuine buyers only. : 6296956667. (C/119735)

ভাড়া

■ Semi Furnished Two Room flat rent, Ground floor Children Park Hakimpara for small family. 9434106694. (C/119735)

■ 3 BHK semi Furnished flat for Rent with Garage (Toilet available),Sachin Sourav Apartment, 1st Floor, College Para, Siliguri. Rental 35K Monthly and Commercial Space for rent at Jalpai More, Siliguri, Rental 35/- per Sqft. Call : 9153731359. (C/119735)

■ ফ্ল্যাট ও টিন শেড রুম ভাড়া আছে - N.S. রোড by লেন, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি, ফোনের সময় - 10 A.M. - 9 P.M., 9475764429. (C/119735)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির সম্ভ্রান্ত পরিবারে সবসময় থেকে কাজের জন্য কর্মঠ মহিলা চাই, বেতন-১৫০০০/-, থাকার সুব্যবস্থা আছে। ফোন- 9932942110. (C/119730)

■ শিলিগুড়ি ফ্যাক্টরিতে কাজের জন্য হেল্পার ও জলপাইগুড়ি স্কুল/কোম্পানির জন্য গার্ড প্রয়োজন। বেতন ঃ ১১,৫০০/- থেকে ১২,০০০/- টাকা। থাকা ফ্রি। M : 8389002783. (C/119864)

■ শিলিগুড়িতে বাড়িতে দিনরাত থাকার রান্না জানা সঙ্গে ঘরের কাজের জন্য বয়স ৫০-এর কম কাজের মহিলা চাই। (M) 9373439448. (C/119733)

■ Wanted Manager, Staff, Driver, Cook, R.B for Hotel, Siliguri. M 8250661108. (C/119733)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়িতে দিনরাত থেকে বাড়িতে বাচ্চা দেখাশোনার জন্য একজন আয়া চাই। যোগাযোগ :- 7029634005. (C/119734)

■ Wanted Male Field Sales & Service Engg for Precision Equip. Experienced/Fresher Dip/Deg Electronics/Electrical for Siliguri/Guwahati. Salary Negotiable. Call-9830041424/23. (K)

■ মহিলা পোশাক সেলাইতে এক্সপার্ট টেইলার চাই এবং কাপড়ের শোরুমের জন্য অভিজ্ঞ সেলসম্যান চাই। U & Boutique, জলপাই মোড়, শিলিগুড়ি। (M) 9933634290. (C/119735)

■ শিলিগুড়িতে বইয়ের দোকানে কাজের জন্য প্রচুর যুবক ও যুবতী প্রয়োজন। যোগাযোগ - 9434307715, 7001100526. (C/119828)

■ শিলিগুড়িতে হোটেলে Room Service Boy প্রয়োজন। Rs. 7,000 P.M. থাকা, খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। M : 9679778950. (C/119732)

■ A Siliguri based reputed Pvt. Ltd. Company engaged in import and distribution of agri-machinery requires and Assistant Accountant. CTC - 16 to 18K. B. Com with knowledge of Tally & MS office may Send CV to slgagrojobs@gmail.com (C/119732)

■ শিলিগুড়িতে মুদি দোকানে কাজ জানা ছেলে চাই। মাসিক ১৩০০০ টাকায়। খাওয়া নিজের, থাকা ফ্রি। - 8597437599. (C/119857)

কর্মখালি

BAL MANDIR SENIOR SECONDARY SCHOOL

■ Dinajpur Road, Kishanganj-855107, affiliation No. 330009, School Code-65012 (An English Medium Co-Ed school affiliated to CBSE, Delhi) Requires PGTs, TGTs & PRT. Post - PGT:- Subjects : Economics, Accountancy, Business Studies, : Biology, Chemistry, Physics, Mathematics,Informatics Practices, Hindi, Physical Education. TGT - Hindi, English, Science, Social Science, Mathematics, Sanskrit, Information Technology, Physical Activity Trainer. PRT : English, Mathematics, Social Science, EVS, Science, Computer, Hindi. Others : Dance, Instrumental Music Teacher, Music, Sports & NCC teachers. Salary no constraint for deserving candidates. Free fooding and accommodation facility for outsiders. Fluency in English is essential. Applicant must possess qualification and experience as prescribed by CBSE. Interested candidates should forward their resume with necessary testimonials to bal. mandir2010@gmail.com Note :- Immediate Joining for the selected candidates. - Principal. (C/119732)

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জমি ফেরত

কলকাতা মেট্রো রেলওয়ে কর্পোরেশনের অধীনস্থ সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারে জমি ফেরাতে উদ্যোগ নিল কলকাতা পুরসভা। সেখানে বুস্টার পাম্পিং স্টেশন ও দ্বিতীয় পুর স্বাস্থ্যকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা চলছে।

স্কুলে কর্মশালা

বাংলামাধ্যম স্কুল পড়ুয়াদের ইংরেজি ভীতি কাটাতে ৫ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত বিশেষ কর্মশালার আয়োজন করছে উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ১৫০টির বেশি স্কুলের ২০০০ পড়ুয়া প্রশিক্ষণ নেবে।

শুনানিতে হামলা

শুনানির প্রথম দিন আসানসোলের মণিমালা গার্লস হাইস্কুলে বিজেপির সহায়তা শিবিরে হামলার অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। অভিযোগ, পুলিশ সেখানে উপস্থিত ছিল।

ধৃত পদ্ম কর্মী

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হোটেলে তোলাবাজি করতে গিয়ে গ্রেপ্তার হলেন পশ্চিম মেদিনীপুরের এক বিজেপি কর্মী। ওই হোটেলের ম্যানেজারের অভিযোগ পেয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আগ্নেয়াস্ত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

কমিশন ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি

ডেডলাইন ৩১ ডিসেম্বর | ভোটার বাদে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন নিয়ে নির্বাচন কমিশন ও শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে সংঘাত এক চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের শনিবারের আক্রমণাত্মক অবস্থান এবং ৩১ ডিসেম্বরের 'ডেডলাইন' রাজ্য-রাজনীতিতে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করেছে। শনিবার কলকাতায় তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক বৈঠক থেকে এই হুঁশিয়ারি দিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক।

নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা ও যৌক্তিক অসংগতি বিতর্কে কমিশনকে তীব্র নিশানা করেছেন অভিষেক। সংঘাতের মূলে রয়েছে কমিশনের দাবি করা ১ কোটি ৩৬ লক্ষ ভোটারের তথ্যের গরমিল। অভিষেকের প্রধান প্রশ্ন, ১৬ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের দিনই কমিশন কীভাবে এত বিপুল সংখ্যক অসঙ্গতি চিহ্নিত করল? তিনি এটিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে মনে করছেন এবং এই ১ কোটি ৩৬ লক্ষ জনের নাম ও তথ্যের পূর্ণাঙ্গ তালিকা জনসমক্ষে প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন। এটি না হলে দিল্লি গিয়ে নির্বাচন কমিশন অফিস ঘেরাও এবং আইনি পদক্ষেপেরও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

বিজেপি দীর্ঘকাল ধরে দাবি করে আসছে যে, বাংলার ভোটার তালিকায় লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গার অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

শনিবার তৃণমূল ভবনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি অভিষেক।

অভিষেক সরাসরি এই ন্যারেটিভকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, যদি সত্যিই বাংলাদেশি থেকে থাকে, তবে কমিশন তাদের তালিকা প্রকাশ করুক। তালিকা দিতে না পারলে বিজেপিকে ক্ষমা চাইতে হবে। তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন যে, অন্যান্য বিজেপি শাসিত রাজ্যের তুলনায় বাংলায় নাম বাদ যাওয়ার হার কম হওয়া সত্ত্বেও কেন পশ্চিমবঙ্গকে বিশেষভাবে নিশানা করা হচ্ছে।

নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা ও প্রযুক্তিগত স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিষেক। তিনি এবার সরাসরি নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তাদের ওপর আক্রমণ শানিয়েছেন। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ কুমার' এবং জনৈক আধিকারিক সীমা খান্নাকে লক্ষ্য করে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, ইআরও-দের এড়িয়ে পর্দার আড়াল থেকে 'হোয়াটসঅ্যাপ' বার্তার মাধ্যমে ভোটার তালিকা প্রভাবিত করা হচ্ছে। এই চ্যাট বা কথোপকথনের প্রমাণ তিনি সুপ্রিম কোর্টে পেশ করার হুমকি দিয়ে বিষয়টিকে আইনি লড়াইয়ের পথে নিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিতও দিয়েছেন।

জেলায় অভিষেক

- ৩ জানুয়ারি জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারে
- ৭ জানুয়ারি উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারে
- ৮ জানুয়ারি মালদায় কর্মসূচি
- ১৩ জানুয়ারি কোচবিহারে সভা ও বৈঠক
- ১৭ জানুয়ারি জঙ্গিপুর ও বহরমপুরে একাধিক কর্মসূচি

একইসঙ্গে নিরাপত্তা ইস্যুতে রাজ্য সরকারের সঙ্গে সংঘাতও তীব্র হয়েছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালকে 'ওয়াই প্লাস' ক্যাটাগরির নিরাপত্তা এবং দপ্তরে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের নির্দেশ প্রমাণ করে যে, কমিশন ও রাজ্য প্রশাসনের মধ্যে আস্থার সংকট তীব্র। তৃণমূলপন্থী বিএলও-দের বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে এই নিরাপত্তা বৃদ্ধি আসলে রাজনৈতিক সংঘাতেরই একটি প্রশাসনিক প্রতিফলন।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে ফের মাঠে নেমে বিজেপির মোকাবিলা করার কৌশলও এদিন ঘোষণা করেছেন অভিষেক। ২ জানুয়ারি থেকে তাঁর মাঠে নামার ঘোষণা স্পষ্ট করে দেয় যে, ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের রণকৌশল এখনই সাজিয়ে ফেলছে তৃণমূল।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই কড়া অবস্থান কেবল নির্বাচন কমিশনকে চাপে রাখা নয়, বরং ভোটারদের মধ্যে এই বার্তা পৌঁছে দেওয়া যে, তাঁদের গণতান্ত্রিক অধিকার হরণের চেষ্টা হচ্ছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে কমিশন তালিকা প্রকাশ না করলে দিল্লির রাজপথে এই লড়াই আরও বড় আকার ধারণ করবে, যার প্রভাব আগামী নির্বাচনে সুদূরপ্রসারী হতে পারে।

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : ২০২৬-এর মহাযুদ্ধের আগে বাংলার অলিগলিতে এখন উন্নয়ন বা দুর্নীতির চেয়েও বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে 'নাম বাদ' পড়ার আতঙ্ক। ভোটার তালিকা সংশোধনকে কেন্দ্র করে বঙ্গ রাজনীতিতে পারদ চড়ছে। সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে যে স্ক্রুটিনি শুরু করেছে, তা নিয়ে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মহলে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গিয়েছে, এই নতুন পদ্ধতিতে নির্বাচন কমিশন সরাসরি প্রযুক্তি ব্যবহার করে ভোটারদের নোটিশ পাঠাচ্ছে, যেখানে ব্রাত্য থাকছেন স্থানীয় সরকারি আধিকারিক বা বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও)। ভারতের নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের ক্ষেত্রে যে 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' শুরু করেছে, তার নেপথ্যে 'বিহার প্লেবুক' বা বিহার মডেলের ছায়া দেখছে রাজনৈতিক মহল। কিন্তু এই ডিজিটাল সক্রিয়তা কি সত্যিই স্বচ্ছতা আনবে, না কি এর আড়ালে লুকিয়ে আছে বিরোধী কণ্ঠ রোধের কোনও কৌশল? এই প্রশ্নই এখন বঙ্গ রাজনীতির অলিন্দে আছড়ে পড়ছে।

সাধারণত ভোটার তালিকার পাহারাদার বলা হয় বিএলও এবং বিডিও-দের। কারণ তাঁরা মাটির মানুষ, নাড়িনক্ষত্র চেনেন। কিন্তু এবার দিল্লি থেকে সরাসরি অ্যালগরিদম পাঠিয়ে নোটিশ জেনারেট করা হচ্ছে। স্থানীয় আধিকারিকদের অভিযোগ, তাঁদের কার্যত 'রাবার স্ট্যাম্প' বানিয়ে ফেলা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ের কোনও তদন্ত ছাড়াই সরাসরি নোটিশ পাঠানোর এই কেন্দ্রীয় প্রবণতা কি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর ওপর বড়সড় আঘাত নয়? আধিকারিকদের একাংশ মনে করছেন, দিল্লির এই রিমোট কন্ট্রোল ব্যবস্থার ফলে গ্রামীণ এবং প্রান্তিক ভোটাররা চরম বিপাকে পড়বেন।

নির্বাচন কমিশনের এই অতি-সক্রিয়তাকে ঘিরে সবচেয়ে বেশি শোরগোল শুরু হয়েছে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে। অভিযোগ, প্রযুক্তিকে ঢাল করে বিশেষ কিছু সম্প্রদায়ের বা নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের নাম ছেঁটে ফেলার জমি তৈরি করা হচ্ছে। কমিশনের ভাষায় যা 'সংশোধন', আমজনতার চোখে তা 'উচ্ছেদ'-এর নামান্তর। বিরোধীরা যখন এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়ে 'ভুয়ো ভোটার' মুক্ত তালিকার স্বপ্ন দেখছে, তখন শাসক দল এটাকে দেখছে দিল্লির 'ঘাড়ের ওপর নিঃশ্বাস' হিসেবে।

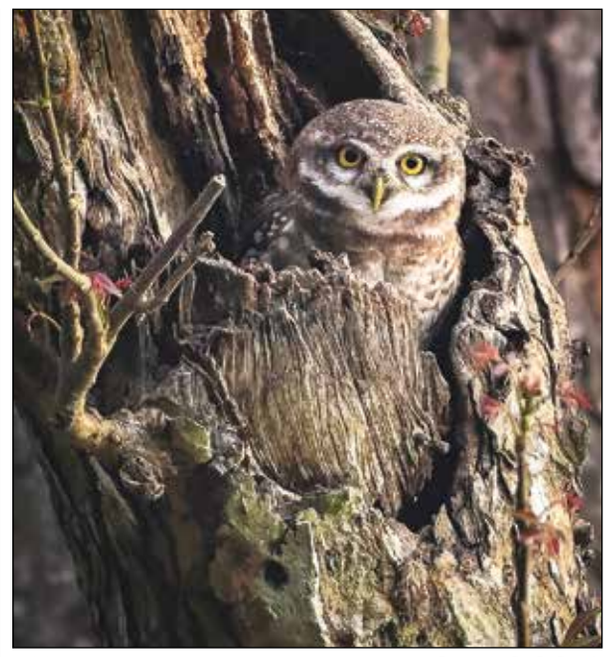

নাইট ওয়াচম্যান... নদিয়ায়। ছবি-পিটিআই

লোগো প্রকাশ তৃণমূলের

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে 'বাংলা নিজের মেয়েকেই চায়' স্লোগান তুলে ভোটের উত্তাপ বাড়িয়ে দিয়েছিল তৃণমূল। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের প্রক্রিয়া যখন চলছে, তখনই আগামী বিধানসভা নির্বাচনের নতুন স্লোগান বেঁধে লোগোও প্রকাশ করে দিল রাজ্যের শাসকদল। 'যতই করো হামলা, আবার জিতবে বাংলা'- শনিবার এই স্লোগান প্রকাশ করেছে তৃণমূল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি দিয়ে কর্মসূচির লোগোও এদিন প্রকাশ করা হয়েছে। এদিন এই স্লোগান ও লোগো প্রকাশ করে তৃণমূলের পক্ষ থেকে সমাজমাধ্যমে লেখা হয়েছে, 'এই লোগো বিজেপির বিরুদ্ধে রাজ্যবাসীর মিলিত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ।'

২০১৯ সাল থেকেই এই রাজ্যে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকা নিয়েছে বিজেপি। এখনও রাজ্যে তারা প্রধান বিরোধী দল। কিন্তু বিজেপিকে বারবার বাংলা-বিরোধী তকমা দিতে ছাড়ছে না রাজ্যের শাসকদল। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচনের আগেও বিজেপির বিরুদ্ধে বহিরাগত তত্ত্ব

সামনে এনে তৃণমূল স্লোগান তৈরি করেছিল। গত লোকসভা নির্বাচনের আগে 'জনগণের গর্জন, বাংলা বিরোধীদের বিসর্জন' স্লোগান দিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করেছিল তৃণমূল। সম্প্রতি ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনে বিজেপির অঙ্গুলিহেলনে নির্বাচন কমিশনের দ্বারা হেনস্তা হতে হচ্ছে বলে বারবার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতারা মনে করছেন, এটি এমন একটি লোগো যা সাধারণ মানুষকে শোষণ, অপমান, ভয় দেখানো ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে বাংলার সম্মিলিত ক্ষোভকে প্রকাশ করে। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও এই লোগো প্রকাশ করে কার্যত ভোটের দামামা বাজিয়ে দিল তৃণমূল।

নন্দীগ্রামেও অভিষেকের সেবাশ্রয়

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : গত বিধানসভা ভোট থেকেই রাজনীতিতে বহু আলোচিত পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেখানেই এবার তাঁর 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচির স্বাস্থ্যশিবির করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক পরোক্ষে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে 'চ্যালেঞ্জ' জানাতেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে শনিবার তৃণমূলের দাবি। নন্দীগ্রামেই শুভেন্দু ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেড় হাজারের কিছু বেশি ভোটে হারিয়েছিলেন।

মুখ্যমন্ত্রীর পরাজয় নিয়ে বিরোধী দলনেতা এখনও তাঁকে 'কমপার্টমেন্টাল' চিফ মিনিস্টার বলে কটাক্ষ করেন। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, এই 'গা জ্বালা' কটাক্ষ থেকে মুক্তি পেতেই সামনের ভোটে 'নন্দীগ্রাম চাই' বলে পণ করেছে তৃণমূল। না-হলে 'ডায়মন্ড হারবার' মডেলে তাঁর 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে অভিষেক পূর্ব মেদিনীপুরের সেই নন্দীগ্রামকেই বেছে নেবেন কেন? প্রশ্ন উঠেছে।

আসলে বিরোধী দলনেতার বিধানসভা কেন্দ্র নন্দীগ্রামে সরাসরি তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই অভিষেক ১৫ জানুয়ারি থেকে নন্দীগ্রামের দু'টি ব্লকে তাঁর 'সেবাশ্রয়' কর্মসূচি অনুযায়ী দুটি স্বাস্থ্যশিবির চালু করবেন। তিনি নিজেও শিবিরে অংশ নেবেন। ওইসময় অভিষেকের পূর্ব মেদিনীপুরে ভোটের প্রচারে থাকার কথা। আসলে অভিষেক সরাসরি শুভেন্দুর কেন্দ্রে গিয়ে তাঁকে চ্যালেঞ্জ জানাতে চান। সেই সঙ্গে নন্দীগ্রামের মানুষকে বোঝান সরকার ও পরিষেবায় তাঁরা কোনও তফাত করতে চান না। নন্দীগ্রামের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভোট না দিলেও সরকার ও শাসকদলের শীর্ষনেতা পরিষেবা থেকে তাঁদের 'ব্রাত্য' করে রাখতে চান না। রাজনৈতিক মহলের ধারণা, মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রামে সামান্য ভোটে হারলেও তারও পাঁচ বছর পর আগামী ভোটে শুভেন্দুকে জবাব দেওয়ার সময় এসেছে। যদিও এবার মুখ্যমন্ত্রী আবার নন্দীগ্রামে দাঁড়াবেন না, এটা প্রায় নিশ্চিত। তবু মুখ্যমন্ত্রীকে হারিয়ে শুভেন্দু যে সাড়া ফেলেছিলেন, তা সুদে-আসলে অভিষেক ফিরিয়ে দিতে চান বলেই দলের দাবি।

এ এক বিচিত্র আঁধার... বীরভূমে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

হুমায়ুনের জোট কথায় না নৌশাদের

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (আইএসএফ)-এর সঙ্গে জোট করে ভোটে লড়বে জনতা উন্নয়ন পার্টি (জেইউপি)। শনিবার দলের প্রতিষ্ঠাতা হুমায়ুন কবীর এমন ঘোষণা করলেও পালটা বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানিয়ে দিলেন, 'জোট নিয়ে কোনওরকম আলোচনা হয়নি। যদি জোট করারই হয়, তাহলে হুমায়ুন কবীর আগে থেকেই প্রার্থী ঘোষণা করে দিলেন কেন?' এদিন ১৩৫টি আসনের বদলে ১৮২টি আসনে প্রার্থী দেওয়ার কথা জানিয়েছেন হুমায়ুন। জোট করার জন্য আসাদউদ্দিন ওয়েইসির মিমকেও স্বাগত জানিয়েছেন। ভরতপুরের বিধায়কের আশা, 'মিরাকল রেজাল্ট হবে, বাংলার প্রবীণ এবং দক্ষ রাজনীতিবিদরা যা পারেননি।' তবে আসন বণ্টন সম্পর্কে এখনই মুখ খুলতে চাইছেন না হুমায়ুন।

বারবার প্রার্থী বদল নিয়ে চর্চার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছিলেন ভরতপুরের বিধায়ক। এবার আইএসএফ-এর সঙ্গে জোটের ঘোষণার পর খোদ নৌশাদের সেই জোটকে অস্বীকার করার মন্তব্যে ফের বিতর্ক শুরু হয়েছে হুমায়ুনকে নিয়ে। নৌশাদ বলেন, 'শুধু মুর্শিদাবাদ নয়, আমরা চাই সারা রাজ্যে তৃণমূল-বিজেপিকে পরাস্ত করে সেকুলার দল গড়ে

তুলতে। তবে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে জোট গঠন নিয়ে কোনও কথা হয়নি। উনি কোন তথ্যের ভিত্তিতে জোটের কথা বলেছেন আমার জানা নেই। সিপিএমের সঙ্গে জোট করা নিয়ে আমাদের প্রাথমিক পর্যায়ে বৈঠক হয়েছে।' এদিকে, বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য মাঠ বড় করতে চাওয়ার লক্ষ্য নিয়ে এগোচ্ছেন হুমায়ুন। তাই প্রার্থী সংখ্যা বাড়িয়ে নিজের সাংগঠনিক শক্তিকে আরও মজবুত করতে চাইছেন তিনি। তাঁর কথায়, 'আমাদের লক্ষ্য বিজেপিকে রোখা। যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে গদ্দার বলছেন, তাঁর দলই মুসলিম সমাজের সঙ্গে গদ্দারি করছে। ওয়াকফ আইন নিয়েও ভাঁওতা দিচ্ছে।' এদিন জোটবদ্ধ হওয়ার জন্য মিমকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, সম্ভাব্য জোটসঙ্গীদের জন্য ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন তিনি। তারপর জোট সম্পর্কে চূড়ান্ত ঘোষণা করবেন।

ভোটের রণকৌশল ব্যাখ্যা করে হুমায়ুন বলেন, প্রতিদিন ৩টি করে বিধানসভায় প্রচারে যাওয়ার কথা ভাবছেন তিনি। সময় বাঁচাতে হেলিকপ্টার ব্যবহার করে প্রচারপর্ব চালাবেন। তবে তৃণমূল, বিজেপি, কংগ্রেস, সিপিএম সহ বিরোধী দলগুলিকে নিয়ে একেবারেই ভাবিত নন তিনি।

তাঁর কথায়, 'বাংলার রাজনীতিতে নানা সময় নতুন দল উঠে এসেছে—কংগ্রেস থেকে সিপিআই, সিপিআই থেকে সিপিএম। হোক না লড়াই! বাংলার মানুষ কাকে বেছে নেন দেখা হোক পরীক্ষা করে!' তবে রাজ্যে পরবর্তী সরকার তৈরিতে 'কিংমেকার' হিসেবে ভূমিকা রাখা নিয়ে হুমায়ুন আত্মবিশ্বাসী হলেও তাঁর জোটের স্বপ্ন কতটা বাস্তবায়িত হবে, এখন সেদিকেই তাকিয়ে রাজনৈতিক মহল।

ছাত্র সপ্তাহের নির্দেশিকায় ক্ষুব্ধ শিক্ষকদের একাংশ

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : আগামী ১ থেকে ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে পালিত হবে ছাত্র সপ্তাহ। শিক্ষা দপ্তরের সাম্প্রতিক নির্দেশিকা অনুযায়ী, ছাত্র সপ্তাহে অষ্টম ও নবম শ্রেণিতে একশো শতাংশ ভর্তি নিশ্চিত করতে বাড়ি বাড়ি সমীক্ষা ও প্রচার অভিযান চালাতে হবে। পড়ুয়াদের কাছে পাঠানো হবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা বার্তা। এতে ক্ষুব্ধ শিক্ষকমহলের একাংশ। তাঁদের অভিযোগ, ছাত্র সপ্তাহের কর্মসূচি পালন করার জন্য যে ন্যূনতম অর্থের প্রয়োজন, তার জোগান দেওয়া স্কুলগুলির পক্ষে অসম্ভব। কারণ, কম্পোজিট গ্র্যান্ট সহ একাধিক বকেয়া থেকে রাজ্য সরকার তাদের বছর বছর বঞ্চিত করছে।

'অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন'-এর রাজ্য সভাপতি মনোজ কুমার মণ্ডল বলেন, 'রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনও সামঞ্জস্য নেই। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ শিক্ষাবর্ষের প্রথম দিন ১ জানুয়ারি ছুটি ঘোষণা করেছে। এদিকে শিক্ষাদপ্তর বলছে, ওইদিন থেকে ছাত্র সপ্তাহ পালন করতে হবে!' শিক্ষা দপ্তরের আশা, এই প্রকল্প পড়ুয়াদের বিদ্যালয়মুখী করার পাশাপাশি স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে একাধিক উন্নয়ন করবে। এই কথা মাথায় রেখে প্রাথমিক থেকে উচ্চমাধ্যমিক পর্যন্ত একাধিক স্তরের পড়ুয়াদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পেরেন্টস-টিচার্স মিটিং, কুইজ, যোগাসন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বৃক্ষরোপণ সহ একাধিক কর্মসূচির তালিকাও তৈরি করা হয়েছে।

শিক্ষক মহলের একাংশের অভিযোগ, এই দীর্ঘ তালিকা বাস্তবায়ন করতে যে সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর প্রয়োজন, তার অভাব রয়েছে স্কুলগুলিতে। একে তো ২০১৬ সালের প্যানেল বাতিলের ফলে শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সংকট, তার ওপর অধিকাংশ শিক্ষক বিএলও-র দায়িত্বে নিযুক্ত রয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে যেখানে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি পরিচালনা নিয়ে মাথায় হাত পড়েছে, সেখানে নির্দেশিকা মেনে ছাত্র সপ্তাহ পালন কীভাবে সম্ভব, সেই নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন শিক্ষকদের একাংশ।

শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিংকর অধিকারীর কথায়, 'বহু বছর থেকে ছাত্র পিছু ২৪০ টাকা ভর্তি ফি রয়েছে। তার ওপর কম্পোজিট গ্র্যান্ট না বাড়িয়ে উলটে কমিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই ধরনের কর্মসূচির গুরুত্ব স্কুলগুলিতে অবশ্যই রয়েছে। কিন্তু যেটুকু অর্থের প্রয়োজন তার জোগান কীভাবে সম্ভব?'

বাংলা ভাষায় বলা অপরাধ নয় : মমতা

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার নিয়ে ফের কেন্দ্রীয় সরকারকে নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওড়িশার সম্বলপুরে বুধবার রাতে মুর্শিদাবাদের সুতির এক পরিযায়ী শ্রমিককে পিটিয়ে হত্যা করা হয়েছিল।

শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সেই প্রসঙ্গ তুলে মমতার তোপ, 'বাংলা ভাষা বলা কোনও অপরাধ হতে পারে না।' ভিনরাজ্যে বাংলা ভাষা বলার কারণে নিহত ও নিগৃহীত পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবারের পাশে থাকার আশ্বাস দিয়ে মমতা বলেন, 'প্রতিটি বিজেপিশাসিত রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষের ওপর যে নির্মম অত্যাচার ও নিগ্রহ নেমে এসেছে, আমরা তাকে তীব্র ধিক্কার জানাচ্ছি। মানুষের জীবনের বিনিময়ে কোনও মূল্য হয় না। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে মৃত্যু ঘটছে, সেইসব ক্ষেত্রে আমাদের অর্থনৈতিক অঙ্গীকার রইল। সুতির নিহত তরুণ জুয়েল রানার ব্যাপারে রাজ্য পুলিশ ইতিমধ্যেই সুতি থানায় জিরো এফআইআর রুজু করেছে এবং ইতিমধ্যেই ৬ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। আমার রাজ্যের পুলিশ টিম ওড়িশা গিয়েছে তদন্তের জন্য।'

গত কয়েকমাস ধরেই ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকদের ওপর হামলার অভিযোগ উঠছে। দিল্লি থেকে বীরভূমের মুরারইয়ের বাসিন্দা অন্তঃসত্ত্বা সোনালি বিবিকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করা হয়েছিল।

তোপ মমতার

পরে আইনি সহায়তায় কয়েকদিন আগেই তাঁকে এই রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। ভিনরাজ্যে বাঙালিদের ওপর অত্যাচার নিয়ে কলকাতায় মিছিলও করেছেন মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ফের ওড়িশার এই ঘটনায় পুলিশকে কড়া পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে সেই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। এরপরই এদিন মুখ্যমন্ত্রী এই ইস্যুতে সরব হলেন।

লক্ষ্মীর ভান্ডারের ভাতা বৃদ্ধির জল্পনা

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচন কি তবে সময়ের আগেই? ক্যালেন্ডারের পাতা বলছে ভোটের দেরি থাকলেও, নবান্নের তৎপরতা বলছে অন্য কথা। ১ জানুয়ারি, তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী তথা 'কল্পতরু দিবস'। সেই দিনই কি রাজ্যবাসীর জন্য কল্পতরু হতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়? নবান্নের অলিন্দে এখন এটাই সবচেয়ে বড় চর্চার বিষয়। চলতি সপ্তাহে নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর উচ্চপর্যায়ের বৈঠকও সেই ইঙ্গিত দিচ্ছে। প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র থেকে শুরু করে বর্তমান অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ও মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের উপস্থিতিতে যে ব্লু-প্রিন্ট তৈরি হচ্ছে, তার কেন্দ্রে রয়েছে 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার'। এই প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ এবং উপভোক্তার সংখ্যা—উভয়ই বাড়ানোর কথা ঘোষণা করতে পারেন মমতা। তবে কোষাগারের হাল বুঝে কতটা বাড়তি বরাদ্দ সম্ভব, তার চূড়ান্ত হিসেব কষছেন অমিত মিত্র। দুয়ারে সরকার ক্যাম্পগুলোর মাধ্যমে জমা পড়া আবেদনগুলোকে দ্রুত অনুমোদনের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

মিঠুনের 'শপথ'

কুলটি, ২৭ ডিসেম্বর : 'অতো সহজ নয়, বাংলাকে বাংলাদেশ করে দেওয়া। শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আমরা বাংলাকে বাঁচাব।' শনিবার বিকেলে কুলটির এক সভা থেকে এমন ভাবেই হুঁশিয়ারি দিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। পাশাপাশি, ২০২৬-এর নির্বাচনকে সামনে রেখে সনাতনীদের একজোট হওয়ার বার্তা শোনা গেলো মহাগুরুর গলায়। বিজেপির কেন্দ্রীয় কর্মসমিতির সদস্য মিঠুন চক্রবর্তীর সঙ্গে এদিনের সভায় ছিলেন বিজেপির আসানসোল সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবতনু ভট্টাচার্য, কুলটি ও আসানসোল দক্ষিণ বিধানসভার দুই বিধায়ক ডাঃ অজয় পোদ্দার ও অগ্নিমিত্রা পাল, কৃষ্ণা প্রসাদ সহ বিজেপি জেলা নেতৃত্ব।

মিঠুন বলেন, বাংলায় কোন কোনও উন্নয়ন নেই। কল কারখানা নেই। না আছে শিক্ষা, না স্বাস্থ্য আছে এরাজ্যে। বলার মধ্যে আছে শুধু দুর্নীতি, আর দুর্নীতি। বর্তমান যা পরিস্থিতি, তা দেখে মনে হচ্ছে এটা যেন পশ্চিম বাংলা নয়। যেন তৈরি হয়েছে পশ্চিম বাংলাদেশ। তার কথায়, এমন পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, হিন্দুদের ওপর আঘাত এলে এরাজ্যে প্রতিবাদ করতে পারবেন না। তবে সেইসঙ্গে মিঠুন এদিনের সভায় সাফ বলেন, বিজেপি মুসলমানের বিরুদ্ধে নয়। মুসলমানদের মধ্যে যারা ভারতে থেকে এদেশের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে তাঁদের বিরুদ্ধে।

বাংলাদেশের সাম্প্রতিক অস্থিরতা কেবল ক্ষমতার লড়াই বা ছাত্র আন্দোলনের পরিণতি নয়; এর গভীরে সক্রিয় রয়েছে এক সুপরিকল্পিত ঘৃণার রাজনীতি। ইতিহাস বিকৃতি, সংখ্যালঘু নিধন এবং প্রতিবেশী ভারতের বিরুদ্ধে অন্ধ বিদ্বেষকে রাজনৈতিক হাতিয়ার করে একাংশ ক্ষমতা কুক্ষিগত রাখার চেষ্টায় মেতে উঠেছে। পাকিস্তানি মডেলে দায় চাপানো ও আবেগ উসকে দেওয়ার এই কৌশল বাংলাদেশকে ক্রমশ ঠেলে দিচ্ছে আত্মঘাতী হওয়ার পথে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক নির্ভরতা ও কূটনৈতিক বাস্তবতা উপেক্ষা করে নির্মিত এই জাতীয়তাবাদের সম্ভাব্য পরিণতিই খতিয়ে দেখা হয়েছে আজকের উত্তর সম্পাদকীয়র জোড়া প্রতিবেদনে।

আত্মঘাতী জাতীয়তাবাদ

তাণ্ডব।। ওসমান হাদির মৃত্যুর পর বাংলাদেশে তখন জনরোষে পুড়ছে 'প্রথম আলো'র দপ্তর।

ওপার বাংলায় ভারতবিদ্বেষের আগুন

ধৃতিমান সরকার

ঢাকার রাজপথে ছাত্রনেতা ওসমান হাদির রক্তক্ষরণ কেবল একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধ নয়, বরং তা ছিল একটি বারুদে ঠাসা আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণ। গত কয়েকদিন ধরে বাংলাদেশের রাজপথ যে তাণ্ডব দেখছে, তা কেবল রাজনৈতিক অস্থিরতা নয়, বরং এক গভীর সামাজিক ও জাতীয়তাবাদী বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এই সামগ্রিক নৈরাজ্যের সমান্তরালে যে বিষয়টি সবথেকে আতঙ্কের হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হল প্রতিবেশী দেশ ভারতের বিরুদ্ধে এক পরিকল্পিত এবং উগ্র বিদ্বেষ। শেখ হাসিনার পতনের এক বছর পরেও শান্ত হওয়া তো দূর অস্ত, উলটে ওপার বাংলায় এখন 'ভারত-বিদ্বেষ'ই জাতীয়তাবাদের নতুন সংজ্ঞা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রক্তাক্ত ঢাকা : ছায়ানট থেকে সংখ্যালঘু জনপদ

ওসমান হাদির ওপর হামলার পর থেকেই বাংলাদেশের পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। কিন্তু লক্ষ্য করার বিষয় হল, ক্ষোভের অভিমুখ কেবল দোষীদের দিকে নয়, বরং তা ঘুরে গিয়েছে সংবাদপত্র অফিস এবং সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের দিকে। ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র 'ছায়ানট'-এর ওপর আক্রমণ বুঝিয়ে দেয়, একদল উগ্রপন্থী বাংলাদেশের মূল শিকড় এবং ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতিকেই উপড়ে ফেলতে চায়।

সবচেয়ে মর্মান্তিক চিত্র ফুটে উঠেছে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর চলা অত্যাচারে। ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়া, মন্দির ভাঙচুর এবং স্রেফ ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে মানুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারার যে খবরগুলো আসছে, তা আধুনিক সভ্যতার লজ্জা। আশ্চর্যের বিষয় হল, এই প্রতিটি নারকীয় ঘটনার পেছনেই কোনও না কোনওভাবে ভারতকে টেনে আনা হচ্ছে।

'দিল্লি না ঢাকা?' -মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের রণধ্বনি

একটি ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, এক তরুণী ছাত্রী লাউডস্পিকারে স্লোগান দিচ্ছেন, 'দিল্লি না ঢাকা?' আর কয়েক হাজার মানুষের মত্ত চিৎকার উত্তর দিচ্ছে— 'ঢাকা, ঢাকা!' এই স্লোগানটির প্রতীকী অর্থ অত্যন্ত গভীর। এটি কেবল ভৌগোলিক অবস্থানের লড়াই নয়, এটি ভারতের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছেদের এক জেদ। আজকের বাংলাদেশে আলু-পেঁয়াজের দাম বাড়লেও তার দায়ভার ভারতের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পর ডঃ মুহাম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার দায়িত্ব নিলেও পরিস্থিতির কোনও ইতিবাচক পরিবর্তন হয়নি। উলটে ভারত-বিদ্বেষকে রাজনৈতিক বৈধতা দেওয়া হচ্ছে বলে মনে করছেন আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা।

মুক্তিযুদ্ধ : কৃতজ্ঞতার জায়গায় বিষোদগার

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা আজ ওপার বাংলার নতুন প্রজন্মের কাছে এক 'অস্বস্তিকর ইতিহাস'। যে ভারতীয় সেনারা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য রক্ত দিয়েছিলেন, আজ তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করার এক তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। এমনকি ইতিহাসের বই থেকে ভারতের সহযোগিতার কথা মুছে ফেলার দাবি উঠছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে এমন এক বাতাবরণ তৈরি করা হয়েছে যে, কোনও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন নাগরিক যদি ভারতের সঙ্গে সুসম্পর্কের কথা বলেন, তবে তাঁকে অবলীলায় 'র-এর এজেন্ট' তকমা দিয়ে জনসমক্ষে অপমানিত ও নিগৃহীত করা হচ্ছে। এই মনস্তাত্ত্বিক সন্ত্রাস সাধারণ মানুষকে সত্য বলতে বাধা দিচ্ছে।

'বৃহত্তর বাংলাদেশ' ও সেভেন সিস্টার্স নিয়ে ছিনিমিনি

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল বাংলাদেশের বর্তমান সামরিক ও ছাত্র নেতৃত্বের একাংশের বক্তব্য। প্রাক্তন সেনা আধিকারিক থেকে শুরু করে প্রভাবশালী ছাত্রনেতারা প্রকাশ্যে ভারতের সার্বভৌমত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। তাঁদের বক্তৃতায় উঠে আসছে ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্য বা 'সেভেন সিস্টার্স' দখলের উসকানি। কেউ কেউ আরও এক ধাপ এগিয়ে পশ্চিমবঙ্গকেও 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর অন্তর্ভুক্ত করার স্বপ্ন দেখাচ্ছেন।

তাত্ত্বিকভাবে এগুলো শুনতে কাল্পনিক মনে হলেও, সীমান্তের এই পারের মানুষের জন্য তা যথেষ্ট চিন্তার। এই ধরনের উসকানি ভারতের অখণ্ডতার ওপর সরাসরি আঘাত। অথচ, অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে এই ধরনের উগ্র প্ররোচনার বিরুদ্ধে কোনও কড়া নিন্দা এখনও শোনা যায়নি।

পোস্টার বয়ের সন্ধানে লাশের রাজনীতি

ঢাকার রাজপথে ওসমান হাদির ওপর হামলাকে কেন্দ্র করে যে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে, তার আড়ালে লুকিয়ে আছে এক গভীর দ্বিচারিতা। প্রশ্ন উঠেছে, বাংলাদেশ কি কেবল ওসমান হাদির একার? যেদিন হাদি গুলিবিদ্ধ হলেন, সেদিনই পুরোনো ঢাকায় গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন আরও এক সাধারণ নাগরিক। অথচ তাঁর খুনিকে ধরতে রাষ্ট্রকে তেমন তৎপর হতে দেখা যায়নি, প্রধান উপদেষ্টার শোকবার্তাও তাঁর জন্য বরাদ্দ ছিল না। এই যে নিজের দলের লোক মরলে প্রতিবাদে দেশ জ্বলে ওঠে আর অন্য সাধারণ মানুষের মৃত্যুতে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে আসে— এটাই আজ ওপার বাংলার সাধারণ মানুষকে বিপন্ন করে তুলছে।

পাবনায় বিএনপি'র এক কর্মীকে গুলি করে মারা হলেও যারা হাদির জন্য কাঁদছিল, তাদের একাংশকে উল্লাস প্রকাশ করতে দেখা গিয়েছে। স্পষ্টতই, হাদি এখানে কেবল একজন ব্যক্তি নন, বরং তাঁকে একটি 'পোস্টার বয়' হিসেবে খাড়া করে নতুন করে ফ্যাসিবাদ কায়েমের দামামা বাজানো হচ্ছে। জুলাই আন্দোলনের দোহাই দিয়ে একদল সুবিধাবাদী আজ ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের উসকানি দিচ্ছে, কারণ তাদের হারানোর কিছু নেই। কিন্তু তলে তলে এদের মূল লক্ষ্য হল নির্বাচনের পথ রুদ্ধ করা এবং লাশের ওপর দাঁড়িয়ে নিজেদের ক্ষমতা সংহত করা।

সবচেয়ে বিচিত্র বিষয় হল, এই তথাকথিত 'ইনকিলাব মঞ্চ' বা ছাত্র সংগঠনগুলো সারাবছর অরাজকতা চালিয়েছে। খোদ হাদি নিজেই প্রতিপক্ষ নাগরিকদের ওপর চরম নৃশংসতার ডাক দিয়েছিলেন প্রকাশ্য জনসভায়। এই নবীন 'বিপ্লবী'দের আস্ফালনে আজ মির্জা আব্বাসের মতো প্রবীণ এবং জেলখাটা রাজনীতিকরাও অপদস্থ হচ্ছেন। জনগণ যাদের শক্তি নয়, তাদের প্রধান অস্ত্রই হল কোনও এক 'পোস্টার বয়'-এর লাশ। সমাজ যদি এই মৃতদেহ নিয়ে রাজনীতির কারবারিদের বিষয়ে এখনই সতর্ক না হয়, তবে অদূর ভবিষ্যতে আরও অনেক সাধারণ মানুষকে এই অশুভ শক্তিটি 'পোস্টার বয়' বানানোর জন্য বলির পাঁঠা করবে।

দক্ষিণ এশিয়ার নতুন সমীকরণ

বাংলাদেশ এখন ধীরে ধীরে তার পুরোনো শত্রু পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকছে। যে দেশটি থেকে তারা রক্তের বিনিময়ে স্বাধীন হয়েছিল, আজ সেই পাকিস্তানের সঙ্গে সামরিক ও কূটনৈতিক সখ্য বৃদ্ধির চেষ্টা চলছে। পাশাপাশি চিনের বিশাল বিনিয়োগের হাতছানি তো আছেই। ভারতের চারপাশ ঘিরে ফেলার যে 'স্ট্রিং অফ পার্লস' নীতি চিনের রয়েছে, বাংলাদেশ এখন যেন সেই মালাতেই আরও এক নতুন মুক্তো হয়ে উঠতে চাইছে।

ভারতের জন্য এটি এক বিশাল কূটনৈতিক চ্যালেঞ্জ। ভারতের উত্তর, পশ্চিম এবং পূর্ব— তিন দিকেই শত্রুবেষ্টিত থাকা কৌশলগতভাবে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। বিশেষ করে পাকিস্তান ও চিন সীমান্তে যখন উত্তেজনা তুঙ্গে, তখন বাংলাদেশকেও একটি 'শত্রু রাষ্ট্র' হিসেবে পাওয়া ভারতের কাম্য নয়।

দিল্লির ধৈর্য এবং কূটনৈতিক অবস্থান

ভারত সরকার এখনও পর্যন্ত যথেষ্ট ধৈর্য ও পরিপক্কতার পরিচয় দিয়েছে। কোনও রকম হঠকারী পদক্ষেপ না দেখিয়ে ভারত কেবল বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূতকে তলব করে নিজেদের তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেছে। ভারতের বিদেশমন্ত্রক স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, প্রতিবেশী দেশে অস্থিরতা ও সংখ্যালঘু নিধন কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়।

ভারত জানে যে, বাংলাদেশের অর্থনীতি ও ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের ওপর অনেকাংশেই নির্ভরশীল। কিন্তু সেই নির্ভরতাকে অস্বীকার করে যদি ঢাকা আগুনের খেলায় মেতে ওঠে, তবে তার ফল দুই দেশের জন্যই ভয়াবহ হবে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না কি নতুন বিপর্যয়?

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি দেখে মনে হচ্ছে, দেশটি তার জন্মের আদর্শ থেকে কয়েক আলোকবর্ষ দূরে সরে গিয়েছে। ভারত-বিদ্বেষকে পুঁজি করে যে জাতীয়তাবাদ গড়ে তোলা হচ্ছে, তা দীর্ঘমেয়াদে বাংলাদেশের নিজের জন্যই ক্ষতিকর। চরমপন্থা ও মৌলবাদের এই উত্থান বাংলাদেশকে কি দ্বিতীয় একটি পাকিস্তানে পরিণত করবে?

ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী জেলাগুলির মানুষের নিরাপত্তা আজ প্রশ্নের মুখে। সীমান্তে উসকানি আর 'বৃহত্তর বাংলাদেশ'-এর স্লোগান যদি অবিলম্বে বন্ধ না হয়, তবে দক্ষিণ এশিয়ার ভূ-রাজনীতিতে এক বড় মাপের ঝড়ের সংকেত পাওয়া যাচ্ছে। বন্ধুত্বের হাত বাড়ানো ভারতের ধৈর্যের বাঁধ যেদিন ভাঙবে, সেদিন কেবল কূটনৈতিক প্রতিবাদে হয়তো আর সীমাবদ্ধ থাকবে না এই লড়াই।

ইতিহাস বড়ই নির্মম; যারা ইতিহাস থেকে শিক্ষা নেয় না, ইতিহাস তাদের ক্ষমা করে না। একাত্তরের যে রক্তস্নাত ত্যাগের বিনিময়ে আজকের বাংলাদেশ মানচিত্রে স্থান পেয়েছে, সেই মানচিত্রকেই আজ মৌলবাদ আর অন্ধ ভারত-বিদ্বেষের কালিতে কলঙ্কিত করার চেষ্টা চলছে। প্রতিবেশীর ঘরে আগুন লাগলে তার আঁচ যে নিজের আঙিনাতেও এসে পৌঁছায়, ঢাকা আজ সেই ধ্রুব সত্যটিই যেন বিস্মৃত হয়েছে। দিল্লির ধৈর্যকে যদি ঢাকা তার দুর্বলতা মনে করে, তবে তা হবে বর্তমান অন্তর্বর্তী সরকারের সবচেয়ে বড় কৌশলগত ভুল।

(লেখক সাংবাদিক, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিশারদ)

পাকিস্তানের মতো ঘৃণার অস্ত্রই সম্বল

চিরঞ্জীব রায়

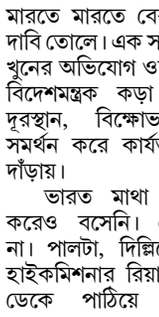

'যত দোষ' সবই ঘাড়ে চাপাতে অনেকেই এক 'নন্দ ঘোষ' খোঁজে। বাংলাদেশের এই নন্দ ঘোষটি হল সেই দেশ, যে তাদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছিল। জল নেই, ভারত দায়ী। আমদানি-রপ্তানি নেই, অর্থনীতি বেহাল, ভারত দায়ী। সীমান্তে বিএসএফের কড়াকড়ি। তাই ইচ্ছেমতো চাল, গোরু, ড্রাগস থেকে বন্দুক পাচারের উপায় নেই, অতএব ভারতই দায়ী। আন্তর্জাতিক কূটনীতিতে কেউ পাত্তা দেয় না, ভারত দায়ী। এমনকি ক্রিকেটে গোহারান হারলেও 'বিসিসিআই চুর, ইন্ডিয়া চুর'! এই তালিকায় সাম্প্রতিকতম সংযোজন, ২০২৪ সালের 'ছাত্র অভ্যুত্থান'-এর অন্যতম হোতা তথা প্রখ্যাত বা কুখ্যাত ভারত বিদ্বেষী চরমপন্থী নেতা শরিফ ওসমান হাদির নিহত হওয়া। ১২ ডিসেম্বর ঢাকায় অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ীরা তাঁকে গুলি করে। ইউনুসের সরকারের অনেক চেষ্টা বিফল করে ১৮ তারিখ সিঙ্গাপুরের হাসপাতালে তিনি মারা যান।

হাদির মৃত্যুর কারিগর ভারত এবং তারাই হত্যাকারীদের আশ্রয় দিয়েছে এই অভিযোগে এবং আততায়ীদের ফেরত পাঠানোর দাবিতে ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন ঘিরে তুমুল বিক্ষোভ শুরু হয়। জঙ্গি নেতারা ভারতীয় কূটনীতিকদের মারতে মারতে বের করে দেওয়ার দাবি তোলে। এক সংখ্যালঘু তরুণকে খুনের অভিযোগ ওঠে। বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক কড়া ব্যবস্থা নেওয়া দূরস্থান, বিক্ষোভকারীদের দাবি সমর্থন করে কার্যত তাদের পাশে দাঁড়ায়।

ভারত মাথা নোয়ায়নি। চুপ করেও বসেনি। সে প্রশ্নই ছিল না। পালটা, দিল্লিতে বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহকে ডেকে পাঠিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ঢাকার ঘটনায় এবং আততায়ীদের আশ্রয় দেওয়ার মিথ্যা অভিযোগে ভারত যথেষ্ট উদ্বিগ্ন এবং ক্ষুব্ধ। ইউনুসের সরকার যেন কূটনীতিক নিরাপত্তা ও সুসম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে। পাশাপাশি, ঢাকা, খুলনা ও রাজশাহিতে ভিসা আবেদনকেন্দ্র সাময়িক বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আসলে, ঠিক পাকিস্তানেরই ধাঁচে, হাদির মৃত্যু নিছকই বাংলাদেশের যুক্তিহীন এবং যারপরনাই হাস্যকর ভারতবিদ্বেষ নামের সামাজিক-রাজনৈতিক ইস্যু জিইয়ে রাখার আরও এক অজুহাত মাত্র। সেই ১৯৭১-এ মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকেই বিএনপি-জামায়াতে সমেত পাকিস্তানপন্থী ইসলামিক মৌলবাদীদের বিষনজরে পড়ে ভারত। কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক সহ সমস্ত ক্ষেত্রে প্রতিবেশী দেশের থেকে দিন-প্রতিদিন আরও পিছিয়ে পড়ার হতাশা, ক্ষোভের জেরে ভারত বিরোধিতাই রাজনীতিকদের কাছে হাতিয়ার, আর একশ্রেণির বাংলাদেশি নাগরিকের কাছে নিরুপায় সান্ত্বনার ললিপপ হয়ে ওঠে।

বিদ্বেষের আগুন আরও হাওয়া পেল ভারত শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দিতে অস্বীকার না করায়। এবং হাসিনাকে প্রত্যর্পণের দাবি ও তার জেরে ভারতের ওপর রাগের পারদ আরও চড়ল বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনাল গত নভেম্বরে হাসিনাকে মানবাধিকার তছনছের দায়ে অপরাধী সাব্যস্ত করার পরেও ভারত সেই রায়কে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত আখ্যা দিয়ে কোনও পদক্ষেপই না করায়। দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে কিছু সদর্থক দিক ছিল। যেমন, নভেম্বরে দু'দেশের এনএসএ বা জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা স্তরের আলোচনায় পরিস্থিতি স্বাভাবিক করার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু বাংলাদেশের সাম্প্রতিক সহিংস বিক্ষোভ এবং তা দমনে সরকারের শুধু অনীহা নয়, প্রশ্রয়, অবস্থা যথেষ্ট উদ্বেগজনক করে তুলেছে।

যিনি কূটনীতি ও রাজনীতি সামান্যও বোঝেন, তাঁর কাছে পরিষ্কার, মুহাম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকার তাৎক্ষণিক সমর্থন ও রাজনৈতিক লাভ দেখতে গিয়ে দেশের আর্থসামাজিক স্থায়িত্ব এবং বৃদ্ধির দিকে নজর দিচ্ছে না বা পারিপার্শ্বিক চাপে প্রয়োজনীয় শাসন বা সংস্কার কোনওটাই করতে পারছে না। এবং বাংলাদেশের প্রশাসনিক পরিস্থিতি, বর্তমান সরকারি নীতি, বিশেষত ভারতের সঙ্গে পায়ে পা বাধিয়ে ঝগড়ার জেরে ধীর অথচ অবশ্যম্ভাবী এক আত্মঘাতী পর্বের মধ্যে দিয়ে চলছে।

এমন মনে করার কারণ? বিশেষত, ২০২৪-এর তথাকথিত অভ্যুত্থানের পরে মোট দেশজ উৎপাদনের হার তলিয়ে গিয়েছে। মুদ্রাস্ফীতি বেড়েছে আট শতাংশ। এবং এর মূল কারণ ভারতের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-অপ্রত্যক্ষ বৈরিতা। পদ্মার দেশের পরিকাঠামো থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের জোগান, বাণিজ্য থেকে অর্থনীতি ভীষণভাবে গঙ্গা-যমুনার দেশের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক কয়েক বছরে ভারত বাংলাদেশকে বিদ্যুৎ এবং পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সুবিধাজনক শর্তে এক-দুই নয়, ৮০০ লক্ষ ডলার অর্থাৎ ৭১ হাজার ৬০০ কোটি টাকা ঋণ (লাইনস অফ ক্রেডিট বা এলওসি) দিয়েছে। দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (সাফটা) অনুযায়ী ভারত থেকে সরাসরি অনুদান ছাড়াও বাংলাদেশি পণ্য নিঃশুল্ক রপ্তানির ছাড়পত্র পেয়েছে। আখাউড়া-আগরতলা রেললাইন থেকে খুলনা-মংলা বন্দর রেলপথ, '৬৫ সালের আগের রেলপথ সংস্কার বা মৈত্রী সুপার থার্মাল পাওয়ার প্ল্যান্ট, সবই ভারতের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তানির্ভর।

যে বাংলাদেশ সরকার ভারতে সন্ত্রাসে প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় দেয়, গান্ধির দেশ তাদেরই সেনাকে প্রশিক্ষণ, সাজসরঞ্জাম, কারিগরি সহায়তা এমনকি আধুনিকীকরণের জন্য ৫০ কোটি ডলার ঋণ দেয়। শিক্ষা ও স্বাস্থ্য পরিষেবা ছাড়াও তাদের আমলা, বিচারক সমেত অন্য পেশাদারদের প্রশিক্ষণে পর্যন্ত সাহায্য করে।

বস্তুত, প্রত্যেকটা ভারত বিদ্বেষী বাংলাদেশির সকালের চা-চিনি-কফি থেকে দুপুরের ডাল-ভাত, আলু-পেঁয়াজ, আলো জ্বালানোর বিদ্যুৎ থেকে শৌচালয়ের জল, অসুস্থতার ওষুধ থেকে বিয়েবাড়ির জুয়েলারি, চাষের সার থেকে কারখানার রাসায়নিক, পোশাক বা তার কাঁচামাল তুলো এমনকি গোরুর খোল-টা পর্যন্ত যায় এই 'শত্রু' দেশটি থেকে।

ভারতকে গাল না পেড়ে ভাত না হজম হওয়া 'বিদ্রোহী'রা সব জানে। পাকিস্তান, বা আরও সোজা করে বললে, রাজাকারদের নৃশংসতার ক্ষতও নিশ্চয় মনের কোণে দগদগ করে। তবু তারা পাকিস্তানকে লেহন করে ধন্য হয় এবং 'বন্ধু' পাকিস্তানের শত্রু ভারতকে পাটিগণিতের নিয়মে নিজেদের জাতশত্রু গণ্য করতে দুর্বোধ্য এক শ্লাঘা বোধ করে।

এবং এটা জেনেও যে, এর পরিণতি কোনওভাবে সোনার বাংলার গুরুত্ববৃদ্ধি করছে না বরং সামাজিক, ভূরাজনৈতিক, অর্থনৈতিক থেকে কূটনৈতিক বা সামরিক কৌশলগত, বাংলাদেশের গোঁয়ার্তুমি সর্বক্ষেত্রে নিজের পায়ে কুড়ুল মারছে। ভারত থেকে পণ্য আমদানি বয়কটের মুখামি বারবার তাদের কালিদাসের হাল করেছে। ভারতে রপ্তানি কমেছে হুহু করে। উলটোদিকে অকর্মণ্য, বাতেলাসর্বস্ব ইউনুসের দেশে ভারতের রপ্তানি এবং তার জেরে ভারতের ওপর বাংলাদেশের নির্ভরশীলতা বেড়েই চলেছে। আর্থিক দুর্বলতা লাফিয়ে বাড়ছে, তার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে পরিকাঠামোর উন্নয়ন ও কর্মসংস্থানে ঘাটতি। এবং তার প্রতিক্রিয়া ক্রমর্ধমান বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি ও অবধারিত দারিদ্র্য। উত্তর-পূর্বাঞ্চল দখল করে নেওয়ার (শিশুসুলভ) দাবি বা সাত রাজ্য বাদ দিয়ে তাদের প্রকাশিত ম্যাপ বা জুন মাসে চিন ও পাকিস্তানের সঙ্গে কুনমিং ত্রিপাক্ষিক সম্মেলন খুব সংগত কারণেই ভারতের উষ্মা বাড়িয়েছে। কিন্তু সব বুঝেও, যতদিন পারা যায় ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার লোভে নোবেলজয়ী রাষ্ট্রপ্রধান দেশের আবেগকে ঘা দিয়ে কোদালকে কোদাল বলার সৎসাহস ধরেন না।

জাতীয় নাগরিক পার্টির নেতা হাসনাত আবদুল্লাহ হুমকি দিয়েছে শুধু 'সেভেন সিস্টার্স' কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হবে না, ভারতীয় হাইকমিশনারকে 'লাথি দিয়ে' বের করে দেবে। স্রেফ দীপুচন্দ্র দাসকে মেরে, আগুন ধরিয়ে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া নয়, ভিসাকেন্দ্র সাময়িক বন্ধ করে দেওয়ার পরে হাসনাত-মার্কা'রাই হুমকি দেয়, ভারতের যত অন্যায়, শোষণ, বঞ্চনা রক্ত দিয়ে ধোয়া হবে। বাংলাদেশিদের এই শত্রুভাবাপন্ন মনোভাব না বদলালে এবং সরকার ঠুঁটো জগন্নাথ হয়ে থাকলে দুই প্রতিবেশীর মধ্যে আন্তরিকতা আপাতত দৃষ্টির গোচরে আসছে না।

(লেখক প্রাবন্ধিক)

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। **Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in**

শুনানিতে ‘হয়রানি’

মাদারিহাট ও কুমারগ্রাম, ২৭ ডিসেম্বর : শনিবার ছিল মাদারিহাট বিডিও অফিসে এসআইআর-এর শুনানি। অভিযোগ, বিডিও অফিসে শুনানিতে এসে চরম হয়রানির ও অব্যবস্থায় পড়তে হয়েছে। বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েত থেকে এসেছিলেন শান্তিবালা বর্মন। তাঁর অভিযোগ, ‘দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পরে ডাক পড়ে। কিন্তু নথিপত্র ঠিকঠাক যাচাই না করেই আঙুলের ছাপ নিয়ে চলে যেতে বলেন। আমি বাড়ি চলে আসি। এরপর ফোন করে আবার বিডিও অফিসে আসতে বলা হয়।’ তাঁর সংযোজন, দ্বিতীয়বার এসে তিনি দীর্ঘক্ষণ বসে থাকার পর তাঁকে ডাকা হয়। এবারেও কিছুই যাচাই না করে চলে যেতে বলা হয়।

যদিও মাদারিহাটের বিডিও অমিতকুমার চৌরাশিয়ার দাবি, ‘ভিত্তিহীন অভিযোগ। সব ঠিকঠাক ছিল।’ এদিকে, শনিবার কুমারগ্রাম ব্লকে এসআইআর-এর শুনানির প্রথম দিন তুরতুরিখণ্ড গ্রাম পঞ্চায়েতের চুনিয়াঝোরা চা বাগানের ১০/২ অংশ ও ফাঁসখাওয়া চা বাগানের ১০/৩ অংশের মোট ৪৭ জন ভোটারকে ডাকা হয়েছে। চুনিয়াঝোরার বাসিন্দা বাবিউস ওরাওঁ বলেন, ‘নোটিশ পেয়ে কুমারগ্রাম বিডিও অফিসে এসেছি। সকাল ৯টায় আসতে বলা হয়েছে। দীর্ঘ ৩ ঘণ্টার অপেক্ষার পর নথিপত্র জমা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে।’

কুয়াশার মধ্যে ওভারটেক করায় বিপত্তি, অনুমান পুলিশের

ট্রেলারের ধাক্কায় মৃত ৩ বন্ধু

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : ট্রেলারের ধাক্কায় তিন বন্ধুর মৃত্যু হল। শনিবার ৩১সি জাতীয় সড়ক সংলগ্ন গরমবস্তি এলাকার ঘটনা। মৃতদের নাম মনোজিৎ বিশ্বাস (৩৯) সৌপ্তিক বিশ্বাস (৩৩) ও রাজু মণ্ডল (৩৯)। এর মধ্যে মনোজিৎ ও সৌপ্তিক সংকোশ চা বাগান এলাকার ও রাজু আলিপুরদুয়ার শহরের বাসিন্দা ছিলেন। এদিন তাঁরা একটি চারচাকার গাড়িতে নিমতি থেকে আলিপুরদুয়ার শহরের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় একটি ট্রেলারের সঙ্গে তাঁদের গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। অন্য একটি ট্রেলারকে ওভারটেক করতে গিয়েই এমন বিপত্তি বলে পুলিশের অনুমান। নিমতি ফাঁড়ির ওসি মিঠুন বর্মন বলেন, ‘খবর পেয়ে তড়িঘড়ি তিনজনকে ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানে চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ট্রেলারচালকের খোঁজ চলছে।’

পুলিশ সূত্রে খবর, এদিন সকালে আলিপুরদুয়ারে ঘন কুয়াশা ছিল। জঙ্গল সংলগ্ন ৩১ সি জাতীয় সড়কে কুয়াশার মাত্রা আরও বেশি ছিল। সকাল ছ’টা নাগাদ একটি ট্রেলার অসম থেকে হাসিমারার দিকে যাচ্ছিল। তখন চারচাকার গাড়িটি নিমতি অতিক্রম করে শহরের দিকে আসছিল। সামনে থাকা একটি ট্রেলারকে ওভারটেক করার পর তাঁরা হাসিমারাগামী ট্রেলারটির মুখোমুখি পড়ে যান। একে কুয়াশা, তার ওপর গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় ট্রেলারের সঙ্গে চারচাকার গাড়িটির সংঘর্ষ হয়। এর ফলে গাড়ির সামনের অংশ দুমড়ে-মুচড়ে গিয়েছে। ট্রেলারটি উলটে যায়। নিমতি ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে তিনজনকে উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানে চিকিৎসক তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। জেলা হাসপাতাল সুপার পরিতোষ মণ্ডলের কথায়, ‘ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। হাসপাতালের আনার সময় কেউ বেঁচে ছিলেন না।’ ট্রেলারচালক পলাতক। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করেছে। তবে তাঁরা ভোরবেলায় নিমতি এলাকায় কী করছিলেন এবিষয়ে পুলিশ ও মৃতদের পরিবারের লোকজন স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত মনোজিতের স্ত্রী ও কন্যা রয়েছেন। রাজুর বাড়িতে বৃদ্ধ বাবা, মা রয়েছেন। এক ভাই বাইরে থাকেন। খবর পেয়ে প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনরা রাজুর দেহ শনাক্ত করেন। মনোজিৎ ও সৌপ্তিক সম্পর্কে খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাই। তাঁদের এক আত্মীয় শ্যামল বিশ্বাসের কথায়, ‘সকালবেলা কুয়াশার কারণে এমন দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সকাল সাতটার পর দুর্ঘটনার খবর পাই। একই পরিবারের খুড়তুতো-জেঠতুতো ভাইয়ের মৃত্যুতে সকলে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।’ রাজুর আত্মীয় দীপু মণ্ডলের বক্তব্য, ‘বাড়িতে রাজুর অসুস্থ বাবা-মা আছেন। আমরা কী করব বুঝতে পারছি না।’

গরমবস্তি এলাকায় দুর্ঘটনাগ্রস্ত ট্রেলারটি। শনিবার।

যা ঘটেছে

- সকাল ছ’টা নাগাদ একটি ট্রেলার অসম থেকে হাসিমারার দিকে যাচ্ছিল
- চারচাকার গাড়িটি নিমতি অতিক্রম করে শহরের দিকে আসছিল
- সামনে থাকা একটি ট্রেলারকে ওভারটেক করার পর তাঁরা হাসিমারাগামী ট্রেলারটির মুখোমুখি পড়ে যান
- একে কুয়াশা, তার ওপর গতি নিয়ন্ত্রণ করতে না পারায় ট্রেলারের সঙ্গে চারচাকা গাড়িটির সংঘর্ষ হয়

সিতাইয়ে পুষনা উৎসব। শনিবার। ছবি : হিতেন বর্মন

নগেনের কথায় মোদি পাকিস্তানি

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৭ ডিসেম্বর : ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানি। শুধু তাই নয়, রাষ্ট্রপতিও পাকিস্তানি। রাজ্যপাল বাংলাদেশি পাকিস্তানি। খোদ পদ্ম সাংসদ নগেন রায়ের এমনই দাবি। শনিবার সিতাই বিধানসভার আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় সিঙ্গিমারি নদীর ধারে পুষনা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছিল। অনুগামীদের নিয়ে নগেন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে নগেন এসআইআর নিয়ে নিজের দলকেই রীতিমতো তোপ দাগেন। তাঁর কথায়, ‘গৃহমন্ত্রী বলছেন আগে ডিটেনশন ক্যাম্পে পাঠাবেন। তারপর তথ্যপ্রমাণ দেখাতে হবে। আমরা ভূমিপুত্র হয়ে তথ্যপ্রমাণ দেখাব? ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানি, রাষ্ট্রপতি পাকিস্তানি, রাজ্যপাল বাংলাদেশি পাকিস্তানি।’ তাঁর কথা শুনে উপস্থিত সবাই হাততালিতে এলাকা ভরান।

তাঁর বক্তব্যের ভিডিও পরে ভাইরাল হয়ে ছড়াতে শুরু করে। বক্তব্যে নিজের বলা কথাগুলি যে কতটা বুমেরাং হয়েছে তা এখন নগেন বিলক্ষণ টের পাচ্ছেন। তিনি আপাতত ব্যাকফুটে। প্রতিক্রিয়া জানতে পরে তাঁর সঙ্গে মোবাইলে যোগাযোগ করা হয়। উত্তরবঙ্গ সংবাদের নাম শুনেই তিনি ফোন কেটে দেন। গোটা বিষয়টি প্রচণ্ড স্পর্শকাতর হওয়ায় বিজেপি বা তৃণমূল কংগ্রেসের কেউ কোনও মন্তব্য করতে চায়নি। বিজেপির জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মনের সংক্ষিপ্ত মন্তব্য, ‘এসআইআর নির্বাচন কমিশনের রীতি মেনেই হচ্ছে। তবে রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও রাজ্যপালকে উদ্দেশ্য করে কী বলেছেন তা শুনিনি। শুনলে পরে যা বলার বলব।’ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ কোনও মন্তব্য করেননি। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনিও কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি। বিধানসভা ভোট আসন্ন। লক্ষ্য পূরণে নগেন রাজবংশী সংস্কৃতির ঐতিহ্য পুষনা উৎসবকে বেছে নিয়েছেন। এই উৎসব আদতে এক বনভোজন। তাঁর কথায়, ‘সাধারণ মানুষ উৎসবের আয়োজন করে আমাকে এখানে ডেকেছে। তাই এখানে এসেছি। এর বেশি কিছু নয়।’ শনিবার সিতাইয়ের আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই পুষনা উৎসবের আয়োজন হয়। নগেন যেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি খোদ প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তোপ দাগেন। আজকের ঘটনার পর পদ্ম শিবিরে তাঁর অবস্থান কী হয় সেদিকে রাজনৈতিক মহলের কড়া নজর রয়েছে।

বেলাশেষে।। *শনিবার আলিপুরদুয়ারের চাপাতলি এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

হাতির হানায় নিশ্চিহ্ন ফসল

শামুকতলা, ২৭ ডিসেম্বর : প্রতি রাতেই হানাদারি চলছে বুনো হাতির। কমবেশি ক্ষতিও হচ্ছে তাদের সাম্প্রতিক অভ্যাসে। শুক্রবার রাতে ঘন কুয়াশার মধ্যে একদল হাতি এসে ছোট চৌকিরবস গ্রামের আলু, লংকা এবং বাঁধাকপি চাষে ব্যাপক ক্ষতি করল। গ্রামের বাসিন্দা এবং যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সভাপতি মতিলাল দেবনাথ বলেন, ‘আলু চাষ শুরু হতেই বুনো হাতির হানা বাড়তে শুরু করেছে এই এলাকায়। বনকর্মীরা নিয়মিত রাতে টহল দিয়ে বুনো হাতিদের জঙ্গলমুখো করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। কিন্তু গতকাল প্রচণ্ড কুয়াশা থাকায় সার্চলাইট জ্বালিয়েও হাতির উপস্থিতি বোঝা যাচ্ছিল না। এই সুযোগেই আলু এবং বাঁধাকপি চাষে ব্যাপক ক্ষতি করল হাতির দল। পায়ে মাড়িয়ে প্রায় এক বিঘা লংকাখেত নষ্ট করল।

এদিন সন্তোষ বিশ্বাসের দু’বিঘা জমির আলু পুরোপুরি খেয়ে হাপিস করেছে বুনোর দল। এছাড়া উজ্জ্বল বর্মন ও চঞ্চল বর্মনেরও প্রায় বিঘা দেড়েক আলু নষ্ট করেছে। অখিল বর্মন, বিশ্বজিৎ দেবনাথ, অরুণ পণ্ডিতের লংকাখেত এবং খোকন বিশ্বাস, আশুতোষ বিশ্বাস, গোপাল বিশ্বাস এবং বিশ্বজিৎ দেবনাথের বাঁধাকপিখেত পুরোপুরি নষ্ট করে দিয়েছে। সন্তোষ বিশ্বাস নামে ওই চাষি বলেন, ‘এভাবে হাতির হানাদারি চলতে থাকলে পথে বসা ছাড়া কোনও রাস্তা থাকবে না।’

খবর পেয়ে এদিন ঘটনাস্থলে আসেন বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের বিট অফিসার সুজিতকুমার বর্মন এবং যৌথ বন সুরক্ষা কমিটির সভাপতি মতিলাল দেবনাথ। এলাকায় ঘুরে দেখে তাঁরা দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন।

চিতাবাঘের হামলা

বীরপাড়া, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার বাগানের ২২ নম্বর সেকশনে কাজ করার সময় বধুরাম কুজুর নামে এক শ্রমিক চিতাবাঘের আক্রমণে আহত হন। স্থানীয়দের অভিযোগ, ওই চা বাগানে আরও বেশ কয়েকটি চিতাবাঘ রয়েছে। তাঁরা জানান, ডিমডিমায় প্রায়ই হাতির হানায় ক্ষয়ক্ষতি হয়। ‘গোদের ওপর বিষফোড়া’ চিতাবাঘ। ২০ এবং ২৭ নভেম্বর বীরপাড়া থানার ডিমডিমা চা বাগানে পরপর দুটি চিতাবাঘ খাঁচাবন্দি হয়। এদিকে বন দপ্তরের দলগাঁওয়ের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় শনিবার বলেন, ‘ওই এলাকায় কয়েকদিন ধরেই একটি খাঁচা পাতা রয়েছে।’

হিমঘরে আলু, ক্ষতি চাষিদের

রাজু সাহা

শামুকতলা, ২৭ ডিসেম্বর : নভেম্বর মাসের মধ্যেই হিমঘরে মজুত সব আলু বের হওয়ার কথা। কিন্তু ডিসেম্বরের শেষের দিকেও গত বছরের আলু হিমঘর থেকে বের হয়নি। এখনও কোনও হিমঘরে দুই হাজার প্যাকেট, কোনওটাতে আড়াই হাজার প্যাকেট আলু মজুত রয়েছে। আর সেই আলু কার্যত জলের দরে বিক্রি করতে হচ্ছে চাষিদের। কিছুটা লাভের আশায় হিমঘরে আলু মজুত রেখেছিলেন কৃষকরা। ভেবেছিলেন, এ বছর নতুন আলু ওঠার আগে হিমঘরে রাখা ওই আলু বিক্রি করে কিছুটা লাভ ঘরে তুলবেন। কিন্তু লাভ তো দূরের কথা, এখন বড় ক্ষতির মুখে আলিপুরদুয়ার দুই ব্লকের বেশ কিছু আলু চাষি এবং ছোট মজুতদার।

কিন্তু হঠাৎ করে আলুর দাম এতটা কমে যাওয়ার কারণ কী? এর উত্তর খুঁজতে গিয়ে জানা গেল, বাংলার নতুন আলু ওঠার আগেই পঞ্জাবের নতুন আলুতে বাজার ছেয়ে গিয়েছে। এদিকে, উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে, বাংলাদেশ এবং নেপালে আলু রপ্তানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় এখন গত বছরের উৎপাদিত আলুর দাম এক টাকা থেকে দেড় টাকা কেজিতে এসে পৌঁছেছে। এখনও একেকটি হিমঘরে গত বছরের আলু প্রচুর পরিমাণে মজুত থাকায় সমস্যায় পড়েছেন হিমঘর কর্তৃপক্ষ। এ বছর আবার আলু রাখার জন্য প্রস্তুতিও নিতে পারছেন না কৃষকরা। পুরোনো আলু না বেরোনো পর্যন্ত নতুন আলু রাখা যে সম্ভব নয়।

দুলাল দেবনাথ নামে এক আলুচাষির কথায়, ‘বাজারে নতুন আলু ওঠার আগেই হিমঘরে রাখা আমার ৩০০ প্যাকেট আলু বিক্রি করে দেব ভেবেছিলাম। কিন্তু এভাবে পঞ্জাবের আলু বাজারে ঢুকে যাবে, বুঝতে পারিনি। পঞ্জাবের আলু ঢোকার পর থেকেই পুরোনো আলুর দাম তলানিতে ঠেকেছে। তাই এখন এক থেকে দেড় টাকার বেশি কেজি দাম পাব না। বড় ক্ষতির মুখে পড়লাম।’ আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের একটি হিমঘরের ম্যানেজারের কথায়, ‘এখনও আমার হিমঘরে ২১ হাজার প্যাকেট পুরোনো আলু রয়ে গিয়েছে। এগুলি দ্রুত খালি না করতে পারলে ফের আলু রাখতে সমস্যা হবে।’

একই কথা শোনালেন আরেক আলুচাষি বিমল দাস। তিনি বলেন, ‘নতুন আলু ওঠার আগে পুরোনো আলুরও ভালো দাম পাওয়া যেত। কিন্তু এবছর আলু বিক্রি করতে গিয়ে দেখি বাজারে পঞ্জাবের নতুন আলু চলে এসেছে। তাই বাধ্য হয়ে ব্যবসায়ীদের কাছেই জলের দামে আলু বিক্রি করতে দিতে হচ্ছে।’

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আগে অসম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে প্রচুর পরিমাণে আলু রপ্তানি হত। কিন্তু অসম সরকার আলু চাষে বিশেষ সুবিধা দেওয়ায় অসমের চাষিরা আলু চাষেই ঝুঁকছেন। এতে অসময়ে আলুই উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে যাচ্ছে। এতে বাংলার আলুর চাহিদা ওই রাজ্যগুলিতে কমছে।

পারোকাটা এলাকার একটি হিমঘরে সারি সারি আলুর বস্তা।

দু’বার বুনোর হানা, আতঙ্কে পরিবার

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : চনবালা বর্মন আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের ব্যাংডাকিপাড়া এলাকার বাসিন্দা। শুক্রবার অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বরের রাতের কথা চনবালা বোধহয় জীবনেও ভুলবেন না। শুক্রবার রাতে চনবালা এবং তাঁর স্ত্রী যখন গভীর ঘুমে মগ্ন, তখন হাতি তাঁদের বাড়িতে হানা দেয়। একটি ঘরের বেড়া ভাঙে। জলদাপাড়া পশ্চিম রেঞ্জের ব্যাংডাকি বিটের বনকর্মীদের তাড়া খেয়ে হাতিটি তখনকার মতো পালায়। বলা ভালো ঘন কুয়াশাতে গা-ঢাকা দেয়। ঘণ্টাখানেক পরে ওই বুনো ফের চনবালার বাড়িতে হানা দেয়। এইবার হাতিটি আগের ভাঙা ঘর থেকে চাল, ভুট্টা এবং আলু সাবাড় করে। একরাতে দু’বার বাড়িতে হানা দেওয়ায় আতঙ্কে রয়েছেন ওই বৃদ্ধ দম্পতি।

শনিবার নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলার সময়ও চনবালার গলায় ভয়ের ছাপ স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল। চনবালা বলেন, ‘শুক্রবার রাতে আমি আর আমার স্ত্রী বরাতজোরে প্রাণে বেঁচে গিয়েছি। ভাগ্যিস হাতি আমাদের শোয়ার ঘরে হানা দেয়নি।’ তিনি যোগ করেন, ‘আমার ছেলে বীরেন্দ্র চিকিৎসার জন্য বেঙ্গালুরুতে গিয়েছে। বাড়িতে আমি আর আমার স্ত্রী। ওইদিন রাতে প্রথমে হাতির আওয়াজ শুনে যখন ঘুম ভাঙে দেখি হাতি ঘরের বেড়া ভাঙছে। বনকর্মীদের তাড়া খেয়ে তখনকার মতো পালালেও, দ্বিতীয়বার হানা দিলে প্রতিবেশী ও বনকর্মীরা ফের বুনোটিকে তাড়ান।

> সন্ধে হতেই এখন কুয়াশার চাদরে গোটা এলাকা ঢেকে যায়। তবু আমরা রাত জেগে ডিউটি করছি। এত কুয়াশার কারণে অনেক সময় সার্চলাইট দিয়েও খুব বেশি দূর দেখা যায় না। তাই এই কুয়শার আড়ালে হাতির অবস্থান ঠাহর করা ভীষণ মুশকিল।
>
> **হেমকুমার থাপা**
> *বিট অফিসার, ব্যাংডাকি*

বন দপ্তরের কর্মীরা জানিয়েছেন, বর্তমানে ঘন কুয়াশার জন্য তাঁদের হাতি তাড়াতে প্রচণ্ড অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এই বিষয়ে ব্যাংডাকির বিট অফিসার হেমকুমার থাপা বলেন, ‘সন্ধে হতেই এখন কুয়াশার চাদরে গোটা এলাকা ঢেকে যায়। তবু আমরা রাত জেগে ডিউটি করছি। এত কুয়াশার কারণে অনেক সময় সার্চলাইট দিয়েও খুব বেশি দূর দেখা যায় না। তাই এই কুয়শার আড়ালে হাতির অবস্থান ঠাহর করা ভীষণ মুশকিল।’ তিনি আরও বলেন, ‘শুক্রবার রাতে হাতি একটি বাড়িতে দু’বার হানা দেয়। আর দুটি বাড়ির আংশিক ক্ষতি হয়। পরিবারগুলিকে ক্ষতিপূরণের ফর্ম দিয়ে আসা হয়েছে। সরকারি নিয়মে তাদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।’

ব্যাংডাকি গ্রামের পাশেই কলাবাড়িয়া মৌজার ভান্ডানি গ্রাম। চনবালার বাড়িতে হানা দেওয়ার আগে ভান্ডানি গ্রামের দুটি বাড়িতে বুনো হামলা চালায়। ওই গ্রামের বাসিন্দা তারাপদ বর্মন এবং নির্মল বর্মনের বাড়ির কিছুটা অংশ ভেঙে বুনো ধান সাবাড় করে। তারপর ব্যাংডাকি গ্রামে হানা দেয়।

চৌপথিতে ওষুধের গোডাউনে আগুন

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার চৌপথি সংলগ্ন একটি ওষুধের গোডাউন থেকে শনিবার রাত সাড়ে ন’টা নাগাদ আচমকাই ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। গোডাউন থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দমকলকেন্দ্রে খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল বিভাগের একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। দমকলকর্মীদের তৎপরতায় অল্পক্ষণের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। বড়সড়ো দুর্ঘটনা এড়ানো গেলেও গোডাউনের ভিতরে থাকা বেশ কিছু সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। দমকলের তরফে অমিতকুমার সেন বলেন, ‘শর্টসার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে তদন্ত শুরু হয়েছে।’ ওষুধের গোডাউনের মালিক কাজল দাস বলেন, ‘সময়মতো দমকল পৌঁছানোর ফলে বড় ক্ষতির হাত থেকে রক্ষা পাওয়া গিয়েছে।’ ঘটনার জেরে এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য চাঞ্চল্য ছড়ায়।

চৌপথি এলাকায় আগুন।

মোষ উদ্ধার

বক্সিরহাট, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার রাতে কনটেনারবোঝাই আন্তঃরাজ্য মোষ পাচারের ছক বানচাল করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের জোড়াই মোড় সংলগ্ন অসম-বাংলা নাকা পয়েন্টে তল্লাশি চালিয়ে একটি কনটেনার থেকে ৩০টি মোষ উদ্ধার করে পুলিশ। পরিবহণের বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় গ্রেপ্তার করা হয় অসমের বাসিন্দা মুবারক আলি, দেওয়ান জাইরুল হক, মেহেবুব আলি এবং বিহারের বাসিন্দা রঞ্জিত কুমার, সত্যনন্দ রায়কে।

ধৃত ১

তুফানগঞ্জ, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার রাতে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্য সহ এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল তুফানগঞ্জ থানার পুলিশ। দেওচড়াই গ্রাম পঞ্চায়েতের কালজানি সেতু সংলগ্ন নাকা চেকিং পয়েন্টের ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, এক বাইকচালককে আটক করে তল্লাশি চালানো হয়। তল্লাশিতে ধৃতের থেকে বাজেয়াপ্ত হয় ৯ গ্রাম ব্রাউন সুগার।

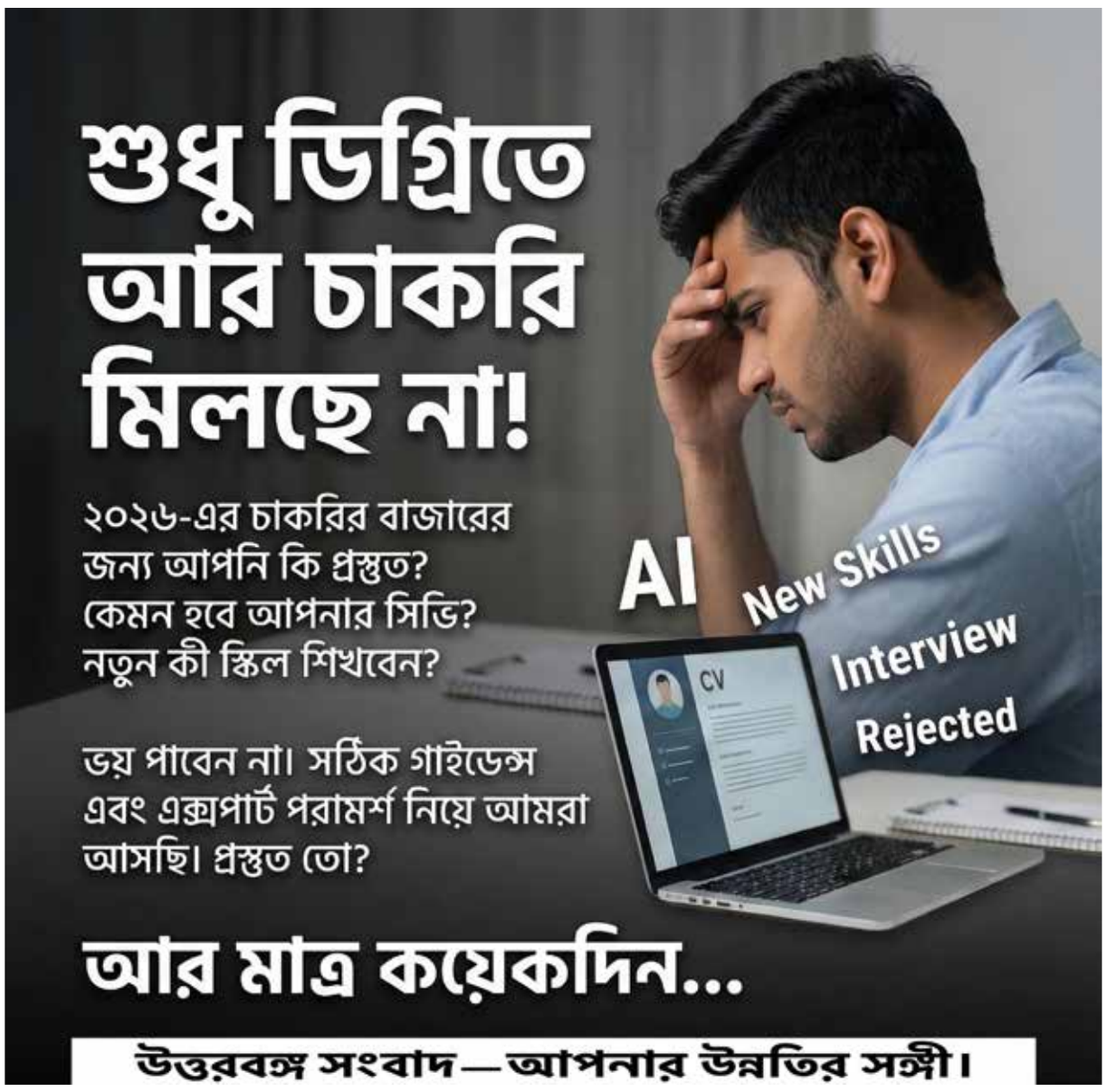

সুভাষপল্লির মাঠে আবর্জনার স্তূপ

জয়গাঁ, ২৭ ডিসেম্বর : আবর্জনা পার করে স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং শিশুশিক্ষাকেন্দ্রে যেতে হয় পড়ুয়া থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষকে। দুর্গন্ধে সকলের নাজেহাল অবস্থা। ছবিটি জয়গাঁর নিউ সুভাষপল্লি এলাকার। এলাকায় ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে সকলেই নাকে রুমাল চাপা দেন। এই এলাকায় একটি মাঠ রয়েছে। সেই মাঠের পাশে রয়েছে শিশুশিক্ষাকেন্দ্র ও স্বাস্থ্যকেন্দ্র। তবে এই মাঠটি দেখলে মনে হয় যেন একটি ডাম্পিং গ্রাউন্ড। এলাকার সব আবর্জনা যেন সেখানে জমে রয়েছে। শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের বারান্দায় বসে পড়ুয়ারা মিড-ডে মিল খায়। ওই বারান্দা ও মাঠের মধ্যে দূরত্ব মাত্র ২০ মিটার। জয়গাঁ ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অঞ্জু খাতুন বলেন, ‘পঞ্চায়েতের পক্ষ থেকে সাফাইকর্মী দিয়ে এলাকা পরিষ্কার করানো হয়। তবে শুধু পরিষ্কার করালেই হবে না, এলাকা পরিষ্কার রাখার বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে।’

এবিষয়ে শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা ববিতা সূত্রধর বলেন, ‘আমি চার বছর ধরে এই স্কুলে রয়েছি। প্রথম থেকেই এই সমস্যা দেখছি। প্রশাসনকে জানালে মাঝেমধ্যে আবর্জনা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়। কিন্তু ফের সেখানে আবর্জনা জমে যায়। আমরা এর স্থায়ী সমাধান চাই।’

স্বাস্থ্যকেন্দ্রের তরফে জানানো হয়েছে যে, আবর্জনা পার করে আসতে হবে বলে অনেক সময় রোগীরা স্বাস্থ্যকেন্দ্রে আসেন না। এলাকার বাসিন্দা মণীন্দ্রনাথ সরকার জানান, বছরের পর বছর ধরে পরিস্থিতি এরকম রয়েছে। প্রশাসনকে জানিয়েও লাভ হয়নি।

পূর্ব রেলওয়েতে ট্রেনের নতুন সময়-সারণীর উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যসমূহ

(১লা জানুয়ারি, ২০২৬ থেকে কার্যকর)

নতুন ট্রেন, ট্রেন চলাচলের নিয়মিতকরণ, সময়সূচীর পরিবর্তন, যাত্রাপথের সম্প্রসারণ, চলাচলের দিন বৃদ্ধি ইত্যাদি যেগুলি নতুন সময় সারণী যা **১লা জানুয়ারি, ২০২৬** থেকে কার্যকর হবে তাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, তার বিবরণ নিম্নরূপ ঃ–

১) ট্রেনের যাত্রাপথ সম্প্রসারণ ঃ

(ক) ইএমইউ ট্রেন ঃ পনেরোটি ইএমইউ ট্রেন নিম্নলিখিত গন্তব্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে ঃ–

ক্রঃ নং	ট্রেনের নম্বর ও নাম	যে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে
১	৩৭৩৫৯ হাওড়া - আরামবাগ ইএমইউ	গোঘাট
২	৩৭৩৬৫ হাওড়া - আরামবাগ ইএমইউ	গোঘাট
৩	৩৭৩৬৭ হাওড়া - আরামবাগ ইএমইউ	গোঘাট
৪	৩৭৩৬৯ হাওড়া - আরামবাগ ইএমইউ	গোঘাট
৫	৩৭৩৪১ হাওড়া - তারকেশ্বর ইএমইউ	গোঘাট
৬	৩৭৩৮৫ তারকেশ্বর - আরামবাগ ইএমইউ	গোঘাট
৭	৩৭৩৯৬ আরামবাগ - তারকেশ্বর ইএমইউ	গোঘাট
৮	৩৭৩৯৮ আরামবাগ - তারকেশ্বর ইএমইউ	গোঘাট
৯	৩৭৩৮৬ আরামবাগ - তারকেশ্বর ইএমইউ	গোঘাট
১০	৩৭৩৫৪ তারকেশ্বর - হাওড়া ইএমইউ	গোঘাট
১১	৩৭৩৬০ আরামবাগ - হাওড়া ইএমইউ	গোঘাট
১২	৩৭৩৬৬ আরামবাগ - হাওড়া ইএমইউ	গোঘাট
১৩	৩১৬৩৫ শিয়ালদহ - রাণাঘাট ইএমইউ	শান্তিপুর
১৪	৩০১১৩ বি. বা. দী. বাগ - ব্যারাকপুর ইএমইউ	কল্যাণী
১৫	৩১২৪২ ব্যারাকপুর - শিয়ালদহ ইএমইউ	কল্যাণী

(খ) প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঃ দুটি প্যাসেঞ্জার ট্রেন নিম্নলিখিত গন্তব্য পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে ঃ–

ক্রঃ নং	ট্রেনের নম্বর ও নাম	যে গন্তব্যস্থল পর্যন্ত সম্প্রসারিত হবে
১	৬৩০৬৩ বর্দ্ধমান - তিনপাহাড় এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	সাহিবগঞ্জ
২	৬৩০৬৪ তিনপাহাড় - বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	সাহিবগঞ্জ

(২) ইএমইউ ট্রেনের চলাচলের দিন পরিবর্তন ঃ

ক্রঃ নং	ট্রেনের নম্বর ও নাম	বর্তমান চলাচলের দিন	সংশোধিত চলাচলের দিন	মন্তব্য
১	৩৩৩১৮ হাসনাবাদ - বারাসাত ইএমইউ	সপ্তাহে ৬ দিন	প্রতিদিন	চলাচলের দিন বৃদ্ধি
২	৩৩৩২১ বারাসাত - হাসনাবাদ ইএমইউ	সপ্তাহে ৬ দিন	প্রতিদিন	
৩	৩১২২৩ শিয়ালদহ - ব্যারাকপুর ইএমইউ	প্রতিদিন	সপ্তাহে ৬ দিন	চলাচলের দিন হ্রাস রবিবার ব্যতীত
৪	৩০১১৬ ব্যারাকপুর - বি.বা.দী বাগ ইএমইউ	প্রতিদিন	সপ্তাহে ৬ দিন	
৫	৩০১১৩ বি.বা.দী. বাগ - ব্যারাকপুর ইএমইউ	প্রতিদিন	সপ্তাহে ৬ দিন	
৬	৩১২৪২ ব্যারাকপুর - শিয়ালদহ ইএমইউ	প্রতিদিন	সপ্তাহে ৬ দিন	

(৩) যে সকল ট্রেনের সময়সূচীতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঃ

(ক) মেল / এক্সপ্রেস ট্রেন ঃ

ক্রঃ নং	ট্রেন নং	ট্রেনের নাম	বর্তমান সময়সূচী	সংশোধিত সময়সূচী
১	১৩৪৩৩	স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায় টার্মিনাল, বেঙ্গালুরু - মালদা টাউন অমৃত ভারত এক্সপ্রেস	মালদা টাউন পৌঁ. ঃ ১১.০০	মালদা টাউন পৌঁ. ঃ ০৯.১৫
২	১৮৬২০	গোড্ডা - রাঁচি এক্সপ্রেস	গোড্ডা ছা. ঃ ১৭.০০	গোড্ডা ছা. ঃ ১৬.০৫
৩	১৩১২৫	কলকাতা - সাইরাং এক্সপ্রেস	কলকাতা ছা. ঃ ১২.২৫ মালদা টাউন ঃ ১৮.৩৫/১৮.৪৫	কলকাতা ছা. ঃ ১০.৪৫ মালদা টাউন ঃ ১৬.৫০/১৭.০০
৪	১৩৪০৩	রাঁচি - ভাগলপুর বনাঞ্চল এক্সপ্রেস	ভাগলপুর পৌঁ. ঃ ০৮.১৫	ভাগলপুর পৌঁ. ঃ ০৯.০০
৫	১৫৭০৯	মালদা টাউন - নিউ জলপাইগুড়ি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ১৬.৫০	মালদা টাউন ছা. ঃ ১৪.৩০
৬	১৯৬০৩	দৌরাই - গোড্ডা এক্সপ্রেস	গোড্ডা পৌঁ. ঃ ২২.২০	গোড্ডা পৌঁ. ঃ ২২.০০
৭	১৩১৭৭	শিয়ালদহ - জঙ্গীপুর রোড এক্সপ্রেস	জঙ্গীপুর রোড পৌঁ. ঃ ১২.০৫	জঙ্গীপুর রোড পৌঁ. ঃ ১১.৫৫
৮	১৩০১৫	হাওড়া - জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ঃ ১১.০৫ জামালপুর পৌঁ. ঃ ২১.৩৫	হাওড়া ছা. ঃ ১০.৫৫ জামালপুর পৌঁ. ঃ ২১.১৫
৯	১৫৯৬০	ডিব্রুগড় - হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ২১.৫০/২২.০০	মালদা টাউন ঃ ২২.০০/২২.১০
১০	১৫৯৬২	ডিব্রুগড় - হাওড়া কামরূপ এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ২১.৫০/২২.০০	মালদা টাউন ঃ ২২.০০/২২.১০
১১	১৮৬০৩	রাঁচি - গোড্ডা এক্সপ্রেস	কিউল ঃ ২৩.৫৫/০০.২৫	কিউল ঃ ০০.০৫/০০.৩৫
১২	১৮১৮৫	টাটানগর - গোড্ডা এক্সপ্রেস	কিউল ঃ ২৩.৫৫/০০.২৫	কিউল ঃ ০০.০৫/০০.৩৫
১৩	১৩১৯০	বালুরঘাট - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ২১.৩০/২১.৪০	মালদা টাউন ঃ ২১.৪০/২১.৫০
১৪	১৩০৩০	মোকামা - হাওড়া এক্সপ্রেস	হাওড়া পৌঁ. ঃ ০৩.৩৫	হাওড়া পৌঁ. ঃ ০৩.২৫
১৫	১৩০৩৪	কাটিহার - হাওড়া এক্সপ্রেস	হাওড়া পৌঁ. ঃ ০২.৫০	হাওড়া পৌঁ. ঃ ০২.৪০
১৬	১৩১৮০	সিউড়ী - শিয়ালদহ এমইএমইউ এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ পৌঁ. ঃ ১০.০৫	শিয়ালদহ পৌঁ. ঃ ০৯.৫৭
১৭	২০৫০১	আগরতলা - আনন্দ বিহার টার্মিনাল রাজধানী এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ১৫.০০/১৫.১০	মালদা টাউন ঃ ১৫.১০/১৫.২০
১৮	২০৫০৭	সাইরাং - আনন্দ বিহার টার্মিনাল রাজধানী এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ১৫.০০/১৫.১০	মালদা টাউন ঃ ১৫.১০/১৫.২০
১৯	১৩৩৩৪	পাটনা জংশন - দুমকা এক্সপ্রেস	দুমকা পৌঁ. ঃ ১৩.৩০	দুমকা পৌঁ. ঃ ১৩.২৫
২০	১৫৬২০	কামাখ্যা - গয়া এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ২০.০৫/২০.১৫	মালদা টাউন ঃ ২০.১০/২০.২০
২১	১৩১৬০	যোগবাণী - কলকাতা এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ২০.০৫/২০.১৫	মালদা টাউন ঃ ২০.১০/২০.২০
২২	২২৫০৪	ডিব্রুগড় - কন্যাকুমারী বিবেক এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ২০.২৫/২০.৩৫	মালদা টাউন ঃ ২০.৩০/২০.৪০
২৩	১২৩৩৬	লোকমান্য তিলক টার্মিনাস - ভাগলপুর এক্সপ্রেস	ভাগলপুর পৌঁ. ঃ ১৮.০০	ভাগলপুর পৌঁ. ঃ ১৭.৫৫
২৪	২২৯৪৭	সুরাট - ভাগলপুর এক্সপ্রেস	ভাগলপুর পৌঁ. ঃ ১৮.৩৫	ভাগলপুর পৌঁ. ঃ ১৮.৩০
২৫	১৫০৯০	গোমতীনগর - গোড্ডা এক্সপ্রেস	গোড্ডা পৌঁ. ঃ ১১.২০	গোড্ডা পৌঁ. ঃ ১১.১৫
২৬	১৩৪১৫	মালদা টাউন - পাটনা জংশন এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ২০.১৫	মালদা টাউন ছা. ঃ ২০.২০
২৭	১৩১৮৫	শিয়ালদহ - জয়নগর গঙ্গাসাগর এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ ছা. ঃ ১৭.৪৫	শিয়ালদহ ছা. ঃ ১৭.৫০
২৮	১৫৯৫৯	হাওড়া - ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ঃ ১৮.৩০	হাওড়া ছা. ঃ ১৮.৩৫
২৯	১৫৯৬১	হাওড়া - ডিব্রুগড় কামরূপ এক্সপ্রেস	হাওড়া ছা. ঃ ১৮.৩০	হাওড়া ছা. ঃ ১৮.৩৫
৩০	১৩০০৫	হাওড়া - অমৃতসর মেল	হাওড়া ছা. ঃ ১৯.১৫	হাওড়া ছা. ঃ ১৯.২০
৩১	১২৩৭৫	তাম্বরম - জসিডি সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস	আসানসোল ঃ ২০.১০/২০.৩০	আসানসোল ঃ ২০.১৫/২০.৩৫
৩২	১৩২৪২	রাজেন্দ্রনগর টার্মিনাল - বাঁকা এক্সপ্রেস	বাঁকা পৌঁ. ঃ ০৬.৪০	বাঁকা পৌঁ. ঃ ০৬.৩৫
৩৩	১৩০৬৪	বালুরঘাট - হাওড়া এক্সপ্রেস	হাওড়া পৌঁ. ঃ ০৫.৩০	হাওড়া পৌঁ. ঃ ০৫.২৫
৩৪	১২২৬০	নিউ দিল্লি - শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ পৌঁ. ঃ ১৩.২৫	শিয়ালদহ পৌঁ. ঃ ১৩.৩০
৩৫	২২২০২	পুরী - শিয়ালদহ দুরন্ত এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ পৌঁ. ঃ ০৪.০৫	শিয়ালদহ পৌঁ. ঃ ০৪.১৫
৩৬	১২৩৫০	নিউ দিল্লি - গোড্ডা হামসফর এক্সপ্রেস	গোড্ডা ঃ ২২.৩০	গোড্ডা ঃ ২২.৫৫
৩৭	১৩১০৬	বালিয়া - শিয়ালদহ এক্সপ্রেস	শিয়ালদহ পৌঁ. ঃ ০২.০৫	শিয়ালদহ পৌঁ. ঃ ০২.১৫
৩৮	১৩১৬১	কলকাতা - বালুরঘাট এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ১৮.৫০/১৯.০০	মালদা টাউন ঃ ১৮.৫৫/১৯.০৫
৩৯	১৩৪৬৬	মালদা টাউন - হাওড়া ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ছা. ঃ ০৬.১০	মালদা টাউন ছা. ঃ ০৬.০৫
৪০	১৪০৫০	দিল্লি - গোড্ডা এক্সপ্রেস	গোড্ডা ঃ ১৫.১৫	গোড্ডা ঃ ১৫.৪৫
৪১	১৩০১৮	আজিমগঞ্জ - হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস	আজিমগঞ্জ ছা. ঃ ১৫.৫০ হাওড়া পৌঁ. ঃ ২১.৪০	আজিমগঞ্জ ছা. ঃ ১৬.০০ হাওড়া পৌঁ. ঃ ২১.৫০
৪২	১৩৫০৪	হাটিয়া - বর্দ্ধমান এমইএমইউ এক্সপ্রেস	আসানসোল ছা. ঃ ১৮.৩০ বর্দ্ধমান পৌঁ. ঃ ২০.৩৫	আসানসোল ছা. ঃ ১৮.৫০ বর্দ্ধমান পৌঁ. ঃ ২১.০০
৪৩	১৫৭৩৩	বালুরঘাট - বাঠিন্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ১৯.২৫/১৯.৩৫	মালদা টাউন ঃ ১৯.২০/১৯.৩০
৪৪	১৫৭৪৩	বালুরঘাট - বাঠিন্ডা ফারাক্কা এক্সপ্রেস	মালদা টাউন ঃ ১৯.২৫/১৯.৩৫	মালদা টাউন ঃ ১৯.২০/১৯.৩০

(খ) প্যাসেঞ্জার ট্রেন ঃ

ক্রঃ নং	ট্রেন নং	ট্রেনের নাম	বর্তমান সময়সূচী		সংশোধিত সময়সূচী	
			যাত্রা শুরু	যাত্রা শেষ	যাত্রা শুরু	যাত্রা শেষ
১	৩৩৮৩২	বনগাঁও - শিয়ালদহ ইএমইউ	১১.৩০	১৩.৫৮	১১.৩৫	১৩.৩০
২	৩৩৫৩১	শিয়ালদহ - হাসনাবাদ ইএমইউ	১৯.৩০	২১.৪৮	১৯.২৪	২১.২৩
৩	৩১৯২২	গেদে - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৪.০২	১৬.৫৮	১৪.১০	১৬.৫০
৪	৬৪৩২২	সাহিবগঞ্জ - আজিমগঞ্জ এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৪.২৫	১৮.৪০	১৪.৪০	১৮.৪০
৫	৩৩৪৩৯	শিয়ালদহ - বারাসাত ইএমইউ	১০.৫৮	১১.৪৩	১৩.২০	১৪.০৫
৬	৩৩৫২১	শিয়ালদহ - হাসনাবাদ ইএমইউ	১১.০৭	১৩.১০	১০.৫৮	১৩.১০
৭	৩৩৩৬৮	বনগাঁও - দমদম ক্যান্টনমেন্ট ইএমইউ	০৭.৪১	০৯.১৬	০৭.১৫	০৮.৫৪
৮	৩৩৩৬৯	বারাসাত - বনগাঁও ইএমইউ	০৬.২০	০৭.৩০	০৫.৫৫	০৭.০৫
৯	৩৩৪২২	মধ্যমগ্রাম - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৮.৫২	০৯.৩৫	০৮.৩৭	০৯.২০
১০	৭৩৪৯২	গোড্ডা - দুমকা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৬.১০	১৮.০৫	১৬.৪০	১৮.৫০
১১	৭৩৪৮৩	দুমকা - জসিডি ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৮.৩০	১৯.৫৫	১৯.১৫	২০.৪০
১২	৬৩৪২৩	জামালপুর - কিউল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১১.৫৫	১৩.২০	১২.২৫	১৩.৫০
১৩	৬৩০৬৩	বর্দ্ধমান - তিনপাহাড় (সাহিবগঞ্জ) এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৬.২০	১১.৩০	০৬.০৫	১২.৩৫
১৪	৭৩৪৪৫	হাঁসডিহা - ভাগলপুর ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	২২.২৫	০০.৫০	২২.৫০	০১.০৫
১৫	৭৩৪৪৬	ভাগলপুর - হাঁসডিহা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৯.৫৮	২২.১০	২০.৩০	২২.৪০
১৬	৭৩৪৯১	দুমকা - গোড্ডা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৩.৩৫	১৫.৪৫	১৪.২৫	১৬.০২
১৭	৭৩৪৯৪	গোড্ডা - দুমকা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	২১.০৫	২২.৫৫	২০.৪৫	২২.৪০
১৮	৫৩৪০৩	রামপুরহাট - গয়া প্যাসেঞ্জার	০৯.০৫	১৮.০০/১৮.০৫	০৭.৪৫	১৮.০০/১৮.০৫
১৯	৭৩৪৪৪	ভাগলপুর - হাঁসডিহা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৩.১৭	১৬.২০	১৩.৩০	১৬.২০
২০	৩৫০৪২	আহমদপুর - কাটোয়া ইএমইউ	১৭.৩০	১৮.৫৫	১৭.২০	১৮.৫৫
২১	৭৩৪২৯	ভাগলপুর - জামালপুর ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১২.৫৮	১৫.৪০	১৩.০৫	১৫.৪০
২২	৩৪৭৩৩	লক্ষ্মীকান্তপুর - শিয়ালদহ ইএমইউ	১১.৩০	১৩.১৭	১১.৩৫	১৩.১৫
২৩	৩৪১৩৩	কোমাগাতা মারু বজবজ - শিয়ালদহ ইএমইউ	১২.২৮	১৩.৩২	১২.৩৫	১৩.৩২
২৪	৩৩৮৫১	শিয়ালদহ - বনগাঁও ইএমইউ	১৯.২৪	২১.২৪	১৯.৩০	২১.২৪
২৫	৬৩৪২২	সাহিবগঞ্জ - আজিমগঞ্জ এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৪.২৫	১৮.৪০	১৪.৪০	১৮.৫০
২৬	৩৪৫৩৩	ক্যানিং - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৩.১০	১৪.৪০	১৩.১৫	১৪.৪০
২৭	৩৪৮৩৯	ডায়মন্ড হারবার - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৪.০০	১৬.০০	১৪.০৫	১৬.০০
২৮	৬৩৪৩১	সাহিবগঞ্জ - জামালপুর এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৭.১০	১১.৪৫	০৭.২০	১১.৫০
২৯	৫৩৪১৬	জামালপুর - সাহিবগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	০৭.০০	১১.০৫	০৭.০৫	১১.০৫
৩০	৩৫০৪১	কাটোয়া - আহমদপুর ইএমইউ	১৫.৫০	১৭.১৫	১৫.৫০	১৭.১০
৩১	৫৩৪৯৬	রাজমহল - তিনপাহাড় প্যাসেঞ্জার	২২.২০	২২.৪৫	২২.১৫	২২.৪০
৩২	৬৩০৭৫	রামপুরহাট - বারহারওয়া এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	২৩.১০	০১.০০	২৩.৪০	০১.২৫
৩৩	৫৩৪৪৪	দেওঘর - গোড্ডা প্যাসেঞ্জার	১০.৪৫	১২.৪০	১০.৪০	১২.৩০
৩৪	৩৭৯২২	কাটোয়া - হাওড়া ইএমইউ	১০.৩৬	১৪.১০	১০.৫০	১৪.২০
৩৫	৩১৫২৬	শান্তিপুর - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৩.১২	১৫.৩২	১৩.১৫	১৫.৩২
৩৬	৩৩৮১১	শিয়ালদহ - বনগাঁও ইএমইউ	০৫.০২	০৩.১৫	০৪.৫৭	০৩.১০
৩৭	৫৩০৯২	আজিমগঞ্জ - কৃষ্ণনগর সিটি জংশন প্যাসেঞ্জার	১৬.১০	১৮.৩০	১৬.০০	১৮.২০
৩৮	৩৪৩৫৭	ক্যানিং - সোনারপুর ইএমইউ	১৬.৪৫	১৭.২৭	১৬.৫৫	১৭.৩৭
৩৯	৬৩০৫৭	কাশিমবাজার - আজিমগঞ্জ এমইএমইউ	২২.০৩	২২.২২	২২.১০	২২.২৯
৪০	৩৪৭১৪	শিয়ালদহ - লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ	০৪.৩০	০৬.০০	০৪.৫০	০৬.২০
৪১	৩৪৯৩৫	নামখানা - লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ	০৩.১৫	০৪.০৬	০৩.১০	০৪.০১
৪২	৩৪৭৪৫	লক্ষ্মীকান্তপুর - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৮.১০	১৯.৪৪	১৮.০৫	১৯.৪০
৪৩	৩৪৬৩৮	শিয়ালদহ - বারুইপুর ইএমইউ	১৬.১৮	১৭.০২	১৬.১৫	১৬.৫৯
৪৪	৩০৪১৬	শিয়ালদহ - বি. বা. দী. বাগ ইএমইউ	১৭.০৮	১৭.৫৮	১৭.২০	১৮.১০
৪৫	৩০৩৩১	মাঝেরহাট - হাবরা ইএমইউ	১৭.৪৮	১৯.৪২	১৭.৩৫	১৯.৩৮
৪৬	৩৪৪১৩	সোনারপুর - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৭.২০	০৭.৫৪	০৭.২৬	০৮.০০
৪৭	৩৪৪২৭	সোনারপুর - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৭.৪৩	১৮.১৮	১৭.৩৯	১৮.১৪
৪৮	৩৪৪৩২	শিয়ালদহ - সোনারপুর ইএমইউ	১৭.২০	১৭.৪৮	১৭.১৪	১৭.৪২
৪৯	৩৩৫৩২	হাসনাবাদ - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৬.৫৬	১৮.৫৯	১৭.০৮	১৯.১৩
৫০	৩৭৭৪২	কাটোয়া - ব্যান্ডেল ইএমইউ	০৪.২২	০৬.৩৫	০৪.১৬	০৬.৩০
৫১	৩৭৭৪৪	কাটোয়া - ব্যান্ডেল ইএমইউ	০৮.৫০	১১.০০	০৮.৫৫	১১.০৫
৫২	৩৩৩৬৬	বনগাঁও - বারাসাত ইএমইউ	২২.১০	২৩.২০	২২.২২	২৩.৩১
৫৩	৩৩৫৩৪	হাসনাবাদ - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৭.৫৩	১৯.৫৭	১৭.২৬	১৯.৩৫
৫৪	৭৩৪৪৩	হাঁসডিহা - ভাগলপুর ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৬.৩০	১৮.৫৫	১৬.৩৫	১৯.০০
৫৫	৭৩৪০২	ভাগলপুর - গোড্ডা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১১.০৫	১৪.০৮	১১.০০	১৪.০৩
৫৬	৩৪৮৫৪	শিয়ালদহ - ডায়মন্ড হারবার ইএমইউ	২১.১০	২২.৪৯	২১.০০	২২.৩৯
৫৭	৩৪৭৪৮	শিয়ালদহ - লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ	২১.০০	২২.৩৮	২১.১০	২২.৪৮
৫৮	৩৪৫১৭	ক্যানিং - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৬.০০	০৭.১৭	০৫.৪৯	০৭.০৮
৫৯	৩৪৮১৭	ডায়মন্ড হারবার - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৫.৩০	০৭.০৮	০৫.৪১	০৭.১৭
৬০	৩১৯২৭	শিয়ালদহ - গেদে ইএমইউ	২০.৩২	২৩.২০	২০.৪৫	২৩.৩৩
৬১	৩১৫৩৭	শিয়ালদহ - শান্তিপুর ইএমইউ	২০.৪৫	২৩.০৩	২০.৩২	২২.৫০
৬২	৩১৫১৬	শান্তিপুর - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৫.৪২	০৮.০০	০৫.৫৫	০৮.১৩
৬৩	৩১৯১৪	গেদে - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৫.০২	০৭.৫০	০৫.১০	০৭.৫০
৬৪	৩১৬১৪	রাণাঘাট - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৬.০৫	০৭.৫০	০৫.৫৫	০৭.৩৭
৬৫	৩৪৭৯১	শিয়ালদহ - নামখানা ইএমইউ	০৪.১২	০৬.৫০	০৪.০৭	০৬.৫০
৬৬	৩৪৯১৪	লক্ষ্মীকান্তপুর - নামখানা ইএমইউ	০৪.১২	০৫.১০	০৪.০৭	০৫.০৩
৬৭	৩৪৯৩৭	নামখানা - কাকদ্বীপ ইএমইউ	০৪.৩৯	০৪.৫০	০৪.৩৫	০৪.৪৬
৬৮	৩৪৯৮১	কাকদ্বীপ - লক্ষ্মীকান্তপুর ইএমইউ	০৫.০০	০৫.৪২	০৪.৫০	০৫.৩২
৬৯	৩৪৮৮২	সোনারপুর - ডায়মন্ড হারবার ইএমইউ	০৪.৫০	০৫.৫৫	০৪.৪০	০৫.৪৫
৭০	৩৩৪৩৬	বারাসাত - শিয়ালদহ ইএমইউ	১০.৪০	১১.২৭	১০.৪৫	১১.৩২
৭১	৬৩১০৩	শিয়ালদহ - লালগোলা এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৯.২০	২৩.৫৫	১৯.১৫	২৩.৫৫
৭২	৩১৫৩৩	শিয়ালদহ - শান্তিপুর ইএমইউ	১৮.৫০	২১.১০	১৮.৫৫	২১.১৫
৭৩	৩৩৮০২	বনগাঁও - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৭.১৫	০৯.১৫	০৭.০৫	০৯.১০
৭৪	৩৩৪০১	শিয়ালদহ - বারাসাত ইএমইউ	১৮.১৪	১৮.৫৮	১৮.৩০	১৯.১৪
৭৫	৩৩৮৯১	দমদম ক্যান্টনমেন্ট - বনগাঁও ইএমইউ	১৮.২৬	২০.০৮	১৮.৩৭	২০.১৯
৭৬	৩৩৩৭০	বনগাঁও - বারাসাত ইএমইউ	২০.২০	২১.২৬	২০.৩০	২১.৪৫
৭৭	৩৩৮৫৪	বনগাঁও - শিয়ালদহ ইএমইউ	২০.৪০	২২.৪০	২০.৫২	২২.৪৯
৭৮	৩৩৭১৪	বনগাঁও - রাণাঘাট ইএমইউ	০৬.১২	০৬.৫৫	০৬.০৫	০৬.৪৩
৭৯	৩৩৭১৩	রাণাঘাট - বনগাঁও ইএমইউ	০৬.১৫	০৭.০১	০৬.০০	০৬.৫১
৮০	৩৩৭১৬	বনগাঁও - রাণাঘাট ইএমইউ	০৭.২০	০৮.০৫	০৭.০৭	০৮.০৫
৮১	৩৪৫৩৮	শিয়ালদহ - ক্যানিং ইএমইউ	১৭.১৪	১৮.৩০	১৭.০৮	১৮.২৪
৮২	৫৩০১১	কাটোয়া - আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	১৩.৫৫	১৫.৪০	১৩.৪৫	১৫.৩০
৮৩	৫৩০৫৫	কাটোয়া - আহমদপুর প্যাসেঞ্জার	০৮.২০	০৯.৫৫	০৮.৪০	১০.১৫
৮৪	৬৩৫৩১	অন্ডাল - সাঁইথিয়া এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৮.২৫	১০.০৫	০৮.২০	১০.১০
৮৫	৬৩৫৩৪	সাঁইথিয়া - অন্ডাল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১০.৪০	১২.২০	১০.৩০	১২.২০
৮৬	৬৩৫৩৬	সাঁইথিয়া - অন্ডাল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৬.২৫	১৮.০৫	১৬.২০	১৮.১০
৮৭	৬৩৫০৮	আসানসোল - বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৫.৪৫	০৭.৫০	০৫.৪০	০৭.৫০
৮৮	৬৩৫১২	আসানসোল - বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৬.২০	০৮.৩৫	০৬.১৫	০৮.৩৫
৮৯	৫৩৪৪৩	গোড্ডা - দেওঘর প্যাসেঞ্জার	১৩.১৫	১৫.০৫	১৩.০০	১৫.০০
৯০	৬৩৫৪৫	অন্ডাল - জসিডি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৬.৩০	১০.২০	০৬.২০	১০.১৫
৯১	৬৩৫৪৭	জসিডি - বাঁকা এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১০.৩০	১২.০৫	১০.২৫	১২.০৫
৯২	৬৩৫০৫	বর্দ্ধমান - আসানসোল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৩.৫৫	০৬.০০	০৩.৪০	০৫.৪০
৯৩	৬৩৫১০	ঝাঝা - বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৬.৫৫	১৯.০৫	১৬.৫০	১৯.০৫
৯৪	৬৩৫১৬	আসানসোল - বর্দ্ধমান এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১০.২০	১২.৩০	১০.১৫	১২.৩৫
৯৫	৬৩৫৬৫	জসিডি - ঝাঝা এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১০.০৫	১১.১০	১০.০০	১১.০৫
৯৬	৬৩৫৭৩	জসিডি - কিউল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১১.০৫	১২.১৫	১০.৫৫	১২.১৫
৯৭	৬৩৫৬৬	ঝাঝা - জসিডি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১১.৩০	১২.৩০	১১.২৫	১২.২৫
৯৮	৫৩৪০৪	গয়া - জামালপুর প্যাসেঞ্জার	১১.০৫/১০	১২.৩০	১০.৫০/৫৫	১২.২৫
৯৯	৭৩৪১১	গোড্ডা - হাঁসডিহা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৭.২০	১৮.০০	১৭.১৫	১৮.০০
১০০	৭৩৪৩০	জামালপুর - ভাগলপুর ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১০.৫০	১২.২৫	১১.৩০	১৩.০৫
১০১	৭৩৪৪১	হাঁসডিহা - ভাগলপুর ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১০.২৮	১২.৪৩	১০.২০	১২.৪৩
১০২	৭৩৪৪৮	ভাগলপুর -বাঁকা ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৭.০৫	১৮.৫০	১৭.০২	১৮.৫৫
১০৩	৭৩৪৪৯	বাঁকা - ভাগলপুর ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১০.২০	১২.১০	১০.১৫	১২.১০
১০৪	৬৩১৪২	গোড্ডা - শিয়ালদহ এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৯.৫০	১৮.৩৫	০৯.৪৫	১৮.৩৫
১০৫	৬৩১৫১	জসিডি - বৈদ্যনাথ ধাম এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৫.২০	০৫.৪০	০৫.২৫	০৫.৪৫
১০৬	৬৩১৫৫	জসিডি - বৈদ্যনাথ ধাম এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১০.০০	১০.২০	০৯.৫৫	১০.১৫
১০৭	৬৩১৫৭	জসিডি - বৈদ্যনাথ ধাম এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১২.৩৫	১২.৫৫	১২.৩০	১২.৫০
১০৮	৬৩১৫৪	বৈদ্যনাথ ধাম - জসিডি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৯.৩০	০৯.৫০	০৯.২০	০৯.৪০
১০৯	৬৩১৫৬	বৈদ্যনাথ ধাম - জসিডি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১০.৩৫	১০.৫৫	১০.৩০	১০.৫০
১১০	৬৩১৫৮	বৈদ্যনাথ ধাম - জসিডি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৩.৩০	১৩.৫০	১৩.১০	১৩.৩০
১১১	৬৩১৬২	বৈদ্যনাথ ধাম - জসিডি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৬.৫৫	১৭.১৫	১৭.০০	১৭.২০
১১২	৬৩১৬৪	বৈদ্যনাথ ধাম - জসিডি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৮.৪০	১৯.০০	১৮.৩৫	১৮.৫৫
১১৩	৬৩১৬৮	বৈদ্যনাথ ধাম - জসিডি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	২৩.৩০	২৩.৫০	২৩.২৫	২৩.৪৫
১১৪	৩১৮১৯	শিয়ালদহ - কৃষ্ণনগর সিটি জংশন গ্যালপিং ইএমইউ	০৭.৫৩	১০.১০	০৭.৫২	১০.১০
১১৫	৩১৪১৫	শিয়ালদহ - নৈহাটী ইএমইউ	০৭.৫২	০৮.৫৫	০৭.৫৭	০৮.৫৭
১১৬	৩১৬১৭	শিয়ালদহ - রাণাঘাট ইএমইউ	০৮.০০	০৯.৪৮	০৮.০৭	০৯.৫৪
১১৭	৩১৫৩১	শিয়ালদহ - শান্তিপুর ইএমইউ	১৭.৫২	২০.০০	১৭.৫০	২০.০০
১১৮	৩১৪১৭	শিয়ালদহ - নৈহাটী ইএমইউ	০৯.৩৪	১০.৩৪	০৯.৩৯	১০.৩৯
১১৯	৩১২২৯	শিয়ালদহ - ব্যারাকপুর ইএমইউ	০৯.৪০	১০.১৮	০৯.৪৪	১০.২২
১২০	৩১৪১১	শিয়ালদহ - নৈহাটী গ্যালপিং ইএমইউ	০৪.৪০	০৫.৪০	০৪.৩৫	০৫.৩০
১২১	৩১৫১১	শিয়ালদহ - শান্তিপুর ইএমইউ	০৪.৩৫	০৬.৫৫	০৪.৪০	০৬.৫৫
১২২	৩৩৫১৭	শিয়ালদহ - হাসনাবাদ ইএমইউ	০৮.২২	১০.২৫	০৮.২০	১০.২৫
১২৩	৩১২২৮	ব্যারাকপুর - শিয়ালদহ ইএমইউ	১০.৩০	১১.১২	১০.৩৬	১১.২০
১২৪	৩৩৫৩৩	শিয়ালদহ - হাসনাবাদ ইএমইউ	২২.১৫	০০.২৪	২২.২০	০০.২৪
১২৫	৩২৪১৩	শিয়ালদহ - বারুইপাড়া ইএমইউ	২০.৪২	২১.৫০	২০.৪০	২২.০০
১২৬	৩১১১১	শিয়ালদহ - কাটোয়া ইএমইউ	০৮.০৬	১১.৪০	০৮.০৫	১১.৪০
১২৭	৩৩৮৬৩	শিয়ালদহ - বনগাঁও ইএমইউ	২৩.৫০	০১.৪৫	২৩.৫৮	০১.৫৩
১২৮	৬৩১১১	শিয়ালদহ - রাণাঘাট ইএমইউ	২৩.৫০	০১.৩৮	২৩.৫৮	০১.৪৬
১২৯	৩২২৩৩	শিয়ালদহ - ডানকুনি ইএমইউ	১২.১৪	১২.৫৭	১২.১৩	১২.৫৮
১৩০	৩৪১৫৫	কোমাগাতা মারু বজবজ - শিয়ালদহ ইএমইউ	২০.১৫	২১.০৮	২০.২০	২১.১৭
১৩১	৩৩৮৩৩	শিয়ালদহ - বনগাঁও ইএমইউ	১৩.৫৩	১৫.৪৮	১৪.০৫	১৬.০০
১৩২	৩৩৮৯৫	শিয়ালদহ - ঠাকুরনগর ইএমইউ	১৫.৩৪	১৭.০২	১৫.৫২	১৭.২০
১৩৩	৩৩৩১৬	হাসনাবাদ - বারাসাত ইএমইউ	১৯.৪১	২০.৫৮	১৯.৩০	২০.৪৫

পরবর্তী পৃষ্ঠায়

কেমন যাবে শেয়ার বাজার

কিশলয় মণ্ডল

২০২৫-এ সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতার নজির গড়লেও রিটার্নে বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় পিছিয়ে রয়েছে ভারতীয় শেয়ার বাজার। বছরভর ওঠা-নামার পর বছর শেষে পরিস্থিতি অনেকটাই বদলেছে। রেকর্ড উচ্চতার আশপাশে ঘোরাফেরা করছে দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। এখন লগ্নিকারীদের মনে আশা-আকাঙ্ক্ষা আগামী বছর নিয়ে। ২০২৬-এ কেমন যাবে ভারতীয় শেয়ার বাজার। আসুন দেখে নেওয়া যাক।

সেনসেক্স ও নিফটি

২০২৫-এর ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত সেনসেক্সের সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন উচ্চতা ছিল ৮৬১৫৯.০২ এবং ৭১৪২৫.০১। নিফটির ক্ষেত্রে এই উচ্চতা ২৬৩২৫.৮০ এবং ২১৭৪৩.৬৫ পয়েন্ট। নয়া বছরে নিফটি ২৯৫০০ এবং সেনসেক্স ৯৮৫০০-এ পৌঁছে যেতে পারে। তবে এই যাত্রায় ওঠানামা সমান তালে বজায় থাকবে। সেদিকে লক্ষ্য রেখেই লগ্নিকারীদের লগ্নির পরিকল্পনা করতে হবে।

যে বিষয়গুলি প্রভাব ফেলবে

২০২৬-এর শেয়ার বাজারে একাধিক বিষয় প্রভাব ফেলবে। তার মধ্যে অন্যতম হল

ইতিবাচক বিষয়

▶ আমেরিকার সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি ২০২৬-এর মার্চের মধ্যে হতে পারে। এই চুক্তি চূড়ান্ত হলে চাঙ্গা হবে শেয়ার বাজার।

▶ জিএসটি কমায় বিক্রিবাটা বাড়বে। ২০২৫-২৬-এর তৃতীয় কোয়ার্টারের ফল প্রকাশ শুরু হবে জানুয়ারিতে। প্রথম সারির সংস্থাগুলির ভালো ফল আরও উঁচুতে তুলতে পারে শেয়ার বাজারকে।

▶ ফেব্রুয়ারিতে বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। সেই বাজেট ইতিবাচক হলে চাঙ্গা হবে শেয়ার বাজার।

▶ মূল্যবৃদ্ধির হারে বড় কোনও পরিবর্তন না হলে আগামী বছরে সুদের হার বাড়ার সম্ভাবনা নেই।

▶ আরবিআই এবং সেবির ইতিবাচক সংস্কার শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় ভূমিকা নিতে পারে।

▶ ২০২৫-এ রেকর্ড লগ্নি এদেশ থেকে তুলে নিয়েছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। ২০২৬-এ সেই লগ্নি ফের এই দেশের শেয়ার বাজারে ফিরতে পারে।

নেতিবাচক বিষয়

▶ রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের গতিপ্রকৃতি সহ সারা বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পর্কের টানাপোড়েন শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে।

▶ ২০২৫-এ ভারতীয় মুদ্রা টাকা মার্কিন ডলারের তুলনায় সর্বকালীন রেকর্ড নীচে নেমেছে। টাকার অবমূল্যায়ন শেয়ার বাজারের উত্থানে বড় বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে।

▶ আগামী বছর প্রথম সারির বেশ কয়েকটি সংস্থার ভালো ফল নিয়ে সন্দেহ থাকছে।

▶ মূল্যবৃদ্ধির হার একেবারে তলানিতে রয়েছে। মূল্যবৃদ্ধির হার কোনও কারণে বাড়লে শেয়ার বাজারে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

▶ মার্কিন নীতি এবং মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের সুদের হার নিয়ে সিদ্ধান্ত শেয়ার বাজারকে ধাক্কা দিতে পারে।

▶ করোনা মহামারির পর আন্তর্জাতিক অর্থনীতি ঘুরে দাঁড়ালেও মন্দার আশঙ্কা রয়েছে এখনও।

কোন সেক্টরে নজর থাকবে

২০২৫-এ যে সেক্টরগুলি দুর্দান্ত রিটার্ন দিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল পিএসইউ ব্যাংক (২৭.৭৭ শতাংশ), মেটাল (২১.৬৩ শতাংশ), অটোমোবাইল (২১.১২ শতাংশ), ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিস (১৬.৪৪ শতাংশ) ইত্যাদি।

২০২৬-এ যেসব সেক্টরে বাড়তি নজর দিতে হবে সেগুলি হল ব্যাংকিং, ডিফেন্স, ক্যাপিটাল মার্কেট, অটোমোবাইল, ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইত্যাদি।

মনে রাখতে হবে

সর্বকালীন রেকর্ড উচ্চতার নজির হলেও ২০২৫-এ অধিকাংশ লগ্নিকারীই সেভাবে মুনাফার মুখ দেখেননি। সৌজন্যে মিড ও স্মল ক্যাপ শেয়ারের দামে বড় মাপের সংশোধন। এই প্রবণতা বজায় থাকতে পারে আগামী বছরেও। বছরজুড়ে অপ্রত্যাশিত চমক দেখাতে পারে লার্জ ক্যাপ স্টকগুলি। লগ্নিকারীদের বাড়তি গুরুত্ব দিতে হবে এই ধরনের স্টকে। এর পাশাপাশি পোর্টফোলিওতে ভারসাম্য আনতে হবে। প্রতিটি সংশোধনে দীর্ঘ মেয়াদে লগ্নির পরিকল্পনা ২০২৬-এ সাফল্য পাওয়ার মূল মন্ত্র হতে পারে।

কোন শেয়ারে লগ্নি করবেন

প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও বিভিন্ন ব্রোকারেজ ও আর্থিক সংস্থা বিভিন্ন শেয়ার কেনার পরামর্শ দিয়েছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল -

সিএলএসএ – বরুণ বিভারেজ, টেক মাহিন্দ্রা, আরইসি, আলট্রাটেক সিমেন্ট, ইটারনাল, এনএইচপিসি, অ্যাপোলো টায়ার, ইন্ডাস টাওয়ার, ওএনজিসি, পারসিস্ট্যান্ট সিস্টেম, ডিএলএফ, পাওয়ার ফিন্যান্স।

আইসিআইসিআই ডিরেক্ট – ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ম্যারিকো, আলট্রাটেক সিমেন্ট, টিসিএস, সান ফার্মা, আইওসি, পিডিলাইট, এসআরএফ, বাজাজ ফিন্যান্স, ক্যান ফিন হোম, জামনা অটো।

জেফ্রিস – গ্রো, কেফিনটেক, বিএসই, সিডিএসএল, ক্যামস, গোদরেজ প্রপার্টিজ, এইউ স্মল ফিন্যান্স, বিপিসিএল, অ্যাক্সিস ব্যাংক, জেএস ডব্লিউ এনার্জি, সম্বর্ধনা মাদারসন।

অ্যাক্সিস সিকিউরিটিজ – এসবিআই, বরুণ বিভারেজ, হিন্দালকো, নিপ্পন লাইফ, ডালমিয়া ভারত, অ্যাস্ট্রাল, অ্যাফল, হেলথকেয়ার গ্লোবাল, মোটেক প্যাকেজিং।

রেলিগেয়ার ব্রোকিং – মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক, লুপিন, আইসিআইসিআই প্রুডেন্সিয়াল, জেকে লক্ষ্মী সিমেন্ট।

মর্গ্যান স্ট্যানলি – মারুতি সুজুকি, ট্রেন্ট, টাইটান, বরুণ বিভারেজ, রিলায়েন্স, বাজাজ ফিন্যান্স, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এল অ্যান্ড টি, আলট্রাটেক, কোফোর্জ।

এইচএসবিসি – ইনফোসিস, এসবিআই, মাহিন্দ্রা, আদানি পোর্ট, হিন্দালকো, অ্যাপোলো হসপিটাল, আইসিআইসিআই লোম্বার্ড, জেনারেল ইনসুরেন্স, ম্যারিকো, ফোনিক্স মিল, কল্যাণ জুয়েলার্স।

বিওএফএ সিকিওরিটিজ – আইসার মোটর, অশোক লেল্যান্ড, টাইটান, ইউনাইটেড স্পিরিট, জুবিলিয়েন্ট ফুড, বাজাজ ফিন্যান্স, শ্রীরাম ফিন্যান্স, এবি ক্যাপিটাল, এইচডিএফসি ব্যাংক, ব্যাংক অফ বরোদা, কানাড়া ব্যাংক, ইন্ডিগো, গেল, আইজিএল, মহানগর গ্যাস, স্টার হেলথ, এলজি ইলেক্ট্রনিক্স, হ্যাভেলস, রিলায়েন্স, ডিএলএফ, লোধা ডেভেলপার্স, গোদরেজ প্রপার্টিজ ইত্যাদি।

নমুরা – আইসিআইসিআই ব্যাংক, অ্যাক্সিস ব্যাংক, বাজাজ ফিন্যান্স, মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা ফিন্যান্সিয়াল, ইনফোসিস, ই ক্লার্কস, টাইটান, এলজি, সিজি পাওয়ার, ডিক্সন টেক, ড. রেড্ডিজ, সোনা বিএলডব্লিউ, গোদরেজ কনজিউমার, মেডপ্লাস, মাহিন্দ্রা, অশোক লেল্যান্ড, আলট্রাটেক সিমেন্ট।

মতিলাল অসওয়াল – ভারতী এয়ারটেল, আইসিআইসিআই ব্যাংক, এসবিআই, ইনফোসিস, এল অ্যান্ড টি, মাহিন্দ্রা, টাইটান, হ্যাল, বিইএল, ইন্ডিগো, টিভিএস মোটর।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

পূর্ব পৃষ্ঠার পর

ক্রঃ নং	ট্রেন নং	ট্রেনের নাম	বর্তমান সময়সূচী		সংশোধিত সময়সূচী	
			যাত্রা শুরু	যাত্রা শেষ	যাত্রা শুরু	যাত্রা শেষ
১৩৪	৩৩৩১৯	বারাসাত - হাসনাবাদ ইএমইউ	১৮.১০	১৯.৩২	১৭.৫৯	১৯.২০
১৩৫	৬৩৫২১	বর্দ্ধমান - আসানসোল এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৫.৫৭	১৭.৫৫	১৫.৩০	১৭.৪৫
১৩৬	৬৩৫১৯	বর্দ্ধমান - বোকারো স্টিল সিটি এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৫.৩০	১৭.৪৫/১৮.০০	১৫.৫৭	১৮.১৫/১৮.২৫
১৩৭	৬৩৫৪৩	আসানসোল - এনএসসি বোস জংশন গোমো এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৮.১০	১৯.১২/১৯.১৩	১৮.০০	১৯.১২/১৯.১৩
১৩৮	৩২৪১৪	বারুইপাড়া - শিয়ালদহ ইএমইউ	২২.৪৮	২৩.৫০	২২.৩৫	২৩.৪০
১৩৯	৩৩৩২০	হাসনাবাদ - বারাসাত ইএমইউ	২২.২৪	২৩.৪০	২২.১৪	২৩.৩০
১৪০	৩৬৮১৭	হাওড়া - চন্দনপুর ইএমইউ	০৭.০৮	০৯.১২	০৭.১৫	০৯.৩০
১৪১	৩৬৮৪১	হাওড়া - বর্দ্ধমান ইএমইউ ভায়া কর্ড	১৮.৩৫	২০.৪৫	১৮.৩০	২০.৪৫
১৪২	৩৬৮৪৫	হাওড়া - বর্দ্ধমান ইএমইউ ভায়া কর্ড	১৯.৪৫	২১.৫৪	১৯.৪০	২১.৫০
১৪৩	৩৬৮৪৯	হাওড়া - বর্দ্ধমান ইএমইউ ভায়া কর্ড	২১.০০	২৩.০৫	২১.১০	২৩.২৫
১৪৪	৩৬৮২৭	হাওড়া - বর্দ্ধমান ইএমইউ ভায়া কর্ড	১২.০৫	১৪.১৩	১২.০০	১৪.১০
১৪৫	৩৬৮২৯	হাওড়া - বর্দ্ধমান ইএমইউ ভায়া কর্ড	১৩.২৭	১৫.৪০	১৩.২০	১৫.৪০
১৪৬	৩৬০৮৮	মসাগ্রাম - হাওড়া ইএমইউ	২২.০৬	২৩.৪০	২১.৪২	২৩.৩০
১৪৭	৩৭২৩২	ব্যান্ডেল - হাওড়া ইএমইউ	০৮.৫২	০৯.৫৫	০৮.৪৮	০৯.৫৫
১৪৮	৩৭৬১২	পাণ্ডুয়া - হাওড়া ইএমইউ	০৮.৫৫	১০.১৫	০৯.০০	১০.২২
১৪৯	৩৭২১৪	ব্যান্ডেল - হাওড়া ইএমইউ	০৩.৫০	০৪.৫০	০৩.৩০	০৪.৩৫
১৫০	৩৭২১৩	হাওড়া - ব্যান্ডেল ইএমইউ	০৫.১৪	০৬.১৫	০৫.০৫	০৬.০৮
১৫১	৩৭৩৫৯	হাওড়া - আরামবাগ - গোঘাট ইএমইউ	০৫.১৯	০৭.৪০	০৫.১০	০৮.০০
১৫২	৩৭৮১৫	হাওড়া - বর্দ্ধমান ইএমইউ ভায়া মেন	০৫.২৫	০৭.৩৭	০৫.১৫	০৭.৩৭
১৫৩	৩৭৯১১	হাওড়া - কাটোয়া ইএমইউ	০৫.৩০	০৮.৩৫	০৫.২২	০৮.৩০
১৫৪	৩৭৩৫৩	হাওড়া - তারকেশ্বর ইএমইউ	০৫.৩৫	০৭.১৩	০৫.৩০	০৭.১০
১৫৫	৩৭৩১১	হাওড়া - তারকেশ্বর ইএমইউ	০৫.৫৫	০৭.২৫	০৫.৪৮	০৭.২৫
১৫৬	৩৭৩৪০	তারকেশ্বর - হাওড়া ইএমইউ	১৬.২১	১৭.৪৬	১৬.৩২	১৮.০৭
১৫৭	৩৭৫৩২	ব্যান্ডেল - নৈহাটি ইএমইউ	০৯.১২	০৯.৩২	০৯.০৮	০৯.৩০
১৫৮	৩৭২৬৩	হাওড়া - ব্যান্ডেল ইএমইউ	১৭.৪৭	১৮.৪৬	১৭.৪৭	১৮.৫৬
১৫৯	৩৭৭৪৭	ব্যান্ডেল - কাটোয়া ইএমইউ	০৮.১০	১০.২০	০৮.১৫	১০.২৯
১৬০	৩২২১২	ডানকুনি - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৫.০৩	০৫.৪৫	০৫.০০	০৫.৪৫
১৬১	৩২২১৮	ডানকুনি - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৭.০২	০৭.৪৬	০৭.০০	০৭.৪৬
১৬২	৩২২২০	ডানকুনি - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৭.৪৫	০৮.৩২	০৭.৪২	০৮.৩২
১৬৩	৩২২২২	ডানকুনি - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৮.৪৩	০৯.২৮	০৮.৪০	০৯.২৮
১৬৪	৩২২২৬	ডানকুনি - শিয়ালদহ ইএমইউ	০৯.৫০	১০.৩৫	০৯.৪৭	১০.৩৫
১৬৫	৩২২৩০	ডানকুনি - শিয়ালদহ ইএমইউ	১১.২১	১২.০৬	১১.১৮	১২.০৬
১৬৬	৩২২৩২	ডানকুনি - শিয়ালদহ ইএমইউ	১১.৫৪	১২.৪২	১১.৫১	১২.৪২
১৬৭	৩২২৩৪	ডানকুনি - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৩.১০	১৪.০৫	১৩.০৭	১৪.০০
১৬৮	৩২২৩৬	ডানকুনি - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৪.২০	১৫.০৫	১৪.১৭	১৫.০৫
১৬৯	০৩০৩৭ (৬৩০৪৩)	কাটোয়া - আহমদপুর এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৬.৩৫	০৮.০০	০৭.০৫	০৮.২৫
১৭০	৩৭৫৪৬	ব্যান্ডেল - নৈহাটি ইএমইউ	১৬.৫০	১৭.১০	১৬.৪৫	১৭.০৫
১৭১	৭৩৪২০	ভাগলপুর - সাহিবগঞ্জ ডিইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১১.১০	১৩.১০	১০.৫৫	১২.৫৫

ক্রঃ নং	ট্রেন নং	ট্রেনের নাম	বর্তমান সময়সূচী		সংশোধিত সময়সূচী	
			যাত্রা শুরু	যাত্রা শেষ	যাত্রা শুরু	যাত্রা শেষ
১৭২	৩১৫১৯	শিয়ালদহ - শান্তিপুর ইএমইউ	১০.৩২	১২.৫০	১৩.৪০	১২.৫৬
১৭৩	৩৭৯১৬	কাটোয়া - হাওড়া ইএমইউ	০৬.২০	০৯.২৫	০৬.১৫	০৯.২৫
১৭৪	৬৩০২৩	আজিমগঞ্জ - রামপুরহাট এমইএমইউ	০৬.০০	০৭.৪০	০৬.১৫	০৮.১০
১৭৫	৬৩০০৮	রামপুরহাট - কাটোয়া এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	০৮.৫৫	১২.৩৪	০৮.৩০	১২.২৫
১৭৬	৩৫০১৪	কাটোয়া - বর্দ্ধমান ইএমইউ	০৭.২৫	০৮.৪৫	০৭.২০	০৮.৪৫
১৭৭	৩৭৩০৮	হরিপাল - হাওড়া ইএমইউ	০৮.২৮	০৯.৪২	০৮.২৫	০৯.৪০
১৭৮	৫৩০১৫	কাটোয়া - আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	১৭.১০	১৮.৫৫	১৭.২৫	১৯.১০
১৭৯	৬৩০১৩	কাটোয়া - আজিমগঞ্জ এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	১৫.৫০	১৭.৩৫	১৬.০৫	১৭.৫০
১৮০	৩৭৩৮৫	তারকেশ্বর - আরামবাগ - গোঘাট ইএমইউ	০৩.৫৭	০৪.৩৫	০৩.৪০	০৪.৩২
১৮১	৬৩০৬৯	বর্দ্ধমান - রামপুরহাট এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	২০.৪৫	২৩.০০	২০.৫২	২৩.২৫
১৮২	৩৭৮১৮	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া মেন	০৫.৪২	০৮.০৮	০৫.৪০	০৮.১২
১৮৩	৩৭৮২০	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া মেন	০৬.১৮	০৮.৩৬	০৬.১০	০৮.৩১
১৮৪	৩৭৭৮২	বর্দ্ধমান - ব্যান্ডেল ইএমইউ	০৬.৪৫	০৮.০০	০৬.৫৫	০৮.১২
১৮৫	৩৭৮২৪	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া মেন	০৭.০০	০৯.১৫	০৭.১৫	০৯.৪০
১৮৬	৩৭৮২৮	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া মেন	০৮.২২	১০.৩৮	০৮.২০	১০.৪০
১৮৭	৩৭৮৩০	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া মেন	০৮.৪৬	১১.০৫	০৮.৫০	১১.১০
১৮৮	৩৭৮৩২	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া মেন	০৯.৫৭	১২.৪০	০৯.৫৫	১২.৪০
১৮৯	৩১১৫২	বর্দ্ধমান - শিয়ালদহ ইএমইউ	১৪.৪৫	১৭.৪০	১৪.৪০	১৭.৪০
১৯০	৩৭৮৪০	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া মেন	১৫.০৫	১৭.২৫	১৫.১০	১৭.৩৭
১৯১	৩৭৭৮৪	বর্দ্ধমান - ব্যান্ডেল ইএমইউ	২১.০০	২২.২০	২১.১০	২২.৩০
১৯২	৩৬৮১৪	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া কর্ড	০৩.৫৮	০৬.১০	০৩.৫৫	০৬.১০
১৯৩	৩৬৮১৬	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া কর্ড	০৫.০৪	০৭.১০	০৪.৫৫	০৭.১০
১৯৪	৩৬৮১৮	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া কর্ড	০৫.৪০	০৭.৪৫	০৫.৩০	০৭.৪৫
১৯৫	৩৬৮২০	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া কর্ড	০৬.০৫	০৮.১৫	০৬.০০	০৮.১০
১৯৬	৩৬৮২২	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া কর্ড	০৬.৪৮	০৮.৫৭	০৬.৪০	০৮.৫৫
১৯৭	৩৬৮২৪	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া কর্ড	০৭.২২	০৯.২৫	০৭.০৫	০৯.১০
১৯৮	৩৬৮২৬	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া কর্ড	০৭.৩২	০৯.৩৫	০৭.৩০	০৯.৩৫
১৯৯	৩৭৮২২	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া মেন	০৬.৪০	০৮.৩৫	০৬.৩৫	০৮.৩০
২০০	৩৭৮৫২	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া মেন	১৯.৫৫	২২.১৫	১৯.৫০	২২.১০
২০১	৩৬৮৫৪	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া কর্ড	২০.০৭	২২.১০	২০.০০	২২.০৫
২০২	৩৬৮৫৬	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া কর্ড	২০.২০	২২.২৫	২০.৩০	২২.৩৫
২০৩	৩৬৮৫৮	বর্দ্ধমান - হাওড়া ইএমইউ ভায়া কর্ড	২০.৪৩	২২.৪৫	২১.০০	২৩.১০
২০৪	৩৭৯১৪	কাটোয়া - হাওড়া ইএমইউ	০৫.৪০	০৮.৪৮	০৫.৩৫	০৮.৪৫
২০৫	৩৭৯১৮	কাটোয়া - হাওড়া ইএমইউ	০৭.০০	১০.২০	০৬.৫৫	১০.১০

মেল/এক্সপ্রেস, যাত্রীবাহী ট্রেন এবং শহরতলীর ট্রেনের সময়সূচী সংশোধিত হয়েছে এবং এনটিইএস-তে আপডেট করা হচ্ছে যা ০১.০১.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।
অন্যান্য ট্রেনের (মেল/এক্সপ্রেস, যাত্রীবাহী ট্রেন ও শহরতলীর ট্রেন) সময়সূচীর সামান্য পরিবর্তনও এনটিইএস-তে অন্তর্ভুক্ত হবে যা ০১.০১.২০২৬ তারিখ থেকে কার্যকর হবে।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

বাবার কাঁধে বাড়ির পথে।। *হলদিবাড়িতে ছবিটি তুলেছেন অভিজিৎ রায়।*

মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালের পরিষেবা নিয়ে বহু অভিযোগ

১১ বছরেও মেলেনি বিশেষজ্ঞ

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ২৭ ডিসেম্বর : সালটা ২০১৪, তৎকালীন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী গৌতম দেবের হাত ধরে মাদারিহাট প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত হয়েছিল। গ্রামীণ হাসপাতালে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ও একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ থাকার কথা। কিন্তু ১১ বছর পরেও মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে একজনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই। এমনকি যেখানে সব মিলিয়ে ৫ জন চিকিৎসক থাকার কথা, সেখানে ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে নিয়ে আছেন মাত্র দুইজন। পরিষেবা বজায় রাখতে অন্য জায়গা থেকে চিকিৎসক এনে কাজ চলছে বলে অভিযোগ। অথচ এই হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল প্রায় ৫০ হাজার মানুষ।

মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের একাংশ। এছাড়া টোটোপাড়া বল্লালগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত, হান্টাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত, মাদারিহাট গ্রাম পঞ্চায়েত, খয়েরবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত ও রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মানুষ মাদারিহাটের এই একমাত্র গ্রামীণ হাসপাতালের উপর নির্ভরশীল। শুধু তাই নয়, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের বন্যপ্রাণীদের হামলায় কোনও বনকর্মী আহত হলে এখানেই চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয়। কিন্তু গ্রামীণ হাসপাতালে উন্নীত হওয়ার পর ১১ বছর অতিক্রান্ত হলেও আজ পর্যন্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক পাননি মাদারিহাটবাসী। মাদারিহাটের বাসিন্দা শিবশংকর দাসের কথায়, 'মাদারিহাটে রয়েছে ব্লকের প্রধান কার্যালয়। এটি একটি বড় পর্যটনকেন্দ্রও। অথচ এখানকার গ্রামীণ হাসপাতালটি পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে। সামান্য কারণে রেফার করে দেওয়া হয়।'

ভাস্কর গুহ মজুমদার নামে আরেক বাসিন্দার কথায়, 'এই হাসপাতালের উপর প্রায় ৫০ হাজার মানুষ নির্ভরশীল। প্রতিদিন এই ব্লক ছাড়াও ফালাকাটা ব্লক থেকে রোগীরা আসেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ছাড়াই চলছে এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালটি। অথচ উদ্বোধনের সময় বলা হয়েছিল, একমাসের মধ্যেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আসবেন। ১১ বছরেও এল না।'

শুভময় সাহা নামে আরেক স্থানীয় বাসিন্দার কথায়, 'মাদারিহাটের উপর দিয়ে চলে গিয়েছে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে। ছোট-বড় দুর্ঘটনা প্রায় প্রতিদিনই হচ্ছে। দুর্ঘটনায় জখমদের উন্নত চিকিৎসা দেওয়ার মতো পরিকাঠামো মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে নেই।'

বর্তমানে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে মাত্র দুইজন চিকিৎসক রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক। অফিসের কাজকর্ম নিয়েই তাঁকে বেশি ব্যস্ত থাকতে হয়। নার্সের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় ৫ জন কম। চতুর্থ শ্রেণির কর্মীর সংখ্যাও তলানিতে। কার্যত নিধিরাম সর্দার হয়ে চলছে এই গুরুত্বপূর্ণ হাসপাতালটি।

এ ব্যাপারে মাদারিহাট ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ ঋত্বিক সরকার বলেন, 'কোনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই এখানে। আমাকে নিয়ে দুইজন স্থায়ী চিকিৎসক রয়েছেন। প্রতি মাসের ৯ তারিখ একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ আসেন। এই পরিস্থিতিতে কালচিনি ও বীরপাড়া থেকে দুইজন চিকিৎসক এনে চালাতে হচ্ছে। তবে পরিষেবা ঠিক আছে।'

মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতাল যেন নিধিরাম সর্দার।

ঘাটতি যেখানে

গ্রামীণ হাসপাতালে একজন শিশু বিশেষজ্ঞ ও একজন স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ থাকার কথা

কিন্তু ১১ বছর পরেও এখানে একজনও বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নেই

পাঁচজন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিককে নিয়ে আছেন মাত্র দুজন

গ্যারগান্ডায় যানজট

বীরপাড়া, ২৭ ডিসেম্বর : বীরপাড়ার কাছে বেহাল গ্যারগান্ডা সড়কসেতুর কারণে ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে যানজটে জেরবার হাজার হাজার মানুষ। শনিবার বিকেলে সেতুর পূর্বমুখে একশোরও বেশি গাড়ি আটকে পড়ে। সেতু থেকে ৪ কিমি দূরে শিশুবাড়ি চৌপথি পর্যন্ত যানবাহনের লাইন পড়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত সেতুতে সাত মাস ধরে সিঙ্গল লাইনে যানবাহন পারাপার করানো হচ্ছে। এদিকে, সেতু সংস্কারও চলছে। সংস্কারের কাজ আরও এক মাস চলবে, জানিয়েছেন এশিয়ান হাইওয়ে অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার দীপককুমার সিং।

বন্দে মাতরম স্মরণ অনুষ্ঠান

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ারের এক বেসরকারি ভবনে শনিবার বন্দে মাতরম সংগীতের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আলিপুরদুয়ার বন্দে মাতরম সাংস্কৃতিক সমিতির তরফে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান চলবে দু'দিন ধরে। এদিন সেখানে অঙ্কন প্রতিযোগিতার অয়োজনও করা হয়। রবিবারও বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে।

হাতির হানা

ফালাকাটা, ২৭ ডিসেম্বর : জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের একদল হাতি শুক্রবার রাতে তাণ্ডব চালায় ফালাকাটা ব্লকের ভৈরবহাট এবং খাউচাঁদপাড়া গ্রামে। স্থানীয় ও বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, সেই দলে দশ-বারোটি হাতি ছিল। হাতির হানায় খাউচাঁদপাড়ার দীপালি দাসের ঘরের বেড়া ভেঙেছে। পূর্ণ কার্জির কয়েকটি কলা গাছ এবং ২৩টি সুপারি গাছ ভেঙেছে। এছাড়া ভৈরবহাটে রাজীব খান ও রুবেল বাদশার প্রায় পাঁচ বিঘা আলুখেত তছনছ করে দেয় হাতির দল। তবে রাতেই বনকর্মীদের চেষ্টায় হাতিগুলিকে জঙ্গলে ফেরানো হয়।

সাংগঠনিক সভা

কামাখ্যাগুড়ি ও সোনাপুর, ২৭ ডিসেম্বর : আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে কুমারগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রের কামাখ্যাগুড়ি ১ নম্বর অঞ্চলের ১০/১৪৮ নম্বর বুথে তৃণমূলের সাংগঠনিক সভা হয় শনিবার। এদিনের এই সভায় উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের কামাখ্যাগুড়ি এক নম্বর অঞ্চলের চেয়ারম্যান অনিল তালুকদার, আলিপুরদুয়ার জেলার সম্পাদক শ্যামল ঘোষ সহ অন্য নেতা-কর্মীরা। অন্যদিকে, তৃণমূলের সাংগঠনিক বৈঠক হল আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাটকাপাড়াতেও। তপসিখাতা অঞ্চল তৃণমূল নেতাদের নিয়ে এদিন বৈঠক করেন তৃণমূল নেতারা। উন্নয়নের পাঁচালির প্রচার করা সহ বিভিন্ন পরামর্শ দেওয়া হয়।

হাসপাতালে নো পার্কিংয়ে গাড়ি কর্মীদের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : জেলা হাসপাতালের দুই নম্বর গেটের কাছেই হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংক। ওই ভবনের একদিকে ব্লাড ব্যাংক, আরেকদিকে রক্ত পরীক্ষাকেন্দ্র। রক্ত নিতে যখন রোগী ও তাঁদের পরিজনদের লাইন দেখা যায়, ভবনের বারান্দায় তখন বিভিন্ন রক্ত পরীক্ষা করানোর জন্যও প্রচুর রোগী ভিড় করেন। সেই বারান্দায় আবার পোস্টার লাগানো রয়েছে 'নো পার্কিং'। অর্থাৎ সেখানে কোনও গাড়ি রাখা যাবে না। তবে নিয়ম ভেঙে সেখানেই হাসপাতালের কর্মীরা বাইক রাখেন বলে অভিযোগ। শুধু ওই জায়গায় নয়, হাসপাতালের বিভিন্ন জায়গায় নো পার্কিংয়ে গাড়ি রাখছেন খোদ কর্মীরা। আর ফলে প্রতিদিন সমস্যায় পড়তে হচ্ছে রোগী ও তাঁদের পরিজনদের।

যদিও বিষয়টি নিয়ে হাসপাতালের সুপার পরিতোষ মণ্ডলের বক্তব্য, 'হাসপাতালের নো পার্কিং বোর্ড লাগানো রয়েছে গাড়ি না রাখার জন্যই। সেখানে কোনও গাড়ি রাখা যাবে না। গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে, সেখানে গাড়ি রাখা যেতে পারে।' ব্লাড ব্যাংকের বারান্দায় লাইন দিয়ে গাড়ি রাখায় রোগীদের দাঁড়াতে সমস্যা হয় বলে অভিযোগ। হাসপাতালের কর্মীরাই যখন নিয়ম ভাঙছেন তখন অন্য লোকেরা কী করবেন সেই প্রশ্ন উঠছে। অন্যদিকে, হাসপাতালের মূল ভবনের মাঝ দিয়ে জরুরি বিভাগে যাওয়ার যে রাস্তা রয়েছে সেখানেও কয়েকজন কর্মী গাড়ি রাখেন। আবার ভবনের ভিতরেও বিভিন্ন সময় বাইক রাখতে দেখা যায়। জেলা হাসপাতালে প্রতিদিন ভিড় লেগেই থাকে। সেখানে এইভাবে যেখানে-সেখানে হাসপাতালের কর্মীদের বাইক ও গাড়ি রাখা অন্যতম বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাসপাতালের ভিতরে বিভিন্ন সময় পুলিশের টহলদারি চলে। এমনকি যেখানে-সেখানে রাখা রোগীদের গাড়ি দেখলে জরিমানা করা হয়। হাসপাতালের কর্মীরা নাকি সেক্ষেত্রে ছাড় পেয়ে যান। এদিন ব্লাড ব্যাংকের বাইরে এনিয়ে কথা হচ্ছিল সুমন্ত ঘোষ নামে এক রোগীর পরিজনদের সঙ্গে। সুমন্ত বললেন, 'ব্লাড ব্যাংকের বারান্দা এমনিতেই ছোট। সেখানে বাইক দিয়েই বেশিরভাগ জায়গা বন্ধ হয়ে থাকে। বাইকগুলো তো অন্য জায়গায় রাখা যায়।' হাসপাতালের কর্মীদের বাইক রাখার জন্য নির্দিষ্ট পার্কিংয়ের জায়গা রয়েছে। তবে সেখানে অনেক বাইক থাকায় কর্মীরা হাসপাতালের ভিতরে বিভিন্ন জায়গায় বাইক ও গাড়ি রাখছেন বলে খবর।

> হাসপাতালের নো পার্কিং বোর্ড লাগানো রয়েছে গাড়ি না রাখার জন্যই। সেখানে কোনও গাড়ি রাখা যাবে না। গাড়ি রাখার নির্দিষ্ট জায়গা রয়েছে, সেখানে গাড়ি রাখা যেতে পারে।
>
> **পরিতোষ মণ্ডল** *সুপার, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল*

হাসপাতালের কর্মীদের এই নিয়ম ভাঙার হিড়িক দেখে অনেকেই নিয়ম ভাঙছেন। হাসপাতালের দুই নম্বর গেটের বাইরেও যেমন নো পার্কিং বোর্ড রাখা রয়েছে। সেই নিয়ম ভেঙে সেখানে রীতিমতো অটো ও টোটো দাঁড়িয়ে থাকছে। ধীরে ধীরে সেটা স্ট্যান্ড হয়ে উঠছে। এতে সমস্যা হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদেরও। এদিন হাসপাতাল সংলগ্ন সারংপট্টির মিঠুন শর্মার সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, হাসপাতালের বাইরে এইভাবে নিয়ম ভেঙে টোটো ও অটো দাঁড়িয়ে থাকায় যাতায়াতের ভীষণ সমস্যা হচ্ছে। আগে তো অনেক কম টোটো দাঁড়িয়ে থাকত। এখন লাইন ধরে দাঁড়িয়ে থাকছে।

হাসপাতালের নো পার্কিং বোর্ডের সামনে কর্মীদের বাইক।

পলাশবাড়িতে উৎসবের আবহ

পলাশবাড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়িতে কোনও চার্চ নেই। তাই এখানে বড়দিনের উৎসব সেভাবে হয় না। তবে এবার পুরোনো বছরের শেষলগ্নে এবং নতুন বছরের আগমনে একাধিক অনুষ্ঠানের আয়োজনে উৎসবের আবহ তৈরি হয়েছে গ্রামীণ এই জনপদে। একদিকে রবিবার থেকে শুরু হচ্ছে তিনদিনের পলাশবাড়ি নাট্যোৎসব। সেখানে এবারই প্রথম আসছে অসমের নাট্যদল। এছাড়া, কলকাতার নাট্যদল তো আছেই। আবার পলাশবাড়ির পাশেই মরিচঝাঁপি প্রাইমারি স্কুলের এবার রজত জয়ন্তী বর্ষ। এই স্কুলেও হবে দু'দিনের নানা অনুষ্ঠান। আবার নতুন বছরের প্রথম দিন রয়েছে নব নৃত্যবাসা প্রেরণার বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।

পলাশবাড়ি নাট্যোৎসবের আয়োজক ভাবনা নাট্যম। শিলাবাড়িহাট বাজারের দুর্গা মন্দিরের পাশে তিনদিনের নাট্যোৎসবের জন্য মঞ্চ তৈরির কাজ চলছে জোরকদমে। ভাবনা নাট্যমের কর্ণধার রতন চৌধুরীর কথায়, 'প্রথম দু'দিন রোজ তিনটি করে নাটক পরিবেশিত হবে। আর শেষ দিন হবে দুটি নাটক।

আসছে অসমের নাট্যদল

অসম, কলকাতা সহ উত্তরবঙ্গের একাধিক জেলার নাট্যদল আসবে।' রবিবার থেকে নাট্যোৎসব চলবে মঙ্গলবার পর্যন্ত।

এদিকে পশ্চিম কাঁঠালবাড়ি মরিচঝাঁপি প্রাইমারি স্কুল ২০০০ সালে স্থাপিত হয়। এই স্কুলের এবার রজত জয়ন্তী বর্ষ। স্কুলের প্রধান শিক্ষক সঞ্জীব চক্রবর্তীর কথায়, '২৯ এবং ৩০ ডিসেম্বর স্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষের অনুষ্ঠান হবে। শুরু হবে ছেলে ও মেয়েদের ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা দিয়ে। এছাড়াও শোভাযাত্রা, নাটক, নাচ, গান, অঙ্কন, প্রাক্তনীদের পুনর্মিলন সহ বহিরাগত শিল্পীদের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হবে।'

এদিন মাঠে দেখা গেল একদল ছাত্রীকে নাচের মহড়ায়। পঞ্চম শ্রেণির বৃষ্টি সরকারের কথায়, 'এমনিতে নাচ শিখি না। তবে স্কুলে নাচি। আর এবারই প্রথম স্কুলের এত বড় অনুষ্ঠান। তাই ভালোভাবে প্র্যাকটিস করছি।' কোয়েল মুন্ডা, জয়ন্তী ওরাওঁ, সুইটি বর্মনদের মতো ছাত্রীরাও নাচ নিয়ে ব্যস্ত। অন্যদিকে প্রায় দশ বছর ধরে পলাশবাড়িতে বর্ষবরণের অনুষ্ঠান করছে নব নৃত্যবাসা প্রেরণা। সংস্থার সম্পাদক মলি ভুঁইয়ার কথায়, 'এক মাস আগে থেকেই আমাদের প্রস্তুতি শুরু হয়। সব মেয়েরা মিলে এই আয়োজন করি।'

কুয়াশার আড়ালের সুযোগ নিয়েও হল না শেষরক্ষা

ভুটানি মদ পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ

সমীর দাস

কালচিনি, ২৭ ডিসেম্বর : জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। সন্ধ্যা হতেই সর্বত্র ঘন কুয়াশার চাদরে মুড়ে যাচ্ছে। চা বাগান ও জঙ্গলে কুয়াশার ঘনত্ব আরও বেশি। এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে দুষ্কৃতীরা ফের ভুটানি মদ পাচারে সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে আবগারি দপ্তর ভুটানি মদ পাচার রুখতে আগে থেকেই সতর্ক। সেজন্য ভুটান থেকে চোরাপথে মদ এনে জঙ্গল সংলগ্ন এলাকায় জমিয়ে রাখলেও মদ নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হল ভুটানি মদ পাচারকারী দুষ্কৃতীদল। শুক্রবার রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে আবগারি দপ্তরের কালচিনি সার্কেলের কর্মী ও আধিকারিকরা বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ভুতরি জঙ্গল এলাকায় অভিযান চালান। সেখানে লুকিয়ে রাখা প্রচুর ভুটানি মদ তাঁরা বাজেয়াপ্ত করেন। দুষ্কৃতীদলটি দুটি বাইকে ভুটানি মদ ওই এলাকায় এনে জমা করছিল। আবগারি দপ্তরের আচমকা অভিযান টের পেতেই বাইক দুটি ফেলে রেখে জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দেয়। ফলে আবগারি দপ্তরের কর্মীরা তাঁদের ধরতে পারেননি।

কালচিনির ভুতরি জঙ্গল এলাকায় উদ্ধার ভুটানি মদ ও বাইক।

আবগারি দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের সুপারিন্টেন্ডেন্ট উগেন শেওয়াং বলেন, 'দুষ্কৃতীদলটিকে খোঁজা হচ্ছে। এধরনের অভিযান লাগাতার চলবে। অভিযানে প্রায় ৩০০ লিটার অবৈধ ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। জঙ্গলের ধারে কার্টনে মদের বোতল রাখা ছিল।'

বক্সা বাঘবন সংলগ্ন যে এলাকা থেকে ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে ওই এলাকা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে ভুটানের পাশাখা শিল্পাঞ্চল। মাঝে বাসরা নদী। নদী পার করে একদিকে সেন্ট্রাল ডুয়ার্স চা বাগান। ওই চা বাগান আবার বক্সার জঙ্গলে ঘেরা। শীতকাল হওয়ায় বাসরা নদীতে এখন জল নেই। সেজন্য পাশাখা থেকে মদ বোঝাই করে মূলত বাইকে করে কালচিনির চা বলয় ও বনবস্তিতে অবৈধ ভুটানি মদ পৌঁছে যাচ্ছে। আবগারি দপ্তর সূত্রে খবর, দুষ্কৃতীরা সম্ভবত নির্জন এলাকায় মদ মজুত করে পরে বিভিন্ন অভিযানে প্রায় ৩০০ লিটার অবৈধ ভুটানি মদ বাজেয়াপ্ত হয়েছে। এর বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ টাকা। জঙ্গলের ধারে কার্টনে মদের বোতল রাখা ছিল।

> **উগেন শেওয়াং** *সুপারিন্টেন্ডেন্ট, আবগারি দপ্তর, আলিপুরদুয়ার*

চা বাগান ও বনবস্তিতে ভুটানি মদের চোরাচালানের পরিকল্পনা নিয়েছিল। সামনেই ইংরেজি নববর্ষ। এসময় চা বাগান ও বনবস্তিতে ভুটানি মদের চাহিদা তুঙ্গে ওঠে। সেই চাহিদাপূরণে দুষ্কৃতীরা এই মরশুমে সক্রিয় হয়ে ওঠে। তবে আবগারি দপ্তরের তরফে ভুটানি মদের চোরাচালান রুখতে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। বাজেয়াপ্ত বাইক দুটির নম্বর ভুয়ো কি না তা পরিবহণ দপ্তরের মাধ্যমে যাচাই করা হচ্ছে। বাইক দুটির নম্বর সঠিক হলে বাইক মালিকদের কাছে তদন্তকারী আবগারি আধিকারিকরা পৌঁছাতে পারবেন।

পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণের

বারবিশা, ২৭ ডিসেম্বর : ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা কম থাকায় ঘটল দুর্ঘটনা। এতে 'মরার উপর খাঁড়ার ঘা' মাথায় হেলমেট না থাকা এবং মোটরবাইকের বেশি গতি। এর ফলে অসম-বাংলা সীমানার সংকোশ সেতুর উপর দুর্ঘটনার কবলে পড়ে শুক্রবার রাতে মৃত্যু হল এক তরুণের। হঠাৎ এক পথচারী সেতু পার হওয়ার সময় দেখেন একটি মোটরবাইক পড়ে আছে। স্থানীয়দের সাহায্যে বক্সিরহাট থানার জোড়াই ফাঁড়ির পুলিশ তরুণকে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। কর্তব্যরত চিকিৎসক ওই তরুণকে মৃত ঘোষণা করেন। কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ির পুলিশ শনিবার ময়নাতদন্তের জন্য দেহ আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কুমারগ্রাম ব্লকের পশ্চিম চকচকার বাসিন্দা পেশায় দিনমজুর নির্মল দাস মোটরবাইক চালিয়ে অসম থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় দুর্ঘটনাটি ঘটে।

বারান্দায় খোলা বাতাসে কাঁপুনি রোগীর

এমজেএন মেডিকেল কলেজে হয়রানি

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৭ ডিসেম্বর : কনকনে ঠান্ডা। বাড়িতেই ঠিকমতো টেকা দায়। এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রোগীদের একাংশকে অবশ্য এই পরিস্থিতিতেও বারান্দায় শুয়ে রাত কাটাতে হচ্ছে। তাপমাত্রার পারদ যতই কমছে এ নিয়ে রোগী ও পরিজনদের ক্ষোভের মাত্রা ততই বাড়ছে। হাসপাতালের ঘরের বেডে পর্যাপ্ত জায়গা না থাকায় বাধ্য হয়েই বারান্দায় বেড পেতে রোগীদের রাখা হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষের দাবি। বারান্দার একপাশ খোলা থাকায় সেদিক দিয়ে হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে। শীতের রাতে রোগীদের প্রচণ্ড কাঁপুনি হচ্ছে। এই ঠান্ডায় বারান্দায় থেকে রোগীরা আরও অসুস্থ হয়ে পড়তে পারেন বলে স্বজনদের আশঙ্কা। এমএসভিপি সৌরদীপ রায়ের বক্তব্য, 'ঘরের বেডে জায়গা না থাকলে বাধ্য হয়েই বারান্দায় রোগীদের রাখতে হচ্ছে। তবে যাতে ঠান্ডা বাতাস ভিতরে ঢুকতে না পারে সেজন্য বারান্দার একপাশ ঢেকে দেওয়া হবে বলে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

শনিবার সন্ধ্যায় এমজেএন মেডিকেলের কারমাইকেল বিল্ডিংয়ে গিয়ে দেখা গেল পুরুষ বিভাগের বারান্দায় বেশ কয়েকজন রোগী শুয়ে রয়েছেন। তাঁদের পাশে পরিজনরাও রয়েছেন। তাঁদের কেউ একদিন, কেউ তিনদিন আবার কেউ তার বেশি সময় ধরে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বারান্দার গ্রিলের ওপাশ থেকে হুহু করে ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে। ঘরে জায়গা না পেয়ে প্রবল শীতে বারান্দায় শুয়ে রোগীরা রীতিমতো কাঁপছেন। কম্বল দিয়ে কোনওরকমে ঠান্ডার সঙ্গে যুদ্ধ চালাচ্ছেন তাঁরা। ৬৭৮টি বেড থাকলেও তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন। দিনের বেলা কোনওরকমে কাটলেও সন্ধ্যা হতেই জাঁকিয়ে শীতের দাপটে সেই রোগীরা সমস্যায় পড়ছেন। দেখা গেল কয়েক জায়গায় ঠান্ডা বাতাস ঠেকাতে গ্রিলের ওপরে প্লাস্টিক টাঙিয়ে রাখা হয়েছে। কিন্তু তাতেও কি আর ঠান্ডা কমে।

এমজেএনের বারান্দায় ঠাঁই রোগীদের। ছবি : জয়দেব দাস

ক্ষুব্ধ পরিজন

৬৭৮টি বেড থাকলেও তুলনায় অনেক বেশি সংখ্যক রোগী চিকিৎসাধীন থাকেন

বাধ্য হয়েই রোগীদের কাউকে কাউকে বারান্দায় রাখতে হচ্ছে বলে কর্তৃপক্ষের দাবি

বারান্দায় প্রবল ঠান্ডায় রোগীদের অনেকে আরও বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছেন বলে অভিযোগ

সমস্যা মেটাতে বারান্দার একপাশ ঢেকে দেওয়া হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে

ঘরের ভেতরে একটি বেডের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য কাতর কণ্ঠে আবেদন জানালেও কর্তৃপক্ষের তরফে কোনও সাড়া মেলেনি বলে চিকিৎসাধীন রোগী রৌশন কার্জির দাবি। মাদারিহাটের বাসিন্দা রৌশন বেশ কয়েকদিন ধরেই অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বর্তমানে হাসপাতালের বারান্দায় তাঁর ঠাঁই হয়েছে। তিনি বললেন, 'ঠান্ডায় রাতের বেলা ঠিকমতো ঘুমোতেই পারি না। এই ঠান্ডার মধ্যে কেউ বারান্দায় ঘুমোতে পারে!' শুক্রবার সোনাপুরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ রায়কে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ঘরের বেডে জায়গা না থাকায় বারান্দাতেই তাঁরও ঠাঁই হয়েছে। ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বললেন, 'এই ঠান্ডায় গোটা রাত বারান্দায় কাটানো কতটা কষ্টের তা বলে বোঝানো যাবে না।'

সেখানে চিকিৎসাধীন এক রোগীর ছেলে গৌতম রায় ক্ষুব্ধ, 'বাবার এমনিতেই জ্বর রয়েছে। এই ঠান্ডায় বারান্দায় থেকে আরও বেশি কষ্ট হচ্ছে। এখানে বললাম ঘরে একটি বেডের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু জানানো হল বেড নেই। ফাঁকা হলে তারপর নাকি ঘরে নেওয়া হবে।'

হানা কমবে বিশ্বাসে হাতিপুজো

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : মানুষ-বুনোর সংঘাত জেলার অন্যতম জ্বলন্ত সমস্যা। কখনও লোকালয়ে ঢুকে পড়ে তাণ্ডব চালায় মত্ত দাঁতাল। আবার কখনও চিতাবাঘ ঘাপটি মেরে থাকে চা বাগানের ঝোপের আড়ালে। অথচ এই আলিপুরদুয়ার জেলাতেই সাড়ে তিন দশকের বেশি সময় ধরে চলছে অভিনব কাণ্ড। ডিসেম্বর মাসের কোনও এক শনি বা মঙ্গলবার হাতিপুজো করেন বঞ্চুকামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সাতকোদালির ভাই ভাই প্রগতি সংঘের সদস্যরা। শনিবার ছিল এ বছরের পুজোর আয়োজন। স্থানীয়দের ধারণা, এতে গ্রামে হাতির উপদ্রব বন্ধ হয়। অনেকে একে অন্ধবিশ্বাস বলে অভিহিত করতে পারেন। তবে এলাকাবাসীর কাছে এই পার্বণের নাম 'মহাকালপুজো'।

স্থানীয় মানিক বর্মন বলেন, '১৯৮৯ সালে প্রথম হাতিপুজোর সিদ্ধান্ত নেন গ্রামবাসী। সেই সময় বুনোদের ঘনঘন আনাগোনায় ভয়ে থাকতেন মানুষ। এ বছরও বারকয়েক হাতির দেখা মিলেছে গ্রামে। তবে পুজোর মিটিং করতেই আর হাতি ঢোকেনি এলাকায়। আশ্চর্য মনে হলেও প্রতিবছর এমন হয়।'

এদিন নিয়মনিষ্ঠা মেনে পুজোর জোগাড়যন্ত্র করেন গ্রামের মানুষ। দিনকয়েক আগে চাঁদা তুলে শুরু হয় প্রস্তুতি। পুজোর দিন সারা গ্রামে নিরামিষ রান্না হয়। সকলে উপোস করে থাকেন। গ্রামের মহিলারা গঙ্গা নিমন্ত্রণের পর পুকুর থেকে কলসি ভরে জল নিয়ে মন্দিরে আসেন। এই ব্রততে রান্না করা খাবার ভোগ দেওয়া হয় না। তার বদলে চিঁড়ে, কলা, দই, ফলমূল নৈবেদ্য দেওয়া হয়। গ্রামবাসীর মধ্যে খিচুড়ি বিলি হয়। সেই খেয়ে উপোস ভাঙেন তাঁরা।

> ১৯৮৯ সালে প্রথম হাতিপুজোর সিদ্ধান্ত নেন গ্রামবাসী। এ বছরও বারকয়েক হাতির দেখা মিলেছে গ্রামে। তবে পুজোর মিটিং করতেই আর হাতি ঢোকেনি এলাকায়। আশ্চর্য মনে হলেও প্রতিবছর এমন হয়।
>
> – মানিক বর্মন, গ্রামবাসী

মাটির হস্তী-প্রতিমায় পুজো হয়। থাকে ঢাকঢোল, ব্যান্ডপার্টির আয়োজন। মন্দিরে কালীবিগ্রহের পাশে পুজো হয় হাতির। ফসল, ঘরবাড়ি রক্ষা ছাড়াও পরিবারের মঙ্গলকামনা ও চাকরির আশায় মানত করেন ভক্তরা। মানত ফললে দই, চিঁড়ে দিয়ে পুজো দেন। অনেকে সোনার অলংকার উৎসর্গ করেন মহাকালকে।

তরুণ বিপ্লব বর্মনের কথায়, 'এতে হাতি সন্তুষ্ট হয়। আর গ্রামের ক্ষয়ক্ষতি করে না বলেই বিশ্বাস গ্রামবাসীর।' গ্রামের বধূ সারথি বর্মনের কথায়, 'পুজোর পর গ্রামে আর হাতি আসে না। গ্রামের সবাই মহাকালের এই পুজোয় শমিল হন।'

হাতিপুজো বঞ্চুকামারিতে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

বীরপাড়ার বাসিন্দা হামিদা ইয়াসমিন নেতাজি প্রাথমিক স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী। হামিদা যোগা ও জিমনাস্টিক্সে পারদর্শী। বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়ও অংশ নিয়েছে।

ইংরেজিমাধ্যমে শিক্ষক ঘাটতি

সরকারি স্কুলে ভর্তিতে আগ্রহ কম

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : কেউ বলছেন শিক্ষকের অভাব রয়েছে। অনেকে আবার পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা তুলে ধরেছেন। তবে কারণ যাই হোক না কেন সরকারি ইংরেজিমাধ্যম হাইস্কুলগুলোতে পড়ুয়া সংখ্যা যে তলানিতে ঠেকছে তা অস্বীকার করার জায়গা নেই। পড়ুয়াদের ভর্তির আবেদন হাতেগোনা। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজিমাধ্যম হাইস্কুলের প্রতি যে অভিভাবকরা আগ্রহ হারাচ্ছেন তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

ইংরেজিমাধ্যমে পঠনপাঠনের পরিকাঠামোগত সমস্যার কথা মেনে নিয়েছে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল ও নিউটাউন গার্লস হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ।

নিউটাউন গার্লস স্কুলে ইংরেজিমাধ্যমের পঞ্চম শ্রেণিতে মাত্র ৮ জন আবেদন করেছে এবছর। ষষ্ঠ শ্রেণিতে এখনও কেউ আবেদনও জমা করেনি। স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা শ্রেয়সী দত্তের কথায়, 'ইংরেজিমাধ্যম পড়ানোর অনুমোদন পেলেও ইংরেজিমাধ্যমের জন্য আলাদা কোনও শিক্ষক নেই আমাদের স্কুলে। বাংলামাধ্যমের শিক্ষকরাই ইংরেজিমাধ্যমের ছাত্রীদের পড়াচ্ছেন।'

একই অবস্থা ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলেরও। চলতি বছর ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলে বাংলামাধ্যমে পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদন প্রায় তিনশো। সেখানে ইংরেজিমাধ্যমে ভর্তির আবেদন করেছে মাত্র ১৯ জন। ষষ্ঠ শ্রেণিতে তিনজন আবেদন করেছে। শুধু তাই নয়, সেখানে কয়েকটি বিষয়ের ক্ষেত্রে ইংরেজিমাধ্যম ও বাংলামাধ্যমের ক্লাস একসঙ্গে নেওয়া হয়। এছাড়া ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলে ইংরেজিমাধ্যমে পদার্থবিদ্যা, ইতিহাস বিষয় সহ মোট পাঁচজন শিক্ষকের প্রয়োজন বলে বিদ্যালয় সূত্রে খবর। এদিকে, ইংরেজিমাধ্যমে শিক্ষকসংকট ও পরিকাঠামোগত সমস্যার বিষয়ে কোনও অভিযোগ পাইনি বলে দায় সেরেছেন বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) রবিনা তামাং।

স্কুলগুলোর এমন পরিস্থিতিতে ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। এক অভিভাবকের কথায়, 'আমার ছেলে ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। ইংরেজিমাধ্যমে একাধিক বিষয়ের শিক্ষকের অভাব রয়েছে। কয়েক বছরেও পরিকাঠামোর তেমন উন্নতি হয়নি। এতে ছেলের পড়াশোনায় প্রভাব পড়ছে।'

> সরকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন না করেই বিদ্যালয়গুলিকে ইংরেজিমাধ্যমের অনুমোদন দিয়েছে। ইংরেজিমাধ্যমের শিক্ষক নিয়োগ করা হচ্ছে না। ক্ষতি পড়ুয়াদের।
>
> **জয়ন্ত সাহা**
> জেলা সম্পাদক, নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতি

এ ব্যাপারে নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক জয়ন্ত সাহা বলেন, 'সরকার পরিকাঠামোগত উন্নয়ন না করেই বিদ্যালয়গুলিকে ইংরেজিমাধ্যমের অনুমোদন দিয়েছে। এদিকে, ইংরেজিমাধ্যমে শিক্ষকদের নিয়োগ করা হচ্ছে না। তাতে আখেরে ক্ষতি হচ্ছে পড়ুয়াদের।'

১ কোটি টাকায় রাস্তা নির্মাণ

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : ভাঙাচোরা রাস্তায় যাতায়াতে দুর্ভোগের অবসান ঘটতে চলেছে এবার। আলিপুরদুয়ার শহরের ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের সমাজপাড়া ও জেলা হাসপাতাল সংলগ্ন সারেংপট্টি এলাকায় রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'পথশ্রী প্রকল্পের আওতায় এই দুই রাস্তা নির্মাণে প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করা হবে। জানুয়ারি মাসের মধ্যেই কাজ শুরু হয়ে যাবে।'

পেভার্স ব্লকের রাস্তা নির্মাণের সিদ্ধান্তে খুশি এলাকার বাসিন্দারা। সমাজপাড়া এলাকার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরে বেহাল পড়ে। বর্ষায় কাদা, শীতে ধুলোয় যাতায়াতে ভোগান্তির শেষ নেই। কয়েক বছর আগে একবার মেরামতির কাজ হলেও তা টেকসই হয়নি। অন্যদিকে, আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালগামী সারেংপট্টি রাস্তাটিও শহরের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পথ। এই রাস্তা দিয়ে প্রতিদিন অসংখ্য গাড়ি, বিশেষ করে অ্যাম্বুল্যান্স যাতায়াত করে। রাস্তার খারাপ অবস্থার কারণে অনেক সময় রোগী নিয়ে যেতে সমস্যা হয়।

এ ব্যাপারে ১৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার আনন্দকুমার জয়সওয়াল বলেন, 'নতুন পেভার্স ব্লকের রাস্তা হলে সাধারণ মানুষের সুবিধা হবে।'

অনুষ্ঠানের মহড়া

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : আগামী ৩০ ডিসেম্বর থেকে শুরু হতে চলেছে ডুয়ার্স উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে প্যারেড গ্রাউন্ডে শনিবার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের মহড়া হয়। চলবে রবিবার পর্যন্ত। এবারে স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হতে চলেছে। 'মানবতার প্রতীক ডুয়ার্স' গান ও 'আমার ডুয়ার্স' কবিতা, নাচে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান হতে চলেছে। প্রায় ৮০০ শিল্পী ওই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন। উদ্বোধনের আগে শহরের বলাই মেমোরিয়াল ক্লাবের মাঠ থেকে উৎসবের মাঠ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা রয়েছে।

কর্মব্যস্ত জীবন আড্ডাটা আর নেই

সকাল হোক বা সন্ধ্যা চায়ের দোকানে বিভিন্ন বয়সি মানুষজনের আড্ডা। টিউশন শেষে বাড়ি ফেরার পথে পাড়ার মোড়ে পড়ুয়াদের আড্ডা। এক দশক আগেও এই ছবিগুলি খুবই পরিচিত ছিল। কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ছবি এখন যেন অনেকটা বদলে গিয়েছে। কিছু কিছু চায়ের দোকানে আজও আড্ডার আসর বসে, তবে সেই ছবি যেন অনেকটা ফিকে। বিভিন্ন বয়সির সঙ্গে কথা বললেন সায়ন দে।

কোথায় হারিয়ে গেল

কয়েকবছর আগেও টিউশন পড়ে বাড়ি ফেরার পথে স্কুল পড়ুয়ারা দলবেঁধে রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে গল্পগুজব করত। সারাদিনের তাদের যাবতীয় মুহূর্তগুলোকে বন্ধুদের সঙ্গে ভাগ করে নিত। এই আড্ডাই ছিল তাদের কাছে মন ভালো রাখার উপায়। কিন্তু আজকাল আর সেই দৃশ্য দেখা যায় না। অধিকাংশ পড়ুয়া ও অভিভাবকদের মতে, এর জন্য বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা দায়ী। এখন ছোট ক্লাস থেকেই পড়ুয়াদের সাবজেক্ট পিছু একাধিক শিক্ষক থাকে। তাই স্কুল ও টিউশন সামলে হাতে যতটুকু সময় থাকে তা নিজেদের পড়াশোনার পেছনে চলে যায়। ফলে বন্ধুদের সঙ্গে খেলাধুলো বা গল্প করার মতো সময় আর তাদের কাছে থাকে না। তাই বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা বলতে স্কুলে টিফিন পিরিয়ড বা ক্লাসের ফাঁকে একটু সময়।

সময়ের অভাব

শহরের কিছু চায়ের দোকানে আড্ডার আসর বসলেও তা আগের থেকে অনেক ফিকে। এমনকি কলেজ পড়ুয়াদের মধ্যেও আড্ডা দেওয়ার সেই পরিচিত ছবি আর দেখা যায় না। কলেজ হল্টে চায়ের দোকান রয়েছে স্বপন ভৌমিকের। তিনি বলেন, 'আগে আমার দোকানে আড্ডার আসর বসলে একসঙ্গে ১২-১৩ কাপ চায়ের অর্ডার আসত। এখন ৫-৬ কাপ চায়ের অর্ডার একবারে আসে।' কর্মব্যস্ততা ও পড়াশোনার চাপের ফলে এই সংখ্যা কমেছে বলে মনে করছেন স্বপন।

আবার যাঁরা সদ্য কলেজ পাশ করেছেন তাঁদের মধ্যে কেউ দিন-রাত কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ আবার নতুন কোথাও চাকরি পেয়েছেন, কেউ হয়তো চাকরির প্রস্তুতি নিচ্ছেন। কেউ পারিপার্শ্বিক চাপে আড্ডা দেওয়ার কথা ভুলে গিয়েছেন, কারও হয়তো আড্ডা দেওয়ার সময় নেই।

স্কুল পালিয়ে

বছর বিয়াল্লিশের সুকান্ত বিশ্বাস নিজের স্কুল জীবনের স্মৃতিচারণ করছিলেন। তাঁর কথায়, 'আমি আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে পড়তাম। সেই সময় আমরা চুটিয়ে আড্ডা দিতাম। অনেক সময় স্কুল পালিয়ে বন্ধুরা মিলে ঘুরতে যেতাম। সেসময় এসবের জন্য স্কুলের শিক্ষকদের পাশাপাশি বাড়িতে মা-বাবাদের কাছেও প্রচুর বকুনি খেয়েছি। কিন্তু এখন মনে হয় সেই দিনগুলি খুব ভালো ছিল। আজও সেই দিনগুলির কথা মনে পড়ে।'

গল্পগুজব

শহরের প্যারেড গ্রাউন্ডের পাশেই একটি জায়গায় প্রবীণরা আড্ডা দেন। সেখানে আজও নিয়মিত আড্ডার আসর বসে। প্রদীপ চৌধুরী, সুখেন্দু দাশগুপ্ত, সুরজিৎ করদের নিয়ে সেই আসর আজও প্রাণবন্ত। প্রদীপ জানান, তাঁদের এই আসরে শুধু প্রবীণরাই আসেন। শুধু যাঁদের কাছাকাছি বাড়ি তাঁরাই নয়, শহরের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে তাঁরা এখানে আসেন। হাসিঠাট্টা ও গল্পগুজবের মধ্যে দিয়ে এক কাপ চায়ের সঙ্গে তাঁদের সকাল ও বিকেলগুলি সুন্দর কেটে যায়।

অবসর সময়ে সোশ্যাল মিডিয়া

আড্ডার আসর কমে যাওয়ার একটি অন্যতম কারণ হল সোশ্যাল মিডিয়া। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায় অবসর সময়ে কেউ তাঁর পাশের মানুষটির সঙ্গে কথা না বলে সোশ্যাল মিডিয়ায় সময় কাটাতে ব্যস্ত। সুচিত্রা চক্রবর্তীর কথায়, 'আমরা শৈশবকালে অবসর সময়ে খেলাধুলো ও বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতাম। কিন্তু নিজেদের সন্তানদের মোবাইল ও টিভিতে আবদ্ধ করে রেখেছি।'

'বাংলা বাঁচাও'পদযাত্রা

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : শনিবার সিপিএমের কামাখ্যাগুড়ি এরিয়া কমিটির ডাকে ঘোড়ামারা রেলগেট পার্টি অফিস থেকে চকচকা পর্যন্ত 'বাংলা বাঁচাও' পদযাত্রা হয়। বেহাল রাস্তাগুলি সংস্কার, পরিস্রুত পানীয় জল, কামাখ্যাগুড়িতে রেল ওভারব্রিজ সহ একাধিক দাবিতে এই পদযাত্রা হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য বলাই সরকার, কামাখ্যাগুড়ি এরিয়া কমিটির সদস্য ভাস্কর গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখ।

স্বাস্থ্য শিবির

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার পুরসভার উদ্যোগে এবং জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের সহযোগিতায় ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের দ্বীপচর জিএসএফ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে শনিবার একটি স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম মণ্ডল জানান, প্রায় ১০০ জন এদিনের শিবিরে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়েছেন। রক্তচাপ ও সুগার পরীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল।

অস্তিত্ব সংকটে ঝিল, তবু সংস্কার নেই

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : কোনও ঝিল কচুরিপানায় ভরে গিয়েছে, কোনওটার পাড় ভাঙতে শুরু করেছে। আবার রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে কোনও ঝিল তার অস্তিত্ব হারাতে বসেছে। ঝিলের শহর বলে পরিচিত আলিপুরদুয়ারের একাধিক ঝিলেরই এখন বেহাল অবস্থা। এই পরিস্থিতিতে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের মায়া টকিজ রোডের ঝিলটি সংস্কারের কথা ঘোষণা করে আলিপুরদুয়ার পুরসভা। এই প্রকল্পে ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়বরাদ্দ করা হয়। ওই প্রকল্পে ঝিলের সম্পূর্ণ সংস্কার তো বটেই পাশাপাশি চারপাশে গার্ডওয়াল নির্মাণ, পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করা, বসার জায়গা তৈরি এবং সৌন্দর্যায়নের কাজ করার কথা ছিল। কিন্তু এত মাস পেরিয়ে গেলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি।

ফেব্রুয়ারি মাসে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিল সংস্কারে প্রকল্প ঘোষণা করা হয়। তবে দীর্ঘ সময় কেটে যাওয়ার পরও কাজ শুরু করতে পারেনি আলিপুরদুয়ার পুরসভা। বছর শেষ হওয়ার সময় এসে গেলেও কাজ শুরু না হওয়ায় ওই প্রকল্পের ভবিষ্যৎ এখন প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের অভিযোগ, একাধিকবার ঝিল সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হলেও বাস্তবে কাজ শুরু হয়নি। ফলে ঝিলের অবস্থা আরও খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

কচুরিপানায় ভরেছে ১৮ নম্বর ওয়ার্ডের ঝিল।

এই প্রসঙ্গে আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, '৬৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দে ঝিল সংস্কারের জন্য আমরা প্রস্তুত রয়েছি। তবে এখনও পুর ও নগরোন্নয়ন বিষয়ক দপ্তর থেকে ছাড়পত্র মেলেনি। ছাড়পত্র পাওয়ার পরই ওয়ার্ক অর্ডার জারি করে কাজ শুরু করা হবে।' তাঁর কথায়, 'ঝিল সংস্কার প্রকল্প শুধু সৌন্দর্যায়নের জন্য নয়, পরিবেশ সংরক্ষণ ও শহরের জলনিকাশি ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে।'

দ্বীপচরে শীঘ্রই নতুন শ্মশান

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কালজানি নদী সংলগ্ন দ্বীপচর এলাকায় শীঘ্রই নতুন শ্মশান তৈরি করা হবে। এই কাজের জন্য পুরসভার তরফে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয় করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

এবিষয়ে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পার্থপ্রতিম মণ্ডল বলেন, 'দ্বীপচর এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি করছিলেন। মানুষের শেষকৃত্যের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে এতদিন তাঁদের যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তা সত্যিই দুঃখজনক। অবশেষে পুরসভার উদ্যোগে এলাকায় শ্মশান তৈরির দাবি পূরণের পথে।'

পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর জানান, শ্মশান নির্মাণের জন্য নির্ধারিত জমি ইতিমধ্যে পরিদর্শন করা হয়েছে। নতুন বছরের শুরুতে ফাইনাল এস্টিমেট তৈরি করে টেন্ডার ডাকা হবে। সমস্ত প্রক্রিয়া ঠিকঠাক থাকলে আগামী দুই মাসের মধ্যে শ্মশানটি চালু করা সম্ভব হবে।

আলিপুরদুয়ার শহর কালজানি নদীর যে প্রান্তে অবস্থিত, দ্বীপচর এলাকাটি নদীর বিপরীত প্রান্তে অবস্থিত। প্রশাসনিকভাবে এটি আলিপুরদুয়ার জেলার অন্তর্ভুক্ত হলেও ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এলাকাটি বিচ্ছিন্ন। এই এলাকার পাশেই রয়েছে কোচবিহার জেলা। এতদিন এই এলাকায় কারও মৃত্যু হলে মৃতদেহটি সৎকারের জন্য কোচবিহার জেলার খোল্টা এলাকার শ্মশানে নিয়ে যেতে হত। দীর্ঘ কয়েক কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে হত, যা কোনও শোকাহত পরিবারের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর ও দুর্ভোগের। অনেক সময় মৃতদেহ নিয়ে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হত। ফলে অনেকরকম সমস্যার সৃষ্টি হত। তাই বহু বছর ধরে দ্বীপচর এলাকার বাসিন্দারা নিজেদের এলাকায় একটি শ্মশান নির্মাণের দাবি জানাচ্ছিলেন। পুরসভার এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন দ্বীপচর এলাকার বাসিন্দারা। স্থানীয় বাসিন্দা দিলীপ দে'র কথায়, 'প্রিয়জনকে হারানোর পর এতদিন শেষযাত্রা মানেই আমাদের অন্য জেলায় ছুটে যেতে হত। এবার থেকে নিজের এলাকাতেই মৃতদেহ সৎকার করা যাবে জেনে ভালো লাগছে।' একই কথা জানান রাজা রায়। তিনি বলেন, 'শোকের সময় এভাবে যাতায়াত করার ক্ষেত্রে বেশ সমস্যা হত। শ্মশান তৈরি হলে সেই মানসিক ও শারীরিক ভোগান্তি থেকে মুক্তি মিলবে।'

> দ্বীপচর এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই দাবি করছিলেন। মানুষের শেষকৃত্যের মতো সংবেদনশীল বিষয়ে এতদিন তাঁদের যে দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে তা সত্যিই দুঃখজনক। অবশেষে পুরসভার উদ্যোগে এলাকায় শ্মশান তৈরির দাবি পূরণের পথে।
>
> **পার্থপ্রতিম মণ্ডল** ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার

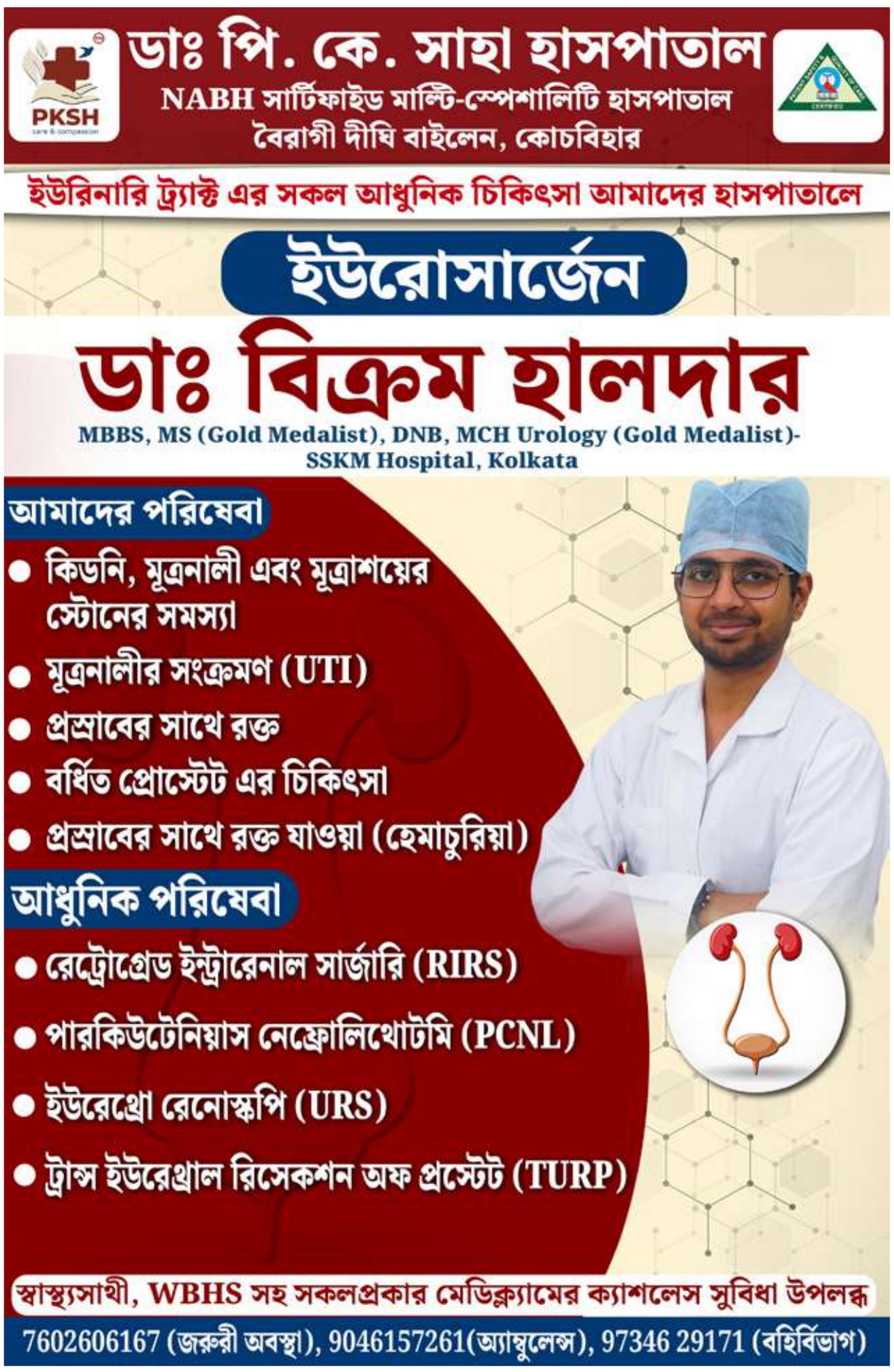

জেমসের কনসার্টে তাণ্ডব

হাদি অনুগামীদের দখলে শাহবাগ

ফরিদপুর ও ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার রাতে সুরের মূর্ছনায় মেতে ওঠার কথা ছিল ফরিদপুরবাসীর। কিন্তু সেই অনুষ্ঠান পণ্ড করে দিল মৌলবাদীরা। চলল ইট বৃষ্টি। শেষপর্যন্ত কনসার্ট বন্ধ করে দিতে বাধ্য হলেন আয়োজকরা। ফরিদপুর জেলা স্কুলের ১৮৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের জনপ্রিয় রকস্টার জেমসের অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হল, তা ভারতের প্রতিবেশী দেশে মৌলবাদের দাপটের আরও একটি উদাহরণ হয়ে রইল। প্রিয় শিল্পীকে দেখতে গিয়ে কমপক্ষে ২৫ জন আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ ফরিদপুর জেলা স্কুল চত্বরে জেমসের মঞ্চে ওঠার কথা ছিল। কয়েক হাজার ছাত্র ও প্রাক্তনী 'নগর বাউল'-এর গানে মেতে ওঠার অপেক্ষায় ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরুর ঠিক আগে একদল বহিরাগত জোর করে সেখানে ঢোকার চেষ্টা করে। আয়োজক ও নিরাপত্তারক্ষীরা তাদের বাধা দিলে শুরু হয় তাণ্ডব। লাঠি ও দেশি অস্ত্র হাতে উন্মত্ত জনতা মঞ্চের দিকে তেড়ে আসে, দর্শকদের লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো ইট-পাথর উড়ে আসতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে গানের অনুষ্ঠান বিভীষিকায় পরিণত হয়।

হামলাকারীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্ররা। ১৫-২০ জন পড়ুয়া ইটের আঘাতে গুরুতর জখম হন। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যাওয়ায় জেলা প্রশাসনের নির্দেশে জেমসের কনসার্টটি বাতিল করতে বাধ্য হন আয়োজকরা। কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে জেমসকে অনুষ্ঠানস্থল থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়। ঘটনার নিন্দা করেছেন লেখিকা তসলিমা নাসরিন। তিনি বলেন, 'সংস্কৃতি ভবন ছায়ানট পুড়ে ছাই। গান, নাটক, নৃত্য, আবৃত্তি এবং লোকজ সংস্কৃতির প্রসারের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চেতনা বিকাশের জন্য গড়ে ওঠা সংগঠন উদীচী পুড়ে ছাই। আজ বিখ্যাত গায়ক জেমসকে অনুষ্ঠানে গান গাইতে দেয়নি জেহাদিরা।'

যদিও মৌলবাদী তাণ্ডবের কথা মানতে রাজি হননি ফরিদপুরের জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ কামরুল হাসান। তিনি জানিয়েছেন, কিছু বহিরাগত ফরিদপুর জেলা স্কুলের অনুষ্ঠানে ঢুকতে না পেরে ইট-পাটকেল ছুড়েছে। যার জেরে সংঘর্ষ হয়েছে। কামরুলের দাবি, পড়ুয়া এবং বহিরাগতদের মধ্যে মারামারির পর নিরাপত্তা পরিস্থিতির কথা বিবেচনা করে তাঁরা কনসার্ট বাতিলের নির্দেশ দেন।

> সংস্কৃতি ভবন ছায়ানট পুড়ে ছাই। গান, নাটক, নৃত্য, আবৃত্তি এবং লোকজ সংস্কৃতির প্রসারের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক ও প্রগতিশীল চেতনা বিকাশের জন্য গড়ে ওঠা সংগঠন উদীচী পুড়ে ছাই। আজ বিখ্যাত গায়ক জেমসকে অনুষ্ঠানে গান গাইতে দেয়নি জেহাদিরা।
>
> তসলিমা নাসরিন

এদিকে ফরিদপুর কাণ্ডের সমান্তরালে ঢাকার রাজনৈতিক পরিস্থিতিও নাটকীয় মোড় নিয়েছে। শনিবার দুপুর থেকে রাজধানীর শাহবাগে ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে 'ইনকিলাব মঞ্চ'। সেখানে অবস্থান শুরু করেছেন মঞ্চের শয়ে শয়ে কর্মী-সমর্থক। ওসমান হাদির খুনের বিচার না হওয়া পর্যন্ত শাহবাগ মোড় অবরোধ করে রাখার কথা ঘোষণা করেছিল ইনকিলাব মঞ্চ। সেই মতো শুক্রবার সারা রাত শাহবাগে অবস্থান করেন মঞ্চের নেতা-কর্মীরা। তবে শনিবার সকালে বিএনপি নেতা তারেক রহমান হাদির কবরে শ্রদ্ধা জানাতে যাওয়ার সময় তাঁরা আজিজ মার্কেট ও কাঁটাবনের দিকে সরে যান। তারেক রহমান ফিরে যাওয়ার পর দুপুর ১২টা নাগাদ হাদি অনুগামীরা ফের শাহবাগে ফিরে আসেন। তাঁদের দাবি, দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষা এবং যে কোনও ধরনের ষড়যন্ত্র রুখতে তাঁরা রাজপথে থাকবেন। জেমসের অনুষ্ঠানে হামলার মতো ঘটনাগুলিকে অবশ্য ইনকিলাব মঞ্চের তরফে 'পরিকল্পিত বিশৃঙ্খলা' বলে দাবি করা হয়েছে।

বাংলাদেশে ফেব্রুয়ারিতে জাতীয় নির্বাচন। তার আগে শিল্প-সংস্কৃতির ওপর পরিকল্পিত হামলা এবং ঢাকার বিক্ষোভ নগরীতে পরিণত হওয়ার ঘটনা ইউনূস প্রশাসনের ব্যর্থতাকেই আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে।

চন্দ্রভাগার ওপর আরও এক বিদ্যুৎ প্রকল্পে সায়

নয়াদিল্লি ও শ্রীনগর, ২৭ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের সঙ্গে কয়েক দশকের পুরোনো সিন্ধু জলচুক্তি স্থগিত রাখার পর এবার জম্মু ও কাশ্মীরে জলবিদ্যুৎ পরিকাঠামো সম্প্রসারণের কাজে গতি আনল কেন্দ্র। কিস্তওয়ারে চন্দ্রভাগা নদীর ওপর ২৬০ মেগাওয়াটের 'দুলহস্তি স্টেজ-২' প্রকল্পে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য সুপারিশ করেছে কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রকের অধীন বিশেষজ্ঞ কমিটি। প্রকল্পের খরচ ধরা হয়েছে ৩,২৭৭ কোটি টাকা। ১৯ ডিসেম্বর কমিটির বৈঠকে এই বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। চলতি বছর পহলগামে জঙ্গি হামলার পর এই চুক্তি স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত সরকার।

সিন্ধু জলচুক্তি অনুযায়ী সিন্ধু, বিতস্তা ও চন্দ্রভাগা নদীর জলের ওপর পাকিস্তানের অধিকার থাকলেও বর্তমানে সেই বাধ্যবাধকতাকে পাশ কাটিয়ে সিন্ধু অববাহিকায় একাধিক ঝুলে থাকা জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের কাজ দ্রুত শেষ করতে চাইছে দিল্লি। দুলহস্তি ছাড়াও সাওয়ালকোট, রাতলে, পাকাল দুল এবং কিরুর মতো জলবিদ্যুৎ প্রকল্পগুলিতেও গতি আনা হয়েছে। তবে দুলহস্তি স্টেজ-২-কে ছাড়পত্র দেওয়ার সঙ্গেই পরিবেশ সংরক্ষণের বেশ কিছু কড়া শর্তও রাখা হয়েছে। বিশেষ করে নদীর গতিপথ পরিবর্তন এবং মৎস্য ও জলজ জীববৈচিত্র্যের ভারসাম্য বজায় রাখতে একটি সুনির্দিষ্ট কৌশল তৈরির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর জন্য কিস্তওয়ারের মোট ৬২টি পরিবারের জমি অধিগ্রহণ করা হবে। তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করবে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন। ইতিমধ্যে স্থানীয়দের গণ-শুনানির কাজ শেষ হয়েছে।

থাই-কম্বোডিয়ার সংঘর্ষ বিরতি

নম পেন, ২৭ ডিসেম্বর : অবশেষে সংঘর্ষ বিরতিতে সম্মত হল থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া। প্রায় তিন সপ্তাহ ধরে চলা রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ের পর চিন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক তৎপরতায় শনিবার উভয় দেশ 'তাৎক্ষণিক' সংঘর্ষ বিরতিতে রাজি হল। দু-দেশের সীমান্ত নিয়ে বিবাদকে কেন্দ্র করে চলা লড়াইয়ে ইতি টানার পর নম পেন ও ব্যাংকক সরকারের তরফে যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, 'শনিবার স্থানীয় সময় বেলা ১২টা থেকে তাৎক্ষণিক সংঘর্ষ বিরতি কার্যকর হচ্ছে। এখন থেকে উভয় দেশ একে অপরের নাগরিক, অসামরিক ও সামরিক বস্তুর ওপর আঘাত হানবে না। সব ধরনের অস্ত্র সংবরণ করা হবে।' মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আসিয়ান গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বিদেশমন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠকের পর থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রীরা সংঘর্ষ বিরতি চুক্তিতে সই করেন। তারপর দেওয়া হয় যৌথ বিবৃতি।

ট্রায়ালেই বিপর্যয়

পাটনা, ২৭ ডিসেম্বর : উদ্বোধন হয়নি। চলছিল পরীক্ষামূলক ট্রায়াল রান। তা চলাকালীন বিপর্যয়। ভেঙে পড়ল বিহারের রোহতাসে নবনির্মিত রোপওয়ে। পাহারের ওপর পর্যটকদের জন্য রোপওয়েটি তৈরির পর পরীক্ষামূলকভাবে চালানো হচ্ছিল। তখনই যান্ত্রিক ত্রুটির ফলে দুর্ঘটনা। কোনও প্রাণহানি হয়নি। তবে চারটি ট্রলির ক্ষতি হয়েছে। ট্রলিতে কেউ ছিলেন না। ঘটনায় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

অকালমৃত্যু

শ্রীনগর, ২৭ ডিসেম্বর : তরুণ অফিসার শেখ আদিল নবি সিবিআই-এর আইনজীবী হিসেবে নিযুক্ত হওয়ার দু'মাসের মধ্যে সড়ক দুর্ঘটনায় মারা গেলেন। বছর ৩৫-এর অফিসার আদিল জম্মু-শ্রীনগর হাইওয়েতে গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিলেন। সেইসময় আচমকা পিছন থেকে একটি স্করপিও তাঁর গাড়িতে ধাক্কা মারে। শুক্রবার এই খবর জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

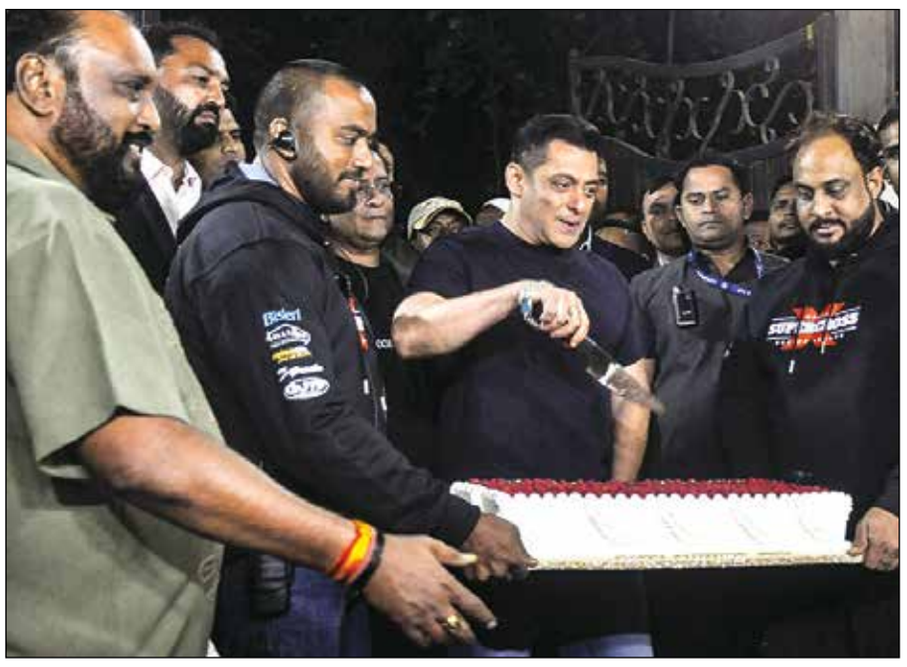

বয়স তো শুধু একটা সংখ্যা! ৬০-এ পা দিয়েও অমলিন ভাইজানের ম্যাজিক। শুক্রবার মধ্যরাতে মুম্বইয়ের কাছে পানভেলের খামারবাড়িতে জন্মদিনের কেক কাটলেন সলমন খান। চিরতরুণ সুপারস্টারের 'ক্লিন শেভড' লুক নজর কেড়েছে ভক্তদের। শুভেচ্ছার ঝড় বলিউডে।

একরাতে গ্রেপ্তার শয়ে শয়ে দুষ্কৃতী

দিল্লিতে পুলিশের 'অপারেশন আঘাত'

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : শীতের কুয়াশা মাখা দিল্লিতে এখন উৎসবের মেজাজ। বড়দিনের রেশ কাটতে না কাটতেই দরজায় কড়া নাড়ছে নতুন বছর। বর্ষবরণের এই সন্ধিক্ষণে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, তার জন্য কোমর বেঁধে নেমে পড়েছে দিল্লি পুলিশ। শুক্রবার রাতভর রাজধানী জুড়ে চালানো হয়েছে বিশেষ অভিযান 'অপারেশন আঘাত ৩.০'। পুলিশের এই বিশাল অভিযানে কার্যত থমকে গিয়েছে অপরাধ জগৎ।

পুলিশ সূত্রের খবর, রাজধানীর অলিগলি থেকে শুরু করে রাজপথ-সর্বত্র চলেছে কড়া নজরদারি। পরিসংখ্যান অনুযায়ী, আবগারি ও মাদক আইনের বিভিন্ন ধারায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে ২৮৫ জনকে। নববর্ষের রাতে বিশৃঙ্খলা ঠেকাতে আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে ৫০৪ জনকে আটক করা হয়েছে। এছাড়া পুলিশের তালিকাভুক্ত 'দাগি' অপরাধীদের মধ্যে ১১৬ জনকে জালে তোলা হয়েছে। সব মিলিয়ে ১,৩০৬ জনকে জিজ্ঞাসাবাদের আওতায় এনেছে প্রশাসন।

এই চিরুনি তল্লাশিতে উদ্ধার হওয়া সামগ্রীর তালিকা দেখে রীতিমতো তাজ্জব দুঁদে পুলিশ আধিকারিকরাও। অভিযানে মিলেছে ২১টি দেশি পিস্তল, ২০টি তাজা কার্তুজ এবং ২৭টি ধারালো ছুরি। উৎসবের মরশুমে অবৈধ কারবারের জন্য মজুত করা ১২ হাজারের বেশি মদের বোতল এবং ৬.০১ কেজি গাঁজা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন সময় ছিনতাই হওয়া ৩১০টি মোবাইল ফোন এবং ২৩১টি মোটরসাইকেল উদ্ধার করেছে পুলিশ।

অভিযান চলাকালীন দিল্লির নারেলা এলাকায় পুলিশের সঙ্গে দুষ্কৃতীদের গুলির লড়াই বাধে। সেখানে পুলিশের নাকা চেকিং দেখে পালানোর চেষ্টা করে আফজল ও চন্দন নামে দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতী। পুলিশকে লক্ষ্য করে তারা গুলি চালালে পালটা জবাব দেয় বাহিনীও। দুই দুষ্কৃতীর পায়ে গুলি লাগে। বর্তমানে তারা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ডিসিপি হেমন্ত তিওয়ারি বলেন, 'নববর্ষের রাতে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। এই ধরনের ঝটিকা অভিযান আগামী কয়েকদিন জারি থাকবে। রাজধানীর প্রতিটি রাস্তায় নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা বজায় রাখতে পুলিশ বদ্ধপরিকর।'

বাজেয়াপ্ত

- **অস্ত্র :** ২১টি পিস্তল, ২০টি কার্তুজ, ২৭টি ছুরি
- **অবৈধ মদ :** ১২,২৫৮ বোতল
- **গাঁজা :** ৬.০১ কেজি
- **নগদ :** ২.৩০ লক্ষ টাকা
- **মোবাইল ফোন :** ৩১০
- **বাইক :** ২৩১
- **গাড়ি :** ১

এছাড়া নারেলা এলাকায় এনকাউন্টারের সময় আরও ২টি পিস্তল, ৫টি ব্যবহৃত কার্তুজ এবং একটি মোটরসাইকেল উদ্ধার হয়েছে।

জম্মুর পাহাড়ে ৩০ জঙ্গি, অভিযানে সেনা

জম্মু, ২৭ ডিসেম্বর : হাড়কাঁপানো ঠান্ডায় বরফঢাকা পাহাড়ের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে অন্তত ৩০ থেকে ৩৫ জন পাকিস্তানি জঙ্গি। গোয়েন্দা সূত্রে এই খবর পাওয়ার পরই জম্মু-কাশ্মীরের কিস্তওয়ার ও ডোডা জেলায় জঙ্গি দমন অভিযান জোরদার করেছে ভারতীয় সেনা। সেনার বিশেষ শীতকালীন ইউনিটকে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে।

প্রতিরক্ষামন্ত্রক সূত্রে দাবি, পহলগাম কাণ্ডের পর উপত্যকায় সেনার সাঁড়াশি চাপে জঙ্গিদের স্থানীয় নেটওয়ার্ক কার্যত ভেঙে পড়েছে। নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে ইদানীং জনহীন পাহাড়ি গুহা বা দুর্গম জঙ্গলকে অস্থায়ী ডেরা হিসেবে ব্যবহার করছে জঙ্গিরা। স্থানীয়দের ভয় দেখিয়ে খাবার ও রসদ সংগ্রহের চেষ্টা করছে তারা। তবে ড্রোন, গ্রাউন্ড সেন্সর এবং আধুনিক থার্মাল ইমেজিং প্রযুক্তির সাহায্যে জঙ্গিদের গতিবিধির ওপর ২৪ ঘণ্টা নজর রাখা হচ্ছে। সেনার সঙ্গে জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ, সিআরপিএফ এবং গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এই যৌথ অভিযান চালাচ্ছে। সরকারি বাহিনীর লক্ষ্য শীত শেষ হওয়ার আগে জঙ্গিদের নির্মূল করা, যাতে তারা কোনওভাবে লোকালয়ে ঢুকে হামলা চালাতে না পারে।

মধ্যপ্রদেশের ভোপালের এক বাজার এলাকায় ভস্মীভূত বেশ কয়েকটি দোকান। শনিবার।

বাপু-র নাম মোছায় আন্দোলনে কংগ্রেস

জি রাম জি তর্জা

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : কেন্দ্রের কর্মনিশ্চয়তা প্রকল্প থেকে মহাত্মা গান্ধির নাম মুছে ফেলা এবং নয়া কর্মসংস্থান আইনের বিরোধিতায় এবার মোদি সরকারের সঙ্গে সম্মুখ সমরে নামতে চলেছে কংগ্রেস। শনিবার দিল্লিতে এআইসিসির সদর দপ্তরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির (সিডব্লিউসি) এক হাই-ভোল্টেজ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ইউপিএ আমলে চালু হওয়া ১০০ দিনের কাজ বা 'মনরেগা' প্রকল্পটি বাতিল করে কেন্দ্র যে 'জি রাম জি' আইন এনেছে, তাকে 'ইতিহাস পালটে দেওয়ার চেষ্টা' বলে তোপ দেগেছেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। ৫ জানুয়ারি থেকে এই আইনের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে সর্বাত্মক আন্দোলনের ডাক দিয়েছে হাতশিবির।

এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে, সোনিয়া গান্ধি, রাহুল গান্ধি এবং কর্ণাটক ও হিমাচলপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীরা। বৈঠকের পর সাংবাদিকদের উদ্দেশে খাড়গে বলেন, 'গান্ধিজির নাম বাদ দেওয়া শুধু রাজনৈতিক প্রতিহিংসা নয়, এটি গ্রামের গরিব মানুষের আইনি অধিকারেও হস্তক্ষেপ। কংগ্রেসের উত্তরাধিকার খর্ব করতেই এই চক্রান্ত করা হচ্ছে।' রাহুল গান্ধি জানিয়েছেন, নতুন আইনে ১০০ শতাংশ কেন্দ্রীয় অর্থ বরাদ্দের বদলে রাজ্যকে ৪০ শতাংশ বোঝা বইতে বাধ্য করা হচ্ছে, যার ফলে পশ্চিমবঙ্গ বা কেরলের মতো বিরোধীশাসিত রাজ্যগুলির ওপর আর্থিক চাপ বাড়াবে।

কেন্দ্রের পালটা দাবি, নতুন প্রকল্পটি গ্রামীণ পরিবারগুলিকে বছরে ১২৫ দিনের কাজের গ্যারান্টি দেবে এবং এর ফলে অর্থবণ্টনের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আরও বাড়বে। নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক বিজেপি নেতার কটাক্ষ, 'কংগ্রেস শুধু একটি পরিবারের নাম রক্ষা করতে ব্যস্ত, আর আমরা কাজের গ্যারান্টি দিচ্ছি।' তবে তৃণমূল ও ডিএমকে-র মতো আঞ্চলিক দলগুলি কংগ্রেসের সুরেই সুর মিলিয়ে অভিযোগ করেছে, এই আইন তৈরি করে ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় আঘাত করেছে কেন্দ্রের বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার।

নমস্কার... শনিবার দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে সোনিয়া গান্ধি।

পরস্ত্রীর পোস্টে 'লাইক', হতে পারে ডিভোর্স

ইস্তানবুল, ২৭ ডিসেম্বর : আপনার স্মার্টফোনের একটি 'লাইক' বা 'ডাবল ট্যাপ' কি ভাঙতে পারে আপনার সাজানো সংসার? উত্তরটা হল—হ্যাঁ। সম্প্রতি তুরস্কের একটি আদালতের রায়ে পরিষ্কার জানানো হয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় অন্য নারীদের ছবিতে নিয়মিত লাইক বা কমেন্ট করা বিবাহবিচ্ছেদের জন্য যথেষ্ট কারণ হতে পারে।

বর্তমান সময়ে সম্পর্কের সংজ্ঞায় যোগ হয়েছে এক নতুন শব্দ— 'মাইক্রোচিটিং'। সরাসরি পরকীয়া না করলেও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে সঙ্গীকে লুকিয়ে অন্য কারও প্রতি আগ্রহ দেখানো বা তাদেরপোস্টেপ্রতিক্রিয়াজানানো এখন আইনত বিশ্বাসঘাতকতার শামিল। আদালত মনে করছে, এই ধরনের ডিজিটাল আচরণ দম্পতির মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস ও সম্মানের অভাব প্রকাশ করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ডিজিটাল ফুটপ্রিন্ট এখন আর ব্যক্তিগত শখ নয়, বরং চারিত্রিক সততার প্রমাণ। আপনার সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাক্টিভিটি যদি সঙ্গীর মনে নিরাপত্তাহীনতা তৈরি করে, তবে তাকে 'মানসিক নিষ্ঠুরতা' হিসেবে গণ্য করার পথ প্রশস্ত হচ্ছে।

স্মার্টফোনের জমানায় সম্পর্কের সীমানা এখন অনেক বেশি স্পর্শকাতর। তাই স্ক্রল করার সময় একটু বেশিই সতর্ক থাকা প্রয়োজন!

দেরাদুনে বর্ণবিদ্বেষের বলি ত্রিপুরার পড়ুয়া

দেরাদুন, ২৭ ডিসেম্বর : উত্তরাখণ্ডের দেরাদুনে বর্ণবিদ্বেষী হামলায় মৃত্যু হল ত্রিপুরার উনাকোটি জেলার চাকমা জনজাতির এক এমবিএ পড়ুয়ার। নিহত অ্যাঞ্জেল চাকমা (২৪) দেরাদুনের একটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্র ছিলেন।

পুলিশ জানিয়েছে, গত ৯ ডিসেম্বর সেলাকুই এলাকায় কেনাকাটা করতে বেরিয়ে অ্যাঞ্জেল ও তাঁর ভাই মাইকেলের (২১) সঙ্গে জনা ছয়েক তরুণের বচসা হয়। অভিযোগ, মদ্যপ অবস্থায় অভিযুক্তরা দু'ভাইকে লক্ষ্য করে 'চিনি', 'চাইনিজ', 'নেপালি', 'মোমোওয়ালা' ইত্যাদি বলে গালিগালাজ করতে থাকে।

প্রতিবাদ জানাতেই দুই ভাইয়ের ওপর হামলা চালায় তরুণরা। মাইকেলের মাথায় কবজিতে পরা লোহার বালা দিয়ে সজোরে আঘাত করা হয়। ভাইকে বাঁচাতে অ্যাঞ্জেল এগিয়ে গেলে তাঁর পেট ও মাথায় এলোপাতাড়ি ছুরির কোপ মারে হামলাকারীরা। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে গ্রাফিক এরা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ১৮ দিন মৃত্যুর সঙ্গে লড়াইয়ের পর শুক্রবার সকালে মৃত্যু হয় অ্যাঞ্জেলের।

১২ ডিসেম্বর প্রথমে হত্যা চেষ্টার মামলা হলেও অ্যাঞ্জেলের মৃত্যুর পর ভারতীয় ন্যায় সংহিতা মেনে খুনের ধারা যুক্ত করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত অবিনাশ নেগি, শৌর্য রাজপুত, সুরজ খাস, সুমিত কুমার ও আয়ুষ বাদোনিকে গ্রেপ্তার করে বিচারবিভাগীয় হেপাজতে পাঠানো হয়েছে। ষষ্ঠ অভিযুক্ত যজ্ঞ অবস্থি এখনও পলাতক।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক দল টিপরা মোথার নেতা প্রদ্যোত বিক্রম মাণিক্য দেববর্মা হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করে বলেন, 'বড়দিনের আনন্দের মধ্যেই আমরা আমাদের এক মেধাবী সন্তানকে হারালাম। এই পরিণতি তো তাঁর প্রাপ্য ছিল না। এটা নিছক উত্তেজনাবশত খুন নয়। উত্তর-পূর্বের মানুষের প্রতি গভীর বর্ণবিদ্বেষের প্রকাশ। দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।' পুলিশ আধিকারিক জিতেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, সব দিক খতিয়ে দেখে দ্রুত তদন্ত চলছে।

কমিশনে তারেক-জাইমা

ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর : লন্ডনে ১৭ বছরের নির্বাসন কাটিয়ে বাংলাদেশে ফেরার পর এবার নির্বাচনি লড়াইয়ে নামার চূড়ান্ত প্রস্তুতি সেরে ফেললেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। শনিবার দুপুরে ঢাকার আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন (ইসি) ভবনে গিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলা ও জাতীয় পরিচয়পত্রের জন্য বায়োমেট্রিক প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন তিনি। শুধু তারেকই নন, তাঁর মেয়ে জাইমা রহমানও এদিন ভোটার হওয়ার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করেছেন।

ইসি সচিব আখতার আহমেদ জানিয়েছেন, তারেক রহমান ও জাইমা রহমান ঢাকা ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের ভোটার হিসেবে নিবন্ধনের আবেদন করেছেন। রবিবার কমিশনের বিশেষ বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। যেহেতু সোমবার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন, তাই যত দ্রুত সম্ভব তারেক ও জাইমাকে এনআইডি নম্বর দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে।

এর আগে শনিবার সকালে তারেক রহমান জুলাই আন্দোলনের 'মুখ' শরিফ ওসমান হাদির কবরে গিয়ে শ্রদ্ধা জানান। পরে তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি কাজি নজরুল ইসলামের সমাধিতেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বিএনপি সূত্রে খবর, তারেক রহমান তাঁর পুরোনো দুর্গ বগুড়া-৬ আসন থেকে নির্বাচনে লড়াই করবেন।

বীরাঙ্গনার কীর্তি

স্বামীর মাথায় কুড়ুলের কোপ

কানপুর, ২৭ ডিসেম্বর : উত্তরপ্রদেশের কানপুর। সেখানকার বিঠুরে ঘটে গেল এক হাড় হিম করা ঘটনা। স্বামী পাপ্পুকে (৪৫) কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ উঠেছে তাঁর স্ত্রী বীরাঙ্গনার বিরুদ্ধে। বুধবার রাতের এই নৃশংসতায় রীতিমতো স্তম্ভিত বিঠুরের টিকরা গ্রামের বাসিন্দারা।

তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, ওই রাতে দম্পতি ঘরেই মদ্যপান করছিলেন। নেশার ঘোরে শুরু হয় তীব্র দাম্পত্য কলহ, যা প্রায় দু'ঘণ্টা ধরে চলে। ঝগড়ার এক পর্যায়ে চরম হিংস্র হয়ে ওঠেন বীরাঙ্গনা। ঘরে থাকা কুড়ুল দিয়ে স্বামীর মাথায় একের পর এক কোপ মারতে থাকেন তিনি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট বলছে, শুধু কুড়ুলই নয়, শিলনোড়া এবং বেলন দিয়েও পাপ্পুকে প্রচণ্ড আঘাত করা হয়েছিল। তাঁর মাথায় অন্তত ১০টি গভীর ক্ষতচিহ্ন পাওয়া গিয়েছে।

খুনের পর বীরাঙ্গনা মেঝে থেকে রক্তের দাগ মুছে ফেলে তথ্যপ্রমাণ লোপাটের আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি শাশুড়ি বিতলা দেবীকে তিনি মিথ্যা বলেন যে, পাপ্পু পথ দুর্ঘটনায় চোট পেয়েছেন। গুরুতর জখম অবস্থায় পাপ্পুকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে চাইলেও স্ত্রী বাধা দেন বলে পরিবারের অভিযোগ। শেষ পর্যন্ত বৃহস্পতিবার ভোরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। স্বামীর মৃত্যুর খবর পেয়ে নিজের চার বছরের সন্তানকে নিয়ে ঘর ছেড়ে পালিয়েছেন বীরাঙ্গনা। কানপুর পুলিশের ডিসিপি (পশ্চিম) দীনেশ ত্রিপাঠী জানিয়েছেন, এটি কোনও দুর্ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পিত খুনের মামলা হিসেবে তদন্ত চালানো হচ্ছে।

সংঘশক্তির প্রশংসা দিগ্বিজয়ের

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : আসন্ন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকের প্রাক্কালে বিজেপি ও আরএসএসের 'সাংগঠনিক শক্তি'র দরাজ প্রশংসা করে রাজনৈতিক মহলে তীব্র বিতর্কের জন্ম দিলেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয় সিং। তাঁর এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে কংগ্রেসের শীর্ষনেতৃত্বও রাহুল গান্ধিকে নিশানা করতে দেরি করেনি বিজেপি।

শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডেলে নরেন্দ্র মোদি ও লালকৃষ্ণ আদবানির একটি পুরোনো ছবি পোস্ট করে দিগ্বিজয় লেখেন, কীভাবে একজন সাধারণ আরএসএস কর্মী থেকে মোদি আজ দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন। তিনি লেখেন, 'আমি এই ছবিটি কোরা সাইটে খুঁজে পেয়েছি। এটি সত্যিই অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। আরএসএসের একজন সাধারণ স্তরের স্বয়ংসেবক এবং জনসংঘ-বিজেপির -একজন কর্মী কীভাবে নেতাদের পায়ের কাছে মেঝেতে বসে থেকে আজ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পেরেছেন, এটাই হল সংগঠনের শক্তি। জয় সিয়া রাম।' রাহুল গান্ধি ও মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ট্যাগ করে তাঁর এই ইঙ্গিতপূর্ণ বার্তা ছড়িয়ে পড়ার পরেই শোরগোল শুরু হয়।

বিজেপির মুখপাত্র সিআর কেশবন বলেন, 'দিগ্বিজয় সিংয়ের এই স্বীকারোক্তি আসলে একটি 'ট্রুথ বম্ব' বা সত্যের বিস্ফোরণ। রাহুল গান্ধি কি এর জবাব দেবেন? এই টুইট প্রমাণ করে, কংগ্রেস একটি পরিবারতান্ত্রিক দল, যেখানে যোগ্যতার চেয়ে আনুগত্য বড়। অন্যদিকে বিজেপি সাধারণ কর্মীদের গুরুত্ব দেয়।' চাপের মুখে ড্যামেজ কন্ট্রোলে নামেন প্রবীণ কংগ্রেস নেতা দিগ্বিজয়। আত্মপক্ষ সমর্থনে তিনি বলেন, 'আমি শুধুমাত্র সংগঠনের শক্তির কথা বলেছি। আদর্শগতভাবে আমি আরএসএস এবং মোদির ঘোর বিরোধী ছিলাম এবং চিরকাল থাকব। সংগঠন শক্তিশালী করার পরামর্শ দেওয়া কি অপরাধ?'

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, দিগ্বিজয়ের মন্তব্য কংগ্রেসের অস্বস্তির কারণ হলেও দলের অভ্যন্তরে যে সাংগঠনিক সংস্কারের দাবি জোরালো হচ্ছে, এটি তারই বহিঃপ্রকাশ।

বিমলের জামিন

৩০ জানুয়ারি : পুলিশ অফিসার অমিতাভ মালিকের হত্যা মামলায় জামিন পেলেন বিমল গুরুং। জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে মামলার শুনানি হয়। ২০১৭ সালের ১৩ অক্টোবর বিমলকে ধরতে গিয়ে দার্জিলিং থানার ওই এসআই গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন।

জানুয়ারি

কাউন্সিলার খুন

২ জানুয়ারি : খুন হলেন মালদার প্রভাবশালী তৃণমূল নেতা বাবলা সরকার। দুষ্কৃতীদের পরপর গুলিতে প্রাণ হারান কাউন্সিলার। সকালে সর্বমঙ্গলাপল্লির বাড়ি থেকে বের হয়ে নিজের নির্মীয়মাণ কারখানার দিকে যাচ্ছিলেন বাবলা। মাথায় ও ঘাড়ে একাধিক গুলি লাগে তাঁর।

ফি মকুব

২২ জানুয়ারি : বক্সা টাইগার রিজার্ভে পর্যটকদের ঢোকার ফি মকুব করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর গরুমারা, জলদাপাড়া, চিলাপাতার মতো জঙ্গল থেকেও এন্ট্রি ফি বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়।

ফেব্রুয়ারি

সুড়ঙ্গ তৈরির চেষ্টা

৩ ফেব্রুয়ারি :ভারতীয় ভূখণ্ডে ঢুকে কালিন্দ্রী নদীর কালভার্ট দখল করে বাংকার এবং পাশ দিয়ে সুড়ঙ্গ তৈরির চেষ্টা করছিল বিজিবি। তাদের রুখতে গিয়ে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে দুই দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী। উত্তর দিনাজপুর জেলার হেমতাবাদের মাকড়হাট সীমান্ত চৌকি এলাকায় চূড়ান্ত উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

মন ভালো করা

পাখিপ্রেমী

ইটাহারের অক্ষয় পাল প্রাক্তন শিক্ষক। দুই কামরার ঘরে একা থাকেন। পাখিদের আশ্রয়ের জন্য বাড়ির চারপাশে গাছ লাগিয়েছেন। আহারের জন্য রোপণ করেছেন ফলের গাছ। চৈত্র-বৈশাখে বাড়ির চালে পাত্রে রেখে দেন জল। তাঁর সৌজন্যে গ্রামে নিশ্চিন্তে দিন কাটে বাংলার ময়না, দোয়েল, টিয়া, বুলবুলি থেকে ভিনদেশি নাইট হেরন, ওপেনবিল স্টর্ক প্রজাতির পাখিদের।

মা-কে পুজো

ছোটবেলায় বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে মা'ই শিলিগুড়ির শেখর পাত্রের পৃথিবী ছিলেন। তাঁকে প্রণাম করে দিন শুরু হত। মা আর বেঁচে নেই। তবে আজও আগে মায়ের পুজো করে তারপর সরস্বতীপুজো হোক বা লক্ষ্মীপুজো করেন তিনি। মায়ের পায়ের ধুলো নিয়ে বানানো তাবিজ গলায় ঝোলে সবসময়।

বিভার বড়ি জিন্দেগি

পেশায় নার্স বিভা নার্জিনারি ক্যানসার আক্রান্ত। ইতিমধ্যেই ৬০টিরও বেশি কেমো নিয়েছেন। আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে আসা অন্য ক্যানসার আক্রান্তদের মনোবল বাড়াতে মাঝেমধ্যেই ডাক পড়ে তাঁর।

মার্চ

মোথাবাড়ি সংঘর্ষ

২৭ মার্চ : সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে মালদার মোথাবাড়ি। গ্রেপ্তার করা হয় প্রায় ৬১ জনকে। ১৯টি মামলা রুজু হয়। আতশবাজি ফাটানো ঘিরে ঘটনার সূত্রপাত। রাজনৈতিক মহলেও এর প্রভাব ছিল দীর্ঘস্থায়ী।

রহস্যমৃত্যু

২৭ মার্চ : মাদারিহাট রবীন্দ্রনগর সংলগ্ন মাদারিহাট রেঞ্জ অফিসের ক্যাম্পাসে একটি কোয়ার্টার থেকে সৎমা, ছেলে ও নাতির মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদের নাম লোহার ওরাওঁ, রবি ওরাওঁ ও বিবেক ওরাওঁ।

এপ্রিল

গান বেঁধে ঘরছাড়া

১৬ এপ্রিল : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় চাকরিহারাদের নিয়ে প্রতিবাদী গান বেঁধেছিলেন ভাওয়াইয়াশিল্পী মণীন্দ্র বর্মন। রাজ্য সরকারের কেলেঙ্কারি তুলে ধরায় ঘরছাড়া হতে হয় শীতলকুচির পানিগ্রামের এই বাসিন্দাকে। ফেসবুকে তাঁর গান বিপুল ভাইরাল হয়েছিল।

ইসরোয় দিনহাটার মেয়ে

৮ এপ্রিল : দিনহাটা শহরের ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের ময়ূরাক্ষী চন্দ ইসরোর বিজ্ঞানী হিসেবে কাজ করার সুযোগ পেয়েছেন। ন্যাশনাল রিমোট সেলিং সেন্টারে কাজ পান দিনহাটার এই তরুণী।

মে

তৃণমূলে বারলা

১৫ মে : পদ্ম ছেড়ে ঘাসফুলে যোগ দিলেন আলিপুরদুয়ারের প্রাক্তন সাংসদ জন বারলা। তৃণমূলের যোগ দিয়ে বারলা বর্তমান সাংসদ মনোজ টিগ্গা ও শুভেন্দু অধিকারীকে আক্রমণ করেন। এলাকার উন্নয়নের স্বার্থে তিনি তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন বলে জানান।

বাড়ি ফিরলেন উকিল

১৪ মে : রাত ৯টায় শীতলকুচির অমৃত বিএসএফ ক্যাম্প দিয়ে ভারতে ফিরলেন উকিল বর্মন। শীতলকুচির ওই কৃষক কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে নিজের জমিতে কাজ করতে গেলে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা তাঁকে অপহরণ করে নিয়ে যায়।

জুন

দোকানে ডাকাতি

২২ জুন : শিলিগুড়ি শহরের হিলকার্ট রোডে ভরদুপুরে সোনার দোকানে ঢুকে লুটপাট চালায় দুষ্কৃতীরা। মাত্র ৩০ মিনিটে দোকানের ১০ কোটি টাকার বেশি গয়না লুট হয়।

এটিএম লুট

১৩ জুন : ময়নাগুড়ির বৌলবাড়ি বাজারের কাছে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের এটিএম কাউন্টারে গ্যাস কাটার দিয়ে এটিএম কেটে প্রায় ৫৪ লক্ষ টাকা নিয়ে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গলজুড়ে পুলিশ চিরুনিতল্লাশি চালায়। পাঁচ দুষ্কৃতী পুলিশের জালে ধরা পড়ে।

জুলাই

নির্যাতন

২ জুলাই : টিয়াপাখি মেরে ফেলার 'অপরাধে' পাঁচ ঘণ্টা ঘরে আটকে রেখে নয় নাবালকের ওপর নির্যাতন চালানোর অভিযোগ ওঠে। কাঠগড়ায় নকশালবাড়ির অটল চা বাগানের বিজেপি নেতা নন্দলাল রাউতিয়া। প্রথমে কিশোরদের থেকে টাকা চাওয়া হয়। অভিযোগ, তারা টাকা দিতে অস্বীকার করায় চলে শারীরিক অত্যাচার।

সাফল্য

১৪ জুলাই : বন্যপ্রাণীদের উদ্ধারের পর চিকিৎসা করিয়ে ফের জঙ্গলে ফিরিয়ে দেওয়ার কাজে রাজ্যে সেরার তকমা পেল বক্সা টাইগার রিজার্ভের (বিটিআর) উদ্ধারকারী দল। দক্ষিণ ২৪ পরগণার সুন্দরবনের দল পেয়েছে দ্বিতীয় এবং কোচবিহার ডিভিশনের ঝুলিতে আসে তৃতীয় পুরস্কার।

অগাস্ট

শুভেন্দুর কনভয়ে হামলা

৫ অগাস্ট : রাজ্যের বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। কোচবিহার শহর লাগোয়া খাগড়াবাড়িতে তাঁকে কালো পতাকা দেখায় তৃণমূল। তৃণমূলের বিক্ষোভ সমাবেশ থেকে কর্মীরা গিয়ে পুলিশের সামনেই শুভেন্দুর গাড়ি সহ কনভয়ের একাধিক গাড়ি ভাঙচুর করেন বলে অভিযোগ।

সেবক-রংপো প্রকল্পের ওয়ালে ধস

৫ অগাস্ট : কয়েকদিনের টানা বৃষ্টিতে তিস্তা ভয়ংকর হয়ে ওঠে। হঠাৎ জলস্রোতে সেবক-রংপো প্রকল্পের সাত নম্বর টানেলের গার্ডওয়াল হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। বিপদ আঁচ করতে পেরে আগেই সেখান থেকে সরে গিয়েছিলেন নির্মাণশ্রমিকরা।

আক্রান্ত হাজার

১১ অগাস্ট : ল্যাপ্টোস্পাইরা ও হেপাটাইটিস রোগের প্রকোপে পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার নেয় রাজগঞ্জের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতে। রোগ ছড়িয়ে পড়ে ন'টি গ্রামে। আক্রান্তের সংখ্যা প্রায় এক হাজার বলে জানা যায়।

সেপ্টেম্বর

ভূতনিতে বন্যা

১৮ সেপ্টেম্বর : মালদার ভূতনিতে বন্যা পরিস্থিতির জেরে ৫ জনের মৃত্যু হয়। এরমধ্যে দুই স্কুল পড়ুয়াও রয়েছে। জলমগ্ন হয় ১৫টিরও বেশি গ্রাম। পশ্চিম রতনপুরের কাটা বাঁধ দিয়ে গঙ্গার জল ক্রমাগত লোকালয়ে ঢুকে এই বিপত্তি ঘটে। বিপর্যয় মোকাবিলা দল দেরিতে আসায় উদ্ধারকাজে দেরি হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে।

আক্রান্ত সাংসদ খগেন

৬ অক্টোবর : বন্যাবিধ্বস্ত বামনডাঙ্গা চা বাগান এলাকায় ত্রাণ নিয়ে গিয়ে আক্রান্ত বিজেপির প্রতিনিধিদল। গুরুতর আহত এবং রক্তাক্ত হতে হয় উত্তর মালদার বিজেপির সাংসদ খগেন মুর্মু এবং শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষকে। তাঁদের তড়িঘড়ি উদ্ধার করে নিয়ে এসে শিলিগুড়ির এক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সামাজিক মাধ্যমে ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

অক্টোবর

জন্মমৃত্যুতেও জালিয়াতি

১৬ অক্টোবর : খড়িবাড়িতে জাল জন্মমৃত্যুর শংসাপত্রের চক্র ফাঁস। পেছনের তারিখে প্রায় ৮৫০ এমন শংসাপত্র জারি করা হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। অভিযুক্ত দার্জিলিং জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের ছেলে।

দ্যুতিমানের কীর্তি

২২ অক্টোবর : কালীপুজোর রাতে বাজি ফাটানোকে কেন্দ্র করে বচসায় জড়িয়ে পড়েন কোচবিহারের এসপি দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। অভিযোগ, প্রতিবেশী মহিলা, নাবালকদের নিগ্রহ করেন এসপি। গালিগালাজও করার অভিযোগ। বিতর্কের মুখে পরে তাঁর বদলি হয়।

ভয়াবহ দুর্যোগ

৫ অক্টোবর : নিম্নচাপের ভারী বৃষ্টিতে ভয়াবহ দুর্যোগ। লাগাতার বর্ষণে মৃত কমপক্ষে ২৮ জন। ভেসে যায় হাতি, গন্ডার সহ অসংখ্য বন্যপ্রাণী। ভেঙে পড়ে ৬১ বছরের পুরোনো বালাসন নদী সেতু। বিচ্ছিন্ন কালিম্পং। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি।

নভেম্বর

ফের বিয়ে বারলার

১৪ নভেম্বর : নিঃসঙ্গতা কাটাতে ফের বিয়ে করলেন জন বারলা। পাত্রী ডিমডিমার মারিয়া গোরেথি হাইস্কুলের হিন্দির শিক্ষিকা মঞ্জু তিরকি। তিনি দলগাঁও চা বাগানের দলমণি ডিভিশনের বাসিন্দা। গত ২৩ এপ্রিল বারলার প্রথম স্ত্রী মহিমাদেবীর মৃত্যু হয়। বারলা জানান, এরপর থেকেই তিনি নাকি নিঃসঙ্গতায় ভুগছিলেন। অবশেষে ১১ নভেম্বর তিনি বানারহাটের একটি রিসর্টে রেজিস্ট্রি সারেন।

দিনহাটায় এনআইএ

১৩ নভেম্বর : আল-কায়দা যোগ ও ২০২৩ সালে গুজরাটের একটি ঘটনার তদন্তে নেমে উত্তরবঙ্গের ১৭টি জায়গায় হানা দেয় এনআইএ। জঙ্গি সংগঠনটিকে অর্থ পাইয়ে দেওয়ায় নাম জড়ায় আরিফ হোসেন নামে এক ব্যক্তির। তদন্তে উঠে আসে তিনি বাংলাদেশের বাসিন্দা। ওই ব্যক্তির খোঁজে দিনহাটা-২ ব্লকের সীমান্ত গ্রামে হানা দিয়েছিল এনআইএ। পাশাপাশি, দিল্লি বিস্ফোরণ কাণ্ডের তদন্তে শিলিগুড়ি সংলগ্ন পাথরঘাটায় এক তরুণের খোঁজে হানা দিয়েছিল মুম্বই এটিএসের একটি দল।

উত্তরবঙ্গের ঝুলিতে রাজ্য দলিত সাহিত্য পুরস্কার

১৮ নভেম্বর : রাভা জনগোষ্ঠীর ভাষা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসকে জনমানসে পৌঁছে দেওয়ার স্বীকৃতি হিসেবে রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের দলিত সাহিত্য পুরস্কার-২০২৫ পান কামখ্যাগুড়ির বাসিন্দা, গবেষক ও সাহিত্যিক সুশীল রাভা। পাশাপাশি, ময়নাগুড়ির বাসিন্দা, লোকগান সংগ্রাহক দীনেশচন্দ্র রায়ের হাতে দলিত সাহিত্য পুরস্কার-২০২৪ তুলে দেওয়া হয়। পুরস্কার প্রদানের অনুষ্ঠানটি হয় কলকাতার রবীন্দ্র সদনে।

মালে উদ্ধার বিএলও'র দেহ

১৯ নভেম্বর : এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে গিয়ে রাজ্যজুড়ে বিএলও-দের অসুস্থ হয়ে পড়তে দেখা গিয়েছে। কাজের চাপের কারণে কিছু জায়গায় আত্মহত্যারও অভিযোগ উঠেছে। কাঠগড়ায় নির্বাচন কমিশন। ব্যতিক্রম নয় উত্তরবঙ্গও। ১৯ নভেম্বর মালবাজারে এক বিএলও'র ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। মৃত শান্তিমুনি এক্কা মালবাজার শহর লাগোয়া নিউ গ্লেনকো চা বাগানের বাসিন্দা। তিনি অঙ্গনওয়াড়িতে কর্মরত ছিলেন।

কোচবিহারে চার পুরসভায় বদল

১২ নভেম্বর : রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বদলে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান হিসেবে নাম ঘোষণা করা হল দিলীপ সাহার। মাথাভাঙ্গায় লক্ষপতি প্রামাণিককে সরিয়ে দায়িত্বে প্রবীর সরকার। বদল এসেছে তুফানগঞ্জ পুরসভাতেও। হলদিবাড়ি পুরসভায় চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যান দুজনকেই সরানো হয়েছে।

ডিসেম্বর

ডিএসপি রিচা

৩ ডিসেম্বর : রাজ্য পুলিশে ডিএসপি পদে যোগ দিলেন বিশ্বকাপজয়ী ক্রিকেটার রিচা ঘোষ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের এসিপি পদে নিয়োগ করা হল তাঁকে।

গ্লেনারিজে তালা

৯ ডিসেম্বর : তালা পড়ল দার্জিলিংয়ের ঐতিহ্যবাহী গ্লেনারিজের পানশালায়। একাধিক নথিতে গরমিল থাকার অভিযোগে তিন মাসের জন্য পানশালা সিল করে দিল আবগারি দপ্তর।

তারাদের দেশে

ভারতী ঘোষ

২৪ ফেব্রুয়ারি : রাজ্যের টেবিল টেনিসে এ যেন নক্ষত্রপতন। নিঃশব্দে চলে গেলেন প্যাডলার ভারতী ঘোষ। বয়সজনিত কারণে ভুগছিলেন বেশ কয়েকদিন ধরেই।

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

১৭ মার্চ : প্রয়াত হলেন বাংলার কালজয়ী নাট্যকার হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তিনি দীর্ঘদিন ধরে নিউমোনিয়ার সমস্যায় ভুগছিলেন। উত্তরবঙ্গের এই ভূমিপুত্রের দেশব্যাপী সুনাম ছিল। কলকাতা ছেড়ে নিজের শহর বালুরঘাটে ফিরে নাটকের নতুন আঙ্গিককে দিনাজপুরের প্রতিষ্ঠা করেন।

সীমান্তে জাল নোটের কারবার

মালদায় পাকড়াও কারবারি, ধৃতের বাংলাদেশি যোগের প্রমাণ

অরিন্দম বাগ
ও এম আনওয়ারউল হক

মালদা, ২৭ ডিসেম্বর : শীতের কুয়াশার সুযোগ নিয়ে কাঁটাতারের ওপর দিয়ে উড়ে আসছে জাল নোট। এভাবেই ভারতের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার একটা চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে। গত এক মাসে একাধিক জাল নোট উদ্ধারের ঘটনার তদন্তে নেমে এমনই তথ্য উঠে এসেছে মালদা জেলা পুলিশের হাতে। মালদা জেলাকে জাল নোট পাচারের করিডর হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। শনিবার সকালে বৈষ্ণবনগরের জীবন মোড় এলাকা থেকে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ এক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত কারবারির নাম আনারুল শেখ। বাড়ি বৈষ্ণবনগরের বাখরাবাদ এলাকায়। ধৃতের হেপাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি মোবাইল ফোনও।

জেলা পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'গোপন সূত্রে আমাদের কাছে খবর আসে বিপুল পরিমাণ জাল নোট পাচারের চেষ্টা চলছে। সেই তথ্যের ভিত্তিতে বৈষ্ণবনগর থানার পুলিশ জীবন মোড় এলাকায় হানা দেয়। তথ্য অনুযায়ী একটি মোটরবাইক আটক করে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার হয়েছে। উদ্ধার হওয়া সমস্ত নোট ৫০০ টাকার। ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

পুলিশ সুপার জানান, প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ধৃত ব্যক্তি উদ্ধার হওয়া জাল নোট সীমান্ত এলাকা থেকে সংগ্রহ করে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাচ্ছিল। ধৃতের হেপাজত থেকে একটি মোবাইলও উদ্ধার হয়েছে। ধৃতের সঙ্গে কিছু বাংলাদেশির যোগ রয়েছে বলে তদন্তে উঠে এসেছে। আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ধৃতকে পুলিশি হেপাজতের আবেদন করা হবে।

গত এক মাসে প্রায় ৪০ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে ৬ জন। এই ঘটনাগুলিতে উদ্ধার হওয়া নোটগুলি ৯ আরকে সিরিজের। তদন্তে একাধিক সময়ে উঠে এসেছে বাংলাদেশ থেকে জাল নোটগুলি পাচার করা হচ্ছে। কখনও কাঁটাতারের ওপর দিয়ে কখনও আবার বাংলাদেশিরা নিজেরা জাল নোট সঙ্গে নিয়ে আসছে।

বাজেয়াপ্ত জাল নোট ও ধৃত কারবারির সঙ্গে পুলিশ আধিকারিকরা।

সক্রিয় চক্র

- বৈষ্ণবনগরের জীবন মোড় এলাকা থেকে প্রায় ৮ লক্ষ টাকার জাল নোট সহ এক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ
- ধৃতের হেপাজত থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি মোবাইল ফোন
- উদ্ধার হওয়া জাল নোট সীমান্ত এলাকা থেকে সংগ্রহ করে ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল
- পুলিশের অনুমান, বাংলাদেশের একটি চক্র ভারতবর্ষে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করছে

ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে পাচারকারীরা মালদা জেলাকে করিডর হিসেবে ব্যবহার করছে। বিভিন্ন ঘটনার তদন্তে এমনই তথ্য বারবার উঠে এসেছে। মালদা জেলা জাল নোট পাচারের করিডর হয়ে ওঠার কাহিনী উঠে এসেছে বলিউডের পর্দাতেও। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, বাংলাদেশের একটি চক্র ভারতবর্ষে জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার কাজ করছে। কারণ, বিভিন্ন সময়ে জাল নোট সহ ধৃত কারবারিদের মোবাইল ফোনে বাংলাদেশিদের যোগাযোগের প্রমাণ মিলেছে।

এদিকে উদ্ধার হওয়া জাল নোটগুলি পর্যবেক্ষণের পর জেলা পুলিশের একাংশের মতে, এই জাল নোটগুলির গুণগতমান খুব একটা ভালো নয়। এই সমস্ত জাল নোটগুলি মালদা হয়ে মূলত ভিনরাজ্যে পাচার করা হচ্ছে। সেখানে প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ শতাংশ দামে জাল নোটগুলি হস্তান্তর হয়ে থাকে। জাল নোটের এই চক্র গোড়া থেকে উপড়ে ফেলতে জেলা পুলিশের একটি 'স্পেশাল উইং' সীমান্ত এলাকায় বিশেষভাবে নজরদারি চালাচ্ছে।

আলোচনা সভা

বারবিশা, ২৭ ডিসেম্বর : ওয়েস্ট বেঙ্গল পোলট্রি ফেডারেশনের নর্থবেঙ্গল জোনাল কমিটির পক্ষ থেকে শনিবার বারবিশায় একটি বিশেষ সভার আয়োজন করা হয়। এদিনের আলোচনা সভায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে দেড় শতাধিক পোলট্রি মুরগি ব্যবসায়ী এবং কৃষকরা অংশ নেন। সংগঠনের আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির সদস্য সুকান্ত ব্রহ্ম বলেন, 'অসমে পোলট্রি মুরগি পরিবহণের ক্ষেত্রে পুলিশি ঝামেলা হচ্ছে। রাজ্যের ২২টি জেলায় পোলট্রি মুরগি পরিবহণে কোনও সমস্যা নেই। শুধুমাত্র উত্তরের কোচবিহার জেলাতেই সমস্যা হচ্ছে।'

চেক বিলি

জটেশ্বর ও সোনাপুর, ২৭ ডিসেম্বর : হাতির হানায় বৃহস্পতিবার প্রাণ হারান জটেশ্বর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব ব্যাংকান্দির পবিত্র রায় এবং ধুলাগাঁওয়ের যূথিকা বর্মন। শনিবার নিয়ম মেনে বন দপ্তরের তরফে দুই পরিবারের হাতে পাঁচ লক্ষ টাকার দুটো চেক তুলে দেওয়া হয়। অন্যদিকে, কয়েকদিন আগে চিলাপাতায় হাতির হানার মুখে পড়ে আহত হয়েছিলেন মথুরার বাসিন্দা অশোক টোপ্পো। তাঁকে ২৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়।

ধৃত চার মদ্যপ

কামাখ্যাগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : শুক্রবার গভীর রাতে কামাখ্যাগুড়ি ফাঁড়ি এলাকায় পুলিশ অভিযান চালিয়ে ৪ জন মদ্যপ ব্যক্তিকে আটক করে। প্রকাশ্যে মদ্যপ অবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অভিযোগে তাদের আটক করা হয়। আটক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

জখম এক

কালচিনি, ২৭ ডিসেম্বর : সড়ক দুর্ঘটনায় এক মহিলা গুরুতর জখম হলেন। শনিবার দুপুরে ৩১ সি জাতীয় সড়কের পোরো এলাকায়। নিমতি ফাঁড়ির পুলিশ জখম মহিলাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ডেরা বদল

প্রথম পাতার পর

নাম ভাঁড়িয়ে তিনি বিমানে যাতায়াত করেছেন কি না তাও খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা। সূত্রের খবর, কেঁচো খুড়তে কেউটে বেড়িয়ে যেতে পারে সেই আশঙ্কায় নানা কুকর্মের প্রমাণ লোপাটের কাজও শুরু করেছেন বিডিও। খুনের অভিযোগের তদন্তে অন্য কোনও রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে সেই আশঙ্কায় প্রশান্তর বিশ্বস্ত সঙ্গীরা নানা নথি নষ্ট করতে শুরু করেছেন। বিভিন্ন বাড়িতে লাগানো সিসিটিভি'র ফুটেজ মোছার কাজও শুরু হয়েছে। তদন্তে তাদের ডাক পড়তে পারে বুঝে ইতিমধ্যেই বিডিও'র কেয়ারটেকার হিসাবে যারা চিহ্নিত তাদেরও বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে কোথায় কী বলতে হবে। দক্ষ আইনজীবীদের সঙ্গে শলাপরামর্শ করেই কাজ হচ্ছে। সম্পত্তির তদন্ত হলে কীভাবে তা ম্যানেজ করা হবে তার ছকও কষতে শুরু করেছেন প্রশান্ত। তাঁকে পাকড়াও করতে ইতিমধ্যেই তাঁর কয়েকজন বিশ্বস্ত সঙ্গীর মোবাইলে আঁড়ি পেতেছে পুলিশ। তাদের দাবি, বিডিও'র গতিবিধির ওপর শুরু থেকে তাঁরা নজর রাখছিল। তা সত্ত্বেও কেন এখনও প্রশান্তকে গ্রেপ্তার করা গেল না সেই প্রশ্নের উত্তর মিলছে না।

পৃথিবীর পাঠশালা

বিড়াল যখন মেয়র

রাজনীতিতে মানুষের ওপর ভরসা হারিয়ে আমেরিকার আলাস্কার টালকিটনা শহরের মানুষ এক বিড়ালকে তাদের মেয়র বানিয়েছিলেন! বিড়ালটির নাম ছিল স্টাবস।

১৯৯৭ সালে শহরের মানুষ কোনও মানব প্রার্থীকেই পছন্দ করছিলেন না। তাই মজা করে তাঁরা ব্যালট পেপারে স্টাবস নামের এক বিড়ালছানার নাম লিখে দেন। আশ্চর্যভাবে, স্টাবস বিপুল ভোটে জিতে যায়। সেই থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত দীর্ঘ ২০ বছর সে ওই শহরের 'অনারারি মেয়র' ছিল। তার অফিস ছিল স্থানীয় এক জেনারেল স্টোরে। সেখানে সে রোজ বিকেলে এক গ্লাস ক্যাটনিপ মেশানো জল (তার কাছে ওয়াইন) পান করত এবং পর্যটকদের সঙ্গে দেখা করত। তার শাসনামলে শহরে কোনও দুর্নীতি হয়নি, এটাই ছিল স্থানীয়দের গর্ব!

মৃতদের সঙ্গে নাচ

প্রিয়জন মারা গেলে আমরা শোক করি। কিন্তু মাদাগাস্কারের মানুষ মৃত আত্মীয়দের কবর থেকে তুলে এনে তাদের সঙ্গে নাচেন! এই অদ্ভুত প্রথার নাম 'ফামাদিহানা' বা 'হাড়ের উৎসব'।

প্রতি ৫ বা ৭ বছর অন্তর এই উৎসব হয়। পরিবারের লোকেরা পূর্বপুরুষদের কবর খুঁড়ে হাড়গোড় বের করে আনেন। এরপর সেগুলোকে নতুন রেশমি কাপড়ে মুড়িয়ে, সুগন্ধি স্প্রে করে কাঁধে নিয়ে ধুমধাম করে নাচ-গান করেন। তাঁদের বিশ্বাস, মৃত্যুর পরেও আত্মীয়রা পরিবারের অংশ এবং এই উৎসবের মাধ্যমে তাদের সঙ্গে পুনর্মিলন ঘটে। এটি শোকের নয়, বরং আনন্দের দিন। নাচ শেষে হাড়গুলো আবার কবরে রেখে দেওয়া হয়। বাইরের মানুষের কাছে এটি বীভৎস মনে হলেও, তাঁদের কাছে এটি ভালোবাসার এক অনন্য উদযাপন।

টাইটানিকের আগাম বার্তা?

টাইটানিক ডোবার ১৪ বছর আগে, ১৮৯৮ সালে মগার্ন রবার্টসন নামের এক লেখক 'ফিউটিলিটি' নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। সেই বইয়ের কাহিনীর সঙ্গে টাইটানিকের দুর্ঘটনার মিল দেখলে গা শিউরে ওঠে।

বইটিতে 'টাইটান' নামের এক বিশাল জাহাজের কথা ছিল, যা নাকি কোনওদিন ডুববে না। কিন্তু আটলান্টিক মহাসাগরে এক হিমশৈল বা আইসবার্গের সঙ্গে ধাক্কা লেগে সেটি ডুবে যায়। বইয়ের টাইটান আর বাস্তবের টাইটানিক— দুটোরই নাম প্রায় এক, দুটোরই দৈর্ঘ্য ও যাত্রী ধারণক্ষমতা ছিল কাছাকাছি এবং দুটোই এপ্রিল মাসে ডুবেছিল। এমনকি লাইফবোটের অভাবও ছিল দুটোতেই। মগার্ন কি ভবিষ্যৎদ্রষ্টা ছিলেন, নাকি এটি নিছকই এক কাকতালীয় ঘটনা? এই প্রশ্নের উত্তর আজও রহস্যের কুয়াশায় ঢাকা।

বিশ্ব বাঁচিয়েছিলেন যিনি

সুপারহিরোরা সিনেমায় বিশ্ব বাঁচায়। কিন্তু বাস্তবে পৃথিবী ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন স্ট্যানিস্লাভ পেত্রভ নামের এক রুশ অফিসার। ১৯৮৩ সালের এক রাতে তিনি ডিউটিতে ছিলেন। হঠাৎ কম্পিউটারের পর্দায় সতর্কবার্তা ভেসে ওঠে— আমেরিকা রাশিয়ার দিকে পাঁচটি পারমাণবিক মিসাইল ছুড়েছে!

নিয়ম অনুযায়ী, পেত্রভের উচিত ছিল তৎক্ষণাৎ ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো, যাতে রাশিয়া পালটা আক্রমণ করতে পারে। আর সেটা হলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং পরমাণু বোমায় পৃথিবী ধ্বংস নিশ্চিত ছিল। কিন্তু পেত্রভ শান্ত মাথায় ভাবলেন, আমেরিকা আক্রমণ করলে মাত্র ৫টি মিসাইল ছুড়বে কেন? তিনি নিজের বুদ্ধিতে বাজি ধরলেন এবং একে 'ফলস অ্যালার্ম' বা যান্ত্রিক ত্রুটি বলে রিপোর্ট করলেন। পরে দেখা যায়, তিনি সঠিক ছিলেন। সূর্যের আলো মেঘের ওপর পড়ে কম্পিউটারে ভুল সংকেত তৈরি করেছিল। পেত্রভের সেই এক মুহূর্তের সঠিক সিদ্ধান্ত আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীটাকে টিকিয়ে রেখেছে।

বন্ধ বাগান খোলা নিয়ে রাজনীতি

জয়গাঁ, ২৭ ডিসেম্বর : শনিবার বন্ধ দলসিংপাড়া চা বাগান খোলার দাবিতে শাসকদল তৃণমূলের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলল বিটিডব্লিউইউ-এর নেতৃত্ব। এক মাস আগেও বন্ধ দলসিংপাড়া চা বাগান খোলার দাবিতে একজোট হয়ে আন্দোলন করেছিল তৃণমূল-বিজেপি শিবির। শ্রমিকদের নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপির চা শ্রমিক সংগঠন এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধ পর্যন্ত করেছিল। গত ২৪ ডিসেম্বরের আগে পর্যন্ত একসঙ্গে আন্দোলন চালিয়েছিল দুই শিবির। এরপরেই রাস্তা বদলে গেল। বিটিডব্লিউইউ নেতা জয়বাহাদুর রাই বলেন, 'শ্রমিকদের কল্যাণের কথা ভেবে আমরা দুই দল একসঙ্গে আন্দোলন শুরু করেছিলাম। কিন্তু তৃণমূল কখনও কারও ভালো চাইতে পারে না। এবার বিজেপির তরফেই জোরদার আন্দোলন হবে।'

শনিবার সকালে দলসিংপাড়া চা বাগান খোলার দাবিতে বিজেপির প্রতিবাদ মিছিল দেখা যায়। বিটিডব্লিউইউ-এর নেতৃত্ব শ্রমিকদের নিয়ে মিছিল করে। রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলা হয়।

বিটিডব্লিউইউ-এর অভিযোগ, ইচ্ছে করে মালিকপক্ষের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই বাগানকে বন্ধ করে রেখেছে তৃণমূল। ২০২৬ সালে বাগান বন্ধ থাকার তিন বছর পূরণ হবে। এদিকে শ্রম দপ্তরের তরফে আশ্বাস মিললেও ফাওলই পাচ্ছেন না শ্রমিকরা। দলসিংপাড়া চা বাগান ২০২৩ সালে দুর্গাপুজোর মুখে বন্ধ হয়েছিল। তারপর থেকে বাগান খোলার উদ্যোগ নেয়নি মালিকপক্ষ। এমনকি রাজ্য সরকারের তরফেও বাগান খোলার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ পদ্ম শিবিরের।

এদিন দলসিংপাড়া চা বাগানের সামনে একত্রিত হন শ্রমিকরা। বিটিডব্লিউইউ-এর নেতৃত্বকে নিয়ে ফ্যাক্টরি থেকে মিছিল বের হয়ে পুরো দলসিংপাড়া এলাকা পরিক্রমা করে চৌপথি এলাকায় শেষ হয়। এরপর ওই জায়গায় প্রতিবাদ সভা করা হয়। এদিকে বাগানের তৃণমূল চা শ্রমিক সংগঠনের নেতা মহম্মদ সাজু বলেন, 'সামনেই হয়তো একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক হবে। সেখানে কী সিদ্ধান্ত হয় তা দেখে আমরা আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করব।'

ছুটির মরশুমে।। পর্যটকদের ভিড়ে জমজমাট হাওয়া মহল। শনিবার জয়পুরে। ছবি : পিটিআই

সাধুকে খুন

প্রথম পাতার পর

শামুকতলা লালপুল শ্মশানঘাটের পাশে একটি কালী মন্দির রয়েছে। সেই কালী মন্দিরটি মহেন্দ্র দেখাশোনা করতেন। মন্দিরের পাশেই একটি টিনের ঘরে থাকতেন তিনি। ওই ঘরেই তাঁকে কুপিয়ে খুন করে দেহ টেনে নিয়ে গিয়ে ধারসি নদীতে ভাসিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। লালপুলের কিছু দূরে মিয়াঁপাড়া এলাকায় নদীতে তাঁর দেহ ভাসতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরই পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে দেহ উদ্ধার করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। স্নিফার ডগ নামিয়ে দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ। এই ঘটনায় একজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদও করা হচ্ছে। কারা কেন ওই সাধুকে খুন করল, তা নিয়ে রহস্য দানা বাঁধছে। আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের কর্তারা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছেন।

অভিযোগ, শ্মশানঘাটের পাশে ওই মন্দিরে চত্বরে গাঁজার আসার বসে। মাঝেমধ্যে মদের আসারও বসে সেখানে। ওই মন্দিরে এবং সাধুর ঘরে এলাকারই জনাকয়েক তরুণের যাতায়াত ছিল বলে স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। তবে ওই সাধুকে কেন খুন করা হল, তা স্পষ্ট হয়নি। অসামাজিক কাজকর্মের প্রতিবাদ করাতেও ওই সাধুকে খুন করা হতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করছেন তদন্তকারী অফিসাররা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এর আগে অসমের গুয়াহাটির একটি মন্দিরে থাকতেন ওই সাধু। শামুকতলার বেতপট্টি এলাকায় তাঁর মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। মেয়ের বাড়িতে আসা-যাওয়ার সূত্রেই শামুকতলার এই মন্দিরে থেকে যান তিনি। মেয়ে শিবানী সূত্রধর বলেন, 'বাবার আধ্যাত্মিক দিকে মন চলে গিয়েছিল। ঠাকুরের সেবাতেই নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। তাই মন্দিরে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্তে আমরা আর আপত্তি করিনি। বাবা তো সাধু জীবন কাটাচ্ছিলেন। তাহলে তাঁকে কেন এভাবে খুন করা হল, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। এই ঘটনার তদন্ত করে দোষীদের শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।'

লালপুল মন্দির সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা শুক্রা ওরাওঁ বলেন, 'রাতের দিকেও লোকজনের আনাগোনা ছিল ওই মন্দির চত্বরে। মন্দির থেকে আমার বাড়ি অনেকটা দূরে হলেও কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসত। তবে গতকাল কোনও আওয়াজ পাইনি।' এলাকার বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ওই সাধু ভালোমানুষ বলেই এলাকায় পরিচিত ছিলেন। কেন তাঁকে এভাবে খুন করা হল, তা নিয়ে অবাক এলাকার সকলেই। দ্রুত দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী। পাশাপাশি মন্দির চত্বরে মাদকাসক্তদের আনাগোনা বন্ধের দাবিও তুলেছেন।

পরিযায়ী হিসেবে কার্সিয়াংয়ে কাজ

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ২৭ ডিসেম্বর : ফেব্রুয়ারি মাস থেকে পরীক্ষা শুরু হচ্ছে। সেই পরীক্ষায় ভালো ফল করার একটা ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পারিবারিক সমস্যা মেটাতে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কার্সিয়াংয়ে যাওয়ায় সেই ইচ্ছে আর পূরণ হল না। সেখানে কাজের সময় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গায়ে পড়লে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে জয়দেব রায় প্রধানের (১৫) মৃত্যু হয়। বেলাকোবার ধুমভিটা এলাকার বাসিন্দা বেলাকোবা হাইস্কুলের এই পড়ুয়ার আগামী ২ ফেব্রুয়ারি থেকে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসার কথা ছিল। শনিবার জয়দেবের মৃতদেহ বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়।

ঘটনার পর থেকে এলাকায় শোকের ছায়া নেমেছে। পেশায় কৃষক জয়দেবের বাবা রাজেন্দ্রনাথ রায় প্রধান, মা, দিদি ও পরিবারের সদস্যরা পুরোপুরি ভেঙে পড়েছেন। কার্সিয়াং থানার আইসি পলাশ মহন্ত বললেন, 'বিদ্যুৎবাহী হাই ভোল্টেজ তার ছিঁড়ে শরীরে পড়ে তিনজন আহত হয়েছে। তাদের একজনের মৃত্যু হয়েছে।' গোটা ঘটনাটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পরিবার সূত্রে খবর, বেলাকোবা হাইস্কুলের এই পড়ুয়া পড়াশোনায় মোটামুটি ভালো ছিল। মাধ্যমিকে ভালো ফল করবে বলে ইচ্ছেও ছিল। কিন্তু পারিবাবিক সমস্যার কারণে কিছু রোজগার করে পরিবারকে সুবিধা করে দিতে সে সম্প্রতি কয়েকজনের সঙ্গে কার্সিয়াংয়ে যায়। সেখানে গিয়ে সে পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে ঠিকাদারের অধীনে কাজ করছিল। মৃতের কাকা অচিন্ত্য রায় প্রধান বলেন, 'শুক্রবার বেলা ২টো নাগাদ কাজের সময় বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গায়ে পড়লে জয়দেব পুরোপুরি ঝলসে যায়। ও যে আর নেই সেটা বিশ্বাসই করতে পারছি না।'

পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে এই রাজ্যের অনেকের বাইরে কাজে যাওয়ার বিষয়টি নতুন নয়। অনেকেই যায়, বিপদেও পড়ে। তবে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী কারও পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কাজে গিয়ে মৃত্যুর বিষয়টি যথেষ্টই উদ্বেগজনক। রাজ্যের পরিস্থিতি বর্তমানে কী তা এই ঘটনায় অনেকটাই পরিষ্কার বলে সংশ্লিষ্ট মহলের দাবি।

এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য গোপাল রায় বললেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। তবে কমবয়সি কাউকে এভাবে কাজে পাঠানোর বিষয়ে পরিবারগুলিরও যথেষ্ট সতর্ক হওয়া প্রয়োজন।' স্থানীয় বাসিন্দা অয়ন রায় প্রধানের মতো অনেকের একই বক্তব্য। প্রসঙ্গত, দুর্ঘটনায় যে দুজন আহত হয়েছেন তাঁরা কার্সিয়াংয়ের বাসিন্দা।

বেলাকোবা হাইস্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক মোজাহারুল হক বললেন, 'জয়দেব পড়াশোনায় ভালোই ছিল। মাধ্যমিকে ভালো ফল করত বলে আমাদের ধারণা। কিন্তু একটা বেদনাজনক ঘটনা ঘটে গেল।' ওই পড়ুয়ার স্মরণে ২ জানুয়ারি স্কুলে শোকসভা করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

মৃতের বাড়িতে আত্মীয়স্বজন।

শোকস্তব্ধ পরিবার

- পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে কার্সিয়াংয়ে কাজে গিয়েছিল এক মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী
- বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে গায়ে পড়লে তার মৃত্যু হয়, আরও দুজন জখম
- পরিবারের আর্থিক সমস্যা মেটাতেই ওই পড়ুয়া কার্সিয়াংয়ে গিয়েছিল
- ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে বেলাকোবার ধুমভিটা এলাকায় শোকের ছায়া, তদন্তে পুলিশ

আটক স্বামী

প্রথম পাতার পর

আমাদের ধারণা, বোনকে বালিশ চাপা দিয়ে বা কোমরের বেল্ট গলায় জড়িয়ে শ্বাসরোধ করে খুন করা হয়েছে।' মৃত মহিলার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে সুভাষপল্লির বিউটিসিয়ান বুল্টি দাস সাহার স্বামী বাড়িতে পার্টির আয়োজন করেছিলেন। তার আগেই তাঁদের একমাত্র নাবালক পুত্রকে পাশে চলতে থাকা একটি কীর্তনের আসরে পাঠিয়ে দেন। তবে বাড়িতে ছিলেন বুল্টি। পরে বাড়ির ছাদে মদের আসর বসান স্বামী উত্তম। সেখানে তাঁর দুই বন্ধু তাপস ও নারায়ণ উপস্থিত ছিলেন। অনেক রাত পর্যন্ত চলে তাঁদের পার্টি। প্রায় শেষদিকে খুলু ফের মদ আনতে ছাদ থেকে নীচে নামেন। এরমধ্যে উত্তম ও বন্ধু নারায়ণ পাশেই কীর্তনের আসরে চলে যান। একসঙ্গে প্রসাদ খাবেন বলে দুজনে খুলুকে ফোন করেন। কিন্তু খুলু নাকি ফোন তোলেননি। তাই দুজনে প্রসাদ খেয়ে বাড়ি ফেরেন।

বুল্টির সম্পর্কে বড়দা নারায়ণ দাস জানিয়েছেন, উত্তম প্রসাদ খেয়ে তার নাবালক ছেলেকে নিয়ে বাড়িতে ঢোকে বলে জানিয়েছে। বাড়ি থেকেই বুল্টির ছেলে মামা উত্তমকে ফোন করে। তিনি বোনের বাড়িতে ছুটে আসেন। এসে দেখেন, বুল্টিকে নিয়ে সকলে বাড়ির ভেতরে বসে আছেন। ওই সময় নারায়ণ একটি অ্যাম্বুল্যান্স নিয়ে আসেন। তাতে চাপিয়েই বুল্টিকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পরে পুলিশ এসে মৃতদেহ নিয়ে যায়। এদিকে, ওই রাতেই রহস্যজনকভাবে ফালাকাটা শহরের মিল রোড ওভারব্রিজের কিছুটা দূরে রেললাইনের ধার থেকে খুলুর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। শনিবার সকালে বিষয়টি জানাজানি হতেই শহরজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, এর আগে খুলুর বিরুদ্ধে ২০১৩ সালে এক ছাত্রীকে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। ঘটনায় দীর্ঘদিন তিনি জেল খাটেন। বছর দুয়েক আগে তিনি নিম্ন আদালতে বেকসুর খালাস পান। যদিও মৃত ছাত্রীর বাবা বিষয়টি নিয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। মৃত বুল্টির শোয়ার ঘর থেকে খুলুর মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়েছে। আবার মিল রোড ওভারব্রিজ থেকে মিলেছে খুলুর বাইক। তবে রেল পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতদেহে তেমন কোনও আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই শহরে একদিনে জোড়া মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের বাবা বাংলাদেশি

প্রথম পাতার পর

ঠিকানা ও ফোন নম্বর দেন। তাঁদের মেয়ে অর্থাৎ পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার স্বামী দীপক বর্মন। নথিপত্রে এই ঠিকানা ও ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি সামনে আসতেই বিতর্ক তীব্র হয়েছে।

যাঁরা ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছেন, তাঁদের নাম রয়েছে দিনহাটা শহরের ৩০৫ নম্বর বুথের ভোটার তালিকায়। ভোটার তালিকায় নিতাইয়ের পাশাপাশি তাঁর স্ত্রী নিভারানির নামও নথিভুক্ত রয়েছে। কীভাবে একজন বাংলাদেশি নাগরিকের নাম ভারতের ভোটার তালিকায় এল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি।

ঘটনার পর নিতাই ও নিভারানির সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তাঁদের খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ২০১৩ সালের অনেক আগেই চিকিৎসার প্রয়োজনে তিনি বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে যাতায়াত করতেন। সেই সময় বুড়িরহাটের বাসিন্দা দীপক বর্মনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং পরবর্তীতে ২০১৩ সালে তাঁদের বিয়ে হয়। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যার দাবি, বিয়ের পর তাঁর স্বামী দীপকই তাঁর সমস্ত নথিপত্র জোগাড় করে দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যে কার্যত তিনি যে বাংলাদেশি, তা স্বীকার করে নিয়েছেন। তবে বাবার নাগরিকত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্ন করতেই তিনি কোনও উত্তর না দিয়ে ফোন কেটে দেন।

কৃষ্ণা কাবেরী বর্মনের স্বামী দীপক তৃণমূল কংগ্রেসের বাসন্তীরহাট অঞ্চল সভাপতি। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে প্রথমে তিনি বিষয়টি অস্বীকার করার চেষ্টা করেন। পরে তিনি বলেন, 'শ্বশুরমশাই কী করেছেন, তার দায় আমি নিতে পারব না।' তাঁর স্ত্রী কীভাবে ভারতীয় নাগরিক হলেন, এই প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে তিনি শুধু বলেন, 'স্ত্রীর সমস্ত বৈধ নথিপত্র রয়েছে।' তবে সেই নথিপত্র কীভাবে ও কোন প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে, সে বিষয়ে কোনও সদুত্তর তিনি দেননি। প্রথমদিকে তিনি দাবি করেন ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর শ্বশুর-শাশুড়ির নাম ছিল। পরে অবশ্য শ্বশুর-শাশুড়ির ভোটার তালিকায় নাম তোলা সংক্রান্ত সমস্ত বিষয় এড়িয়ে যান তিনি।

বিষয়টি নিয়ে শোরগোল শুরু হতেই ওই দম্পতি বাংলাদেশে ফেরার তোড়জোর শুরু করেছেন বলে খবর। তাঁরা রবিবার চ্যাংরাবান্ধা হয়ে বাংলাদেশে ফিরে যেতে পারেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।

ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ বর্মন। তাঁর অভিযোগ, 'তৃণমূল আমলে বাংলাদেশি নাগরিকদের আশ্রয় দিয়ে ভোটার তালিকায় নাম তোলার প্রবণতা বেড়েছে।' সিপিএম নেতা শুভ্রালোক দাসও ঘটনার নিন্দা করে নিরপেক্ষ ও উচ্চপর্যায়ের তদন্তের দাবি জানিয়েছেন।

বিষয়টি নিয়ে দিনহাটার রাজনৈতিক মহলে তুমুল চর্চা শুরু হয়েছে। ভোটার তালিকার স্বচ্ছতা ও জনপ্রতিনিধিদের নাগরিকত্ব যাচাইয়ে প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে, সেদিকেই তাকিয়ে রয়েছে সাধারণ মানুষ।

প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তানি!

প্রথম পাতার পর

এমনটাই প্রমাণ করে। ভোটের আগে নিজের দর বৃদ্ধিতে অনুগামীদের নিয়ে নগেন মাঠে নেমেছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

লক্ষ্য পূরণে নগেন রাজবংশী সংস্কৃতির ঐতিহ্য পুষনা উৎসবকে বেছে নিয়েছেন। এই উৎসব আদতে এক বনভোজন। আর একেই নগেন জনসংযোগের নয়া পন্থা বানিয়েছেন। অন্যান্য রাজনৈতিক দল জনসংযোগ কর্মসূচির মাধ্যমে কর্মীদের বার্তা দিচ্ছে। নগেনও পিছিয়ে থাকতে চাইছেন না। আর তাই তিনি পুষনা উৎসব নিয়ে আগ্রহী হয়েছেন। বিষয়টি নগেন অবশ্য নিছকই রাজবংশী সংস্কৃতির অঙ্গ হিসেবেই দেখছেন। তাঁর কথায়, 'সাধারণ মানুষ উৎসবের আয়োজন করে আমাকে এখানে ডেকেছে। তাই এখানে এসেছি। এর বেশি কিছু নয়।'

কোচবিহার জেলার নয়টি বিধানসভা আসনেই রাজবংশী ভোটের কমবেশি প্রভাব রয়েছে। এক্ষেত্রে নগেন একটা বড় ফ্যাক্টর। এই বিধানসভাগুলির একাধিক এলাকায় নগেনের যেমন কর্তৃত্ব রয়েছে তেমনি আবার বেশ কিছু এলাকায় বংশীবদন গোষ্ঠীর প্রভাব বেশ। বংশীবদন গোষ্ঠী ইতিমধ্যেই তাদের শক্তি যাচাইয়ে মাঠে নেমেছে। দিনহাটা শহরের বুকে প্রকাশ্যে সমাবেশ করে খোদ তৃণমূল ও বিজেপিকে নিশানা করে তারা নিজেদের শক্তি প্রদর্শন করেছে। নগেনও পিছিয়ে থাকতে চাইছেন না। আর তাই এই গোষ্ঠী এবারে পুষনা উৎসবকে বেছে নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। দিনসাতেক আগেই শীতলকুচিতে এমনই এই উৎসবের মাধ্যমে নগেন কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হন। তা নিয়ে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্টও করেছিলেন।

শনিবার সিতাইয়ের আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় এই পুষনা উৎসবের আয়োজন হয়। নগেন যেখানে উপস্থিত ছিলেন। আর সেখানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি খোদ প্রধানমন্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তোপ দাগেন। আজকের ঘটনার পর পদ্ম শিবিরে তাঁর অবস্থান কী হয় সেদিকে রাজনৈতিক মহলের কড়া নজর রয়েছে। অন্যদিকে, যে দলের সাংসদ নিজের প্রধানমন্ত্রীকেই পাকিস্তানি বলে দাবি করেন, তিনি তৃণমূলে এলে কী করবেন ভেবেই কি তারা এদিন কোনও মন্তব্য করেনি? প্রশ্ন রাজনৈতিক মহলে।

অদ্ভুত অঙ্কে ১৬৪% কমন মেলানোর দাবি

শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ

পুরো ঝাকানাকা কাণ্ড! বাঁদিকে বেঙ্গল শাকিরা। ডানদিকে তিনি। তাঁর সাজেশান শুধু সাজেশান নয়, সে হল এএ+ সাজেশান। বেঙ্গল শাকিরা এক নম্বর হট। পপ, ভোজপুরি সবকিছু গাইতে পারেন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে ঘোষণা। সাজেশান দাদার আকাশ আরও বহুদূর বিস্তৃত। যদি গাইতেন, আহা, হয়তো পপ, ভোজপুরির সঙ্গে রামপ্রসাদী কিংবা কীর্তনও গাইতে পারতেন। দরকারে ধ্রুপদ-ধামার। সম্ভাবনা এমনই। কারণ মাধ্যমিকের সাজেশানেই শেষ নয় তাঁর কেরামতি। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণিরও সাজেশান আছে। উঁহু, ভাববেন না আমাদের বিউটিফুল দাদা শুধু ওয়েস্ট বেঙ্গল বোর্ডেই আটকে। আইসিএসই, আইএসসি-তেও লড়ে যাচ্ছেন সমান দক্ষতায়। না, স্কোর বোর্ড এখনও থামেনি। শুধু ফ্লিক করে বাউন্ডারিই নয়, দাদা চাইলে হেলিকপ্টার শটে ধোনিমার্কা ওভারবাউন্ডারিও মারতে পারেন। তিনি নিট, জেইই (মেইনস), ডব্লিউবিজেইই-র সাজেশানও দিয়ে থাকেন একইরকম দক্ষতায়। এবং সেখানেও ৭৫-১৬৪% প্রশ্ন মেলানোর গ্যারান্টি। আগে

সাজেশান দাদার কাছে যাবার দরকার কী? পার্থক্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দাদার মতো করে দেখিয়ে দিলেন ওই ১৬৪%-কে সামনে রেখে। আর লক্ষাধিকের কাছ থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা চলে গেল ওঁর পকেটে।

কমন, পরে দক্ষিণা, এঁর বিখ্যাত বচন বলে কথিত।

আরও বচনামৃত আছে। তার আগে একটু ১০০%-এ ১৬৪% মেলানোর রহস্যটিকে দেখে নিই। না না, শার্লক হোমস লাগবে না। অন্যান্য দাদা-দিদিরা যাঁরা সাজেশানের খেলাধুলো জানেন তাঁদের একটি মতামত আছে এ বিষয়ে। ধরুন একটা পরীক্ষায় মোট প্রশ্ন আছে ৪১টি। সব প্রশ্নের উত্তরের জন্যই সমান নম্বর জুটবে। এই ৪১টার মধ্যে উত্তর দিতে হবে ২৫টার। সেই ২৫টার মধ্যে আবার এমন ১৫টা প্রশ্ন আছে যার উত্তর দেওয়া বাধ্যতামূলক। আর বাকি ২৬টার মধ্যে ১০টার উত্তর দিতে হবে। এই সাজেশানদার বিখ্যাত দাবি হচ্ছে ৪১টার মধ্যে ৪১টাই কমন আসবে প্রশ্ন। কোন ২৫টার উত্তর করবেন, এবারে পরীক্ষার্থী বাছাবাছি করুন। এভাবেই হয়তো ১৬৪% মেলানোর দাবি। চমকপ্রদ ব্যবসায়িক বুদ্ধি বটে।

অঙ্ক কি মিলল? আজ্ঞে জানি না। কষার চেষ্টাও করিনি। ইতিহাসে পাতিহাঁস/ ভূগোলেতে গোল/ অঙ্কেতে মাথা নেই/ হয়েছি পাগল। অতএব মেলাবেন তিনি মেলাবেন বলে ছেড়ে দিয়েছি। শুধু নজরে রেখেছি আরেকটা ছোট্ট তথ্য। শুরুতে কিন্তু আছে ৭৫% মেলানোর কথা। অর্থাৎ চুক্তিতে একটা ফাঁকতাল রেখেই দলিল বানিয়েছেন শিক্ষা-ব্যবসায়ী দাদা। একসময় প্রচুর প্রাইভেট টিউশন করানোর অভিজ্ঞতা এবং তাঁদের দেখার অভিজ্ঞতা থেকে জানি, যে সম্ভাব্য প্রশ্ন অনুমান করা যেত। যায়ও। টেস্ট পেপারে বিগত দশ বছরের প্রশ্নের প্যাটার্ন দেখে তাঁরা অনুমান করতেন এবং প্রায় সবক্ষেত্রেই মিলতে দেখেছি ওই ৭৫%-এর কাছাকাছি। কিন্তু সে তো সবাই পারে। তাহলে সাজেশান দাদার কাছে যাবার দরকার কী? পার্থক্যটা চোখে আঙুল দিয়ে দাদার মতো করে দেখিয়ে দিলেন ওই ১৬৪%-কে সামনে রেখে। আর লক্ষাধিকের কাছ থেকে একটা মোটা অঙ্কের টাকা চলে গেল ওঁর পকেটে। যাচ্ছেও।

তবে কিনা গুরুরও গুরু থাকে, ওস্তাদেরও ওস্তাদ। ওই সাজেশান কেউ ধরুন ৫০০০ টাকা দিয়ে কিনে নিল, তারপরে আশপাশের পরীক্ষার্থী বন্ধুবান্ধবকে ১০০০ টাকায় দিতে শুরু করল। অনেকেই দেখেছেন বিজ্ঞাপন। অনেকেই ক্লাসের পড়া পড়েননি। কারণ সবাইকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে, অভিভাবক থেকে শিক্ষা ব্যবস্থার বেশিরভাগের মাধ্যমে, 'পড়াশোনা করে যে/ গাড়িচাপা পড়ে সে'। আসলে বোঝানো হয়েছে শর্টকাট টু সাকসেস হল মোদ্দা কথা। বোকারা খেটে মরে। চালাকেরা সহজেই জিতে যায়। কিন্তু তাদের জানানো হয়নি, 'অতি চালাকের গলায় দড়ি'। অতএব তারা সাজেশান কেনে। সস্তায় পেলে আরও কেনে। এবং যে সাজেশান দাদা, তাঁর বিখ্যাত বাণীই যখন 'ছাত্রজীবন জ্ঞানার্জনে সময় নয়, মার্কস অর্জনের সময়, জ্ঞানের জন্য জীবন পড়ে আছে' তখন তো আরওই কেনে।

এরপর ষোলোর পাতায়

নোটস পড়লেই ১৬৪ শতাংশ কমন। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপনে অদ্ভুত দাবি। অমুক স্যরের কাছে না পড়লে নাকি পরীক্ষায় পাশই করা যায় না! এ নিয়ে বিতর্ক হয় ঠিকই, কিন্তু এই ব্যবস্থাকে আমাদের জীবন থেকে আলাদা করা যায় না। এখানে যাওয়া-আসার সুবাদে কত সম্পর্কের সৃষ্টি। অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার। কালে কালে এই ব্যবস্থায় নানা রদবদল।

বকুনির উষ্ণতা থেকে কর্পোরেট শীতলতা

তৃণা বসাক

স্টুডেন্ট হিসেবে কোনওদিন খুব তুখোড় না হলেও মন্দ ছিলাম না কোনওদিনই। তবে ছিলাম বেশ ছটফটে। তাই স্কুলবেলা থেকে কলেজবেলা পর্যন্ত স্কুল, কোচিং ও কলেজ মিলিয়ে অনেক শিক্ষক-শিক্ষিকাই আজও মনে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু আজকালকার অনেকের এই অভিজ্ঞতা হয় না। সত্যি বলতে কী, আমরা যারা 'সেকাল' দেখে বড় হয়েছি, তাদের কাছে একালের এই ঝলমলে কোচিং সংস্কৃতিটা একটু অচেনাই ঠেকে। স্মৃতির ভাণ্ডার থেকে কিছু কিছু নস্টালজিয়া আলগোছে উঠে আসে শীতকালীন মিঠে রোদের মতো। যেসবের রোমন্থনে মনের আরাম হয়। আবেগী, বোকা মানুষের এই এক জ্বালা। মনে পড়ে যায় সেই অ্যানুয়াল পরীক্ষার ঠিক আগের দুপুরগুলো; রাগি স্যরের কড়া ধমক, গাঁট্টা, কানমলা, স্নেহের ডাক... ভালো পড়া দিলে মিশুকে দিদিভাইয়ের খাতায় 'গুড' লিখে দেওয়া... মনে পড়ে বৃষ্টির দিনে কোচিং ছুটি হয়ে যাওয়ার পর সেই অবারিত আনন্দ... ছুটির পর বন্ধুদের সঙ্গে বাড়ি ফেরা...নোটস দেওয়া নেওয়া ... ভীতু কৈশোরের প্রথম প্রেমের অনুভূতি... কোচিংয়ের সময়টুকুই কেবল তাকে দূর থেকে দেখবার সুযোগ পাওয়া। আসলে তখন পড়ার চাপে আমাদের শৈশবটা হারিয়ে যেত না, অঙ্কখাতার পেছনে কাটাকুটি খেলায় কিংবা 'তুই আগে গেলে পাশে জায়গা রাখিস'-এ নিখাদ বন্ধুত্বের গল্প সাজাতাম। দিন বদলেছে, বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলোর সমীকরণ পালটেছে। যুগের দাবি মেনে প্রায় মাধ্যমিকের গণ্ডি থেকেই এখন শিক্ষকরা হয়ে উঠেছেন 'মেন্টর', আর সহপাঠীরা 'কম্পিটিটর'।

সেকালের কোচিং এবং একালের কোচিংয়ের মধ্যে এই যে বিস্তর এক ব্যবধান তৈরি হয়েছে, তা মূলত আমাদের আর্থসামাজিক এবং তজ্জনিত মানসিক পরিবর্তনেরই প্রতিফলন। এর সঙ্গে সরকারি স্কুলগুলির মানগত দুরবস্থা ও শিক্ষার ক্রমাগত প্রাইভেটাইজেশনের বিষয়টিও অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। উল্লেখ্য, সেকালের কোচিং কখনোই স্কুলের বিকল্প ছিল না। স্কুলের পড়াশোনার পরিপূরক

দিন বদলেছে, বন্ধুত্বের সম্পর্কগুলোর সমীকরণ পালটেছে। যুগের দাবি মেনে প্রায় মাধ্যমিকের গণ্ডি থেকেই এখন শিক্ষকরা হয়ে উঠেছেন 'মেন্টর', আর সহপাঠীরা 'কম্পিটিটর'। সেকালের এবং একালের কোচিংয়ে বিস্তর ফারাক।

এক ব্যবস্থা ছিল মাত্র। বড়দের মুখে শোনা, গত তিন-চার দশক আগেও 'কোচিং' শব্দটির ধারণা ছিল একদম ভিন্ন। তখন কোচিং বা প্রাইভেট টিউশনকে দেখা হত মূলত একটি প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা হিসেবে। তখন সব শিক্ষার্থী কোচিং সেন্টারে যেত না। খুব বেশি হলে অঙ্ক, বিজ্ঞান বা ইংরেজির মতো বিষয়গুলি বুঝতে সাধারণত ছাত্রছাত্রীরা কোচিং নিত। আর বর্তমানে প্রতিটি বিষয়ের জন্য কোচিং হয়ে দাঁড়িয়েছে অপরিহার্য। যেখানে একসময় কোচিং ছিল পিছিয়ে পড়া বা সাধারণ যে কোনও শিক্ষার্থীর জন্য পাঠ্যবিষয় বোঝার এক বিশেষ অবলম্বন, আর আজ তা হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি বিশাল 'শিল্প' বা 'ইন্ডাস্ট্রি'। আর এর মধ্যে দিয়েই শিক্ষার ঘটেছে 'পণ্যায়ন'। তেল, নুন, সাবানের মতোই শিক্ষা নিয়েও যেন আজ বড় বড় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও তাদের 'ব্র্যান্ড' গড়ে তুলেছে। আর আক্ষরিক অর্থেই ছাত্রছাত্রীরা হয়ে উঠেছে তাদের 'উপভোক্তা'।

করোনার পর থেকে অনলাইন কোচিংয়ের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা দুই-ই বেড়েছে। তবে একটা প্রবণতা বড়ই অদ্ভুত লাগে।

এরপর ষোলোর পাতায়

কাকু, অঙ্কের প্রবলেম মিলছে না, একটু মিতালিকে দেবেন?

অরিন্দম ঘোষ

ইলেভেন-এর বার্ষিক পরীক্ষার আগে আমাকে উদ্দেশ্য করে একটি অবিস্মরণীয় উক্তি করেছিলেন আমাদের ইংরেজি কোচিং-এর সান্যাল স্যর। কথাটা এখনও আমার কানে বাজে। ব্যাপারটা একটু খুলে বলি। ইংরেজি বিষয়টায় আমি বরাবর ভালোই ছিলাম। লেটার মার্কস পেতাম বরাবর। কোচিং-এ গেলে প্রতিদিন পড়ানোর পর শেষের পনেরো মিনিটে দশটা ছোট ছোট প্রশ্ন দিতেন সান্যাল স্যর। সেটার মার্কস দেখে বুঝে নিতে চাইতেন যে, আমাদের পড়াশোনার গতিপ্রকৃতি কোন দিকে চলছে। আমি বরাবর দশটাই ঠিকঠাক উত্তর লিখতে পারতাম। সেদিন কোনও কারণে দুটো উত্তর ভুল হয়েছিল। সান্যাল স্যর খাতাটা চেক করে ভুরু কুঁচকে কথাটা বলেছিলেন আমাকে। পুরো কথাটা ছিল, 'তুই সম্ভবত প্রেমে পড়েছিস। ইলেভেন-এ উঠলেই সবার ডানা গজায়।' এরপর যা হয় আর কী, পুরো ব্যাচে কথাটা রটে গেল। আমি, এই অধম, নাকি প্রেমে পড়েছি। সেই কারণেই পড়াশোনায় গোল্লায় যাচ্ছি। মুখে মুখে ছড়াতে ছড়াতে ব্যাপারটা এমন জায়গায় পৌঁছেছিল যে, লেখার খাতায় সামান্য ভুল করলেই আমার মাঝে মাঝে নিজেকেও সন্দেহ হত আমি নির্ঘাত প্রেম করছি।

তবে কোচিং-এর প্রেমের কাহিনী যদি বলতে হয় সুজয়ের কথা আমাকে বলতেই হবে। তার আগে তখনকার কোচিং-এর প্রেম সম্পর্কে একটু ধারণা দেওয়া দরকার। তখন কোচিং-এ কথা বলার সুযোগ তৈরি করার একমাত্র অস্ত্র ছিল— 'তোর কাছে এক্সট্রা পেন আছে?' অথবা 'গতকালের নোটসটা দিবি?' আসলে পেন তো পকেটেই থাকত, আর নোটস তো কবেই টোকা হয়ে গেছে। তখন খাতার ভাঁজে ভাঁজে চিরকুট চালাচালি ছিল প্রেমিকযুগলের 'হোয়াটসঅ্যাপ'। তখন তো আর হাতে হাতে মোবাইল ছিল না, আমি হাতে প্রথম মোবাইল পেয়েছিলাম ক্লাস ইলেভেন-এ। তার আগে ভরসা ছিল ল্যান্ডলাইন। প্রেমিকার বাড়িতে ফোন করা আর টম ক্রুজের মিশন ইম্পসিবল একই ব্যাপার ছিল। ফোন করে ওপাশ থেকে যদি গম্ভীর গলায় প্রেমিকার বাবা বলতেন 'হ্যালো', সঙ্গে সঙ্গে— 'সরি রং নাম্বার' বলে ফোন রেখে বুক ধড়ফড়ানি শুরু হত। তবে যারা অতিরিক্ত সাহসী ছিল তারা বলত, 'কাকু, অঙ্কের একটা প্রবলেম মিলছে না, একটু মিতালিকে দেবেন?'

যাইহোক, এবার সুজয়ের প্রসঙ্গে আসি। আমাদের বাংলার কোচিং ছিল তিতিরদার কোচিং। এই তিতিরদার কোচিং-এ আমার সঙ্গে পড়ত সুজয়। ব্যাচে বেঞ্চের কোনও বালাই ছিল না, মেঝেতে পাতা থাকত ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া মাদুর। তখন চেয়ার-টেবিলের বিলাসিতা খুব কম কোচিং-এ ছিল। ব্যাচের কুড়িজনের বসার জায়গায় আমরা বসতাম পঁয়ত্রিশজন। এই তিতিরদার ব্যাচে যে সবথেকে বেশি দেরি করে আসত, তার কপালে জুটত দরজার একদম কাছের জায়গাটা, যেখানে জুতোর স্তূপ আর ধুলোবালি তার সঙ্গী হত। সুজয় সেখানেই বসত। এই সুজয়ের ধারণা ছিল ও এই পৃথিবীতে এসেছেই প্রেম করতে। প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রেও সুজয়ের কোনও বাছবিচার ছিল না। বাংলা ব্যাচের কোনও মেয়ে ওর সঙ্গে দু-একটা কথা বললেই ও তাকে নিজের ভবিষ্যৎ জীবনসঙ্গিনী হিসেবে কল্পনা করতে শুরু করে দিত। সেই সুজয় একদিন আমাকে ব্যাচ থেকে বেরোনোর সময় বলেছিল, আমাদের ব্যাচের অদ্রিজা নামের মেয়েটি নাকি ওকে খুব পাত্তা দিচ্ছে।

তখন কোচিং-এ কথা বলার সুযোগ তৈরি করার একমাত্র অস্ত্র ছিল— 'তোর কাছে এক্সট্রা পেন আছে?' অথবা 'গতকালের নোটসটা দিবি?' তখন খাতার ভাঁজে ভাঁজে চিরকুট চালাচালি ছিল প্রেমিকযুগলের 'হোয়াটসঅ্যাপ'।

সুজয়ের কথায় আমি প্রথমে আমল দিইনি। কেননা প্রথমত তিতির স্যরের ব্যাচে ছেলেরা বসত একপাশে আর মেয়েরা বসত আরেক পাশে। কথা বলার কোনও চান্স যেখানে নেই, সেখানে পাত্তা দেওয়া তো দূরের কথা। আর দ্বিতীয়ত, অদ্রিজা নামের মেয়েটিকে আমি একেবারেই পছন্দ করতাম না। কারণ প্রত্যেক ব্যাচে একজন চশমা পরা, তেল চুপচুপে চুলের ছাত্র বা ছাত্রী থাকত, যে বাকিদের সমস্যা বাড়িয়ে দিত। ব্যাচের পড়া যখন শেষের দিকে, সবাই যখন বাড়ি যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে, ঠিক তখনই এই অদ্রিজা হাত তুলে বলত, 'স্যর, গতকালের হোমওয়ার্কটা চেক করবেন না?' শুধু আমি না, পুরো ব্যাচ তখন মনে মনে এই অদ্রিজাকে এমন অভিশাপ দিত যে, তা শুনলে শয়তানও লজ্জা পাবে। কিন্তু দু'দিন যেতেই বুঝলাম সুজয় কিছু ভুল বলেনি। ব্যাচের পড়ানোর মাঝখানে অদ্রিজা সুজয়কে দেখে মিটিমিটি হাসে, আর ব্যাচ শেষের পরে সুজয় আমার সঙ্গে বাড়ি না ফিরে অদ্রিজাকে ওর বাড়ি অবধি ফলো করতে করতে যায়। এই অবধি ব্যাপারটা ভালোই চলছিল। কিন্তু ওই যে বললাম, সুজয়ের প্রেমিক হওয়ার খুব তাড়া ছিল। ফলে একদিন সুজয়ের মুখ থেকেই শুনলাম, সামনের বুধবার সুজয় অদ্রিজাকে প্রেম নিবেদন করে একটি প্রেমপত্র হাতে ধরাবে এবং সুজয় আশাবাদী যে একটা পজিটিভ রেসপন্স ও পাবেই পাবে।

অবশেষে এল সেই প্রতীক্ষার বুধবার। ছুটির পর ব্যাচ থেকে বেরিয়েই সুজয় আর অদ্রিজা মুহূর্তে হাওয়া। বুঝলাম, সুজয় তার প্রেমপত্রটা একটু নিভৃতে দিতে চায়। অদ্রিজা সুজয়ের প্রস্তাব গ্রহণ করবে কি না সেটা ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। অনেকটা রেজাল্ট বেরোনোর আগের দিনের মতো টেনশন হচ্ছিল। কিন্তু পরের দিন ব্যাচে সুজয়ের শুকনো মুখ দেখেই বুঝেছিলাম, কেস গণ্ডগোল। সুজয় প্রথমে মুখ খুলতেই চাইছিল না, অনেক চাপাচাপির পর জানা গেল সুজয়ের প্রেমপত্রটা পড়ে অদ্রিজা নাকি মোট তেইশটা বানান ভুল দেখিয়ে দিয়ে সুজয়কে বলেছিল, 'আগে সঠিক বানান লিখতে শেখ, তারপর প্রেম করতে আসিস।' তারপরে অনেক জল গড়িয়েছে। সুজয় এখন স্কুলে ছাত্রছাত্রীদের বাংলা পড়ায়। আর অদ্রিজা ওই স্কুলেরই প্রধান শিক্ষিকা। স্কুলে দুজন সহকর্মী হলেও বাস্তবেই এখন স্বামী-স্ত্রী। সুজয়ের সঙ্গে দেখা হলে আমি বারকয়েক রসিকতার সুরে জিজ্ঞেস করেছিলাম, আচ্ছা, তোর বানান ভুল হলে অদ্রিজা কি এখনও শুধরে দেয়? প্রশ্নটা করলেই সুজয়ের মুখটা লজ্জায় লাল হয়ে যায়।

এখন বিদেশে অধ্যাপনা করে আমার আরেক বন্ধু হিমাদ্রি। কলেজে পড়ার সময় পলিটিকাল সায়েন্সের ব্যাচের প্রিয়া নামে একটি মেয়ের সঙ্গে সে প্রেম করত। হিমাদ্রির বাবা খুবই কড়া ধাতের মানুষ ছিলেন। হিমাদ্রি ওর বাবাকে যমের মতো ভয় পেত। তাই বাড়িতে যাতে ব্যাপারটা ধরা না পড়ে, তাই মোবাইলে প্রিয়ার নাম সে সেভ করেছিল 'রাজু ইলেক্ট্রিশিয়ান' নামে। কিন্তু

এরপর ষোলোর পাতায়

সীমানাহীন দুনিয়া পয়তাল্লিশগাঁও

দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (বাচ্চু)

পয়তাল্লিশগাঁও। নামটির মধ্যেই কেমন যেন একটা রহস্য ও রোমাঞ্চ। নানা অজানা নতুন জায়গায় যাওয়া আমার একটা নেশা। বন্ধু প্রবীরকে সঙ্গী করে আমরা সকালসকাল বেরিয়ে পড়লাম-- গজলডোবা, ওদলাবাড়ি হয়ে মালবাজার। ওখানে দুপুরের খাবার খেয়ে ফের রওনা। এরপর চালসা পেরিয়ে খুনিয়া মোড় থেকে বাঁ দিক ধরে চাপড়ামারি। এর পর বাঁদিকে কুমাইকে রেখে ডানদিকের রাস্তাতে এগোতেই ওই কালভার্ট যেখানে চিত্র পরিচালক ঋতুদা (ঋতুপর্ণ ঘোষ) 'খেলা' সিনেমার খানিকটা অংশ শুট করেছিলেন। ঋতুদার বড্ড প্রিয় ছিল এই জায়গাটি। পরে ঋতুদার সঙ্গে এখানে এসেও আমরা স্মৃতিচারণ করেছি, আড্ডা মেরেছি। এই যাওয়ার পথে পড়বে কয়েকটি চা বাগান, ছোট ছোট শহর, জঙ্গল, মন ভরানো ধানখেত, ডুয়ার্সের বিখ্যাত সব নদী-- লিস, ঘিস, মাল ইত্যাদি, রাবার গাছ, সিঙ্কোনা গাছ। ভাগ্য ভালো থাকলে হাতি, বাইসন, হরিণের সঙ্গে সাক্ষাৎ।

এরপর নকশাল পেরিয়ে বাঁদিকে গৌরীবাসের রাস্তা ধরে (ডানদিকে ঝালং, বিন্দু) আড়াই কিমি ওপরে দলগাঁও হয়ে দেড় কিমি পেরোলেই একটি হোমস্টে। শিলিগুড়ি থেকে মোটামুটি ৮০-৮৫ কিমি। বিকেল নাগাদ পৌঁছালাম। জায়গাটি খুব সুন্দরভাবে সাজানো। এখান থেকে পাহাড়, জঙ্গল, সমতল সবটাই দৃশ্যমান। এরপর চারপাশটা দেখে অভ্যেসমতো সঙ্গে নিয়ে যাওয়া সুগন্ধি দার্জিলিংয়ের চা পাতা বের করে দিলাম। চা খেয়েই রুটিনমাফিক একাই হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম। ছবির মতো চড়াই উতরাই রাস্তা, দূর থেকে নেপালি লোকসংগীতের সুর ভেসে আসছিল। বেশ লাগছিল। রাস্তায় লোকজন প্রায় নেই। দু'একটি ছোট দোকান, কয়েকটি কুকুর রাস্তায় অলসভাবে শুয়ে, বসে, দু'একটি আবার আমার পিছু নিল, হয়তো বিস্কুটের আশায়। হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎই ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে এল। অন্ধকার রাস্তা, মাথার ওপর গাছের ফাঁক দিয়ে বাঁকা চাঁদ উঁকি দিচ্ছে-- অদ্ভুত এক মায়াবী পরিবেশ। অনেকটা পথ চলে এসেছি হঠাৎ খেয়াল করলাম নেটওয়ার্ক নেই, অগত্যা ফিরতে শুরু করলাম, ভাগ্যিস কোনও চোরবাটো (শর্টকাট পথ) ধরিনি তাহলে তো এই অন্ধকারে রাস্তাই চিনতে পারতাম না। কোনও পথবাতিও নেই। নেই কোনও মানুষজন। যাও দু'একজন পাশ দিয়ে এল গেল অনেকটা আবছা ছায়ার মতন। নিজের জুতোর ও নিঃশ্বাসের শব্দ ছাড়া কিছুই কানে আসছিল না। দূরের পাহাড়গুলোতে টিমটিম করে আলো জ্বলছিল, মিথ্যে বলব না একটু তো গা ছমছম করছিলই। কোনওরকমে অনেকটা পথ অন্ধকারে কখনও মোবাইলের আলো জ্বালিয়ে ফিরলাম আস্তানায়।

ফিরেই হাতমুখ ধুয়ে গরম জামাকাপড়ে শরীর ঢেকে রুফটফে চায়ের টেবিলে গিয়ে কয়েক রাউন্ড সুগন্ধি চা সহযোগে নানা হালকা খাবার নিয়ে স্থানীয় কয়েকজন মানুষজনের সঙ্গে চলল আড্ডা। সেখানকার জীবনযাত্রা,

ওদের জীবনশৈলী, ছেলেবেলার নানান গল্পে গল্পে প্রাণ ভরালাম। পাহাড়ের রাত ১১টা মানে গভীর রাত। তাই আর দেরি না করে দেশি মুরগির ঝোল সহযোগে গরম ভাত কবজি ডুবিয়ে খেলাম। আহা! এখনও স্বাদ জিভে রয়ে গিয়েছে। ঘরে এসেই জানলা খুলে পাহাড় দেখছিলাম। দূরে ভুটানের শিবচু গ্রাম আলোর মালার মতো জ্বলজ্বল করছে। দমকা ঠান্ডা বাতাসে সারা শরীর জুড়িয়ে গেল। চোখ ভেঙে ঘুম এল। কম্বল টেনে সোজা ঘুমের দেশে পাড়ি।

পরদিন সকালটা একটু দেরিতেই হল, এত নির্ভেজাল দূষণমুক্ত বাতাসে ঘুম তো ভালোই হবে। এরপর বেরোলাম গ্রামে। গতরাতের আড্ডায় জেনেছিলাম এই গ্রামের নানা ইতিহাস। সেগুলো শুনতেই সোজা চলে গেলাম ধনে বিশ্বকর্মার বাড়িতে, ওঁর বয়স ১০০ হতে আর মাত্র এক বছর বাকি। দিব্য স্নান প্রাতরাশ সেরে ঘড়ি পরে হাতে একটি লাঠি নিয়ে রোদ পোহাচ্ছিলেন। জানলাম এটা তাঁর রোজকার অভ্যাস। সারাটা বাড়িতে বিভিন্ন ফুলের বাহার, স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলেই পরিচর্যা করেন। প্রথম স্ত্রী গত হয়েছেন, বর্তমানের স্ত্রী তাঁর দ্বিতীয়। তাঁর বয়স আশি। ব্রিটিশ আমলে কালিম্পংয়ের কাগে, আলগাড়া থেকে কয়েকটি পরিবার রঙ্গতে চলে আসে। এরপর সেখান থেকে ১৯৪৫ সালে এঁরা এখানে এসে জঙ্গল কেটে বসবাস শুরু করেন। প্রসঙ্গত বলি, এই রঙ্গতেই একজন

নকশাল পেরিয়ে বাঁদিকে গৌরীবাসের রাস্তা ধরে (ডানদিকে ঝালং, বিন্দু) আড়াই কিমি ওপরে দলগাঁও হয়ে দেড় কিমি পেরোলেই পয়তাল্লিশগাঁও। শিলিগুড়ি থেকে মোটামুটি ৮০-৮৫ কিমি।

আয় মন বেড়াতে যাবি

'বেরা' বলে স্থানীয় তরুণ খুব ভালো রান্না করতেন। ব্রিটিশরা ওঁর রান্না খেয়ে খুশি হয়ে বেরাকে কোচবিহার রাজবাড়িতে নিয়ে যান। তারপর থেকে সেখানেই রান্না করতেন এবং রাজার প্রধান পাচক হয়ে উঠেছিলেন।

যাইহোক, ওই প্রায় শতায়ু ধনেজির বাড়ি থেকে আসবার সময় তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতেই নেপালিতে বললেন, 'ম আজই পনেরো-ষোলো বর্ষ বচছু ভগবানকো কৃপালে, ফেরি ভেট হুনছ' (ভগবানের কৃপায় আরও পনেরো-ষোল বছর আমি বেঁচে থাকব। আবারও দেখা হবে।) ওঁর কাছেই জানলাম যেহেতু ১৯৪৫ সালে এখানে এসে বসবাস শুরু তাই এই গ্রামটির নামকরণ হয়েছে 'পয়তাল্লিশগাঁও'। বর্তমানে ১২৭টি পরিবার, মোট জনসংখ্যা ৫০৬। খুবই আশ্চর্যের বিষয় এই গ্রামের অনেকেই দীর্ঘায়ু। এর আগে একজন ১১৬ বছর বেঁচেছিলেন, নাম 'বনমায়া রাই'। এখনও এখানে ৯০-এর কোঠায় বেশ কিছু মানুষজন দিব্যি রয়েছেন। আমার মনে হয় এত বিশুদ্ধ নির্মল বাতাস আর নিজেদের অর্গানিক প্রথায় চাষাবাস করা খাবারের জন্যই এঁরা দীর্ঘায়ু। এখানে সব ঘরেই নিজেদের খেতখামার রয়েছে। কিন্তু বিনা অনুমতিতেই এ ওর খেতে গিয়ে বাসিন্দারা পছন্দমতো শাকসবজি তুলে নিয়ে আসেন, যেন গোটা গ্রামটাই একটাই পরিবার... একটাই সংসার। তাই এখানে কোনও শাকসবজির দোকান নেই, বিক্রিও হয় না। তার প্রয়োজনও নেই। আর কারও জমিতেই কোনও সীমানা প্রাচীর দেখিনি। ভাবছিলাম আমাদের শহুরে জীবনে এটা হলে কী ঘটত? এখানে আশি শতাংশ বাড়ির কেউ না কেউ সিঙ্কোনা বাগানের সঙ্গে জড়িত ও কর্মরত। এছাড়া কিছু পরিবার মধু চাষ, শুয়োর, গোরু, ছাগল, মুরগি প্রতিপালন করে জীবিকানির্বাহ করে থাকেন। আর প্রতিটি বাড়ির ছেলেমেয়েরাই সবাই স্কুল-কলেজে পড়াশোনা করে, কেউ কেউ বোর্ডিংয়েও থাকে। সারা গ্রামে একটাই কামারের দোকান, সেখানে ছুরি, কাঁচি, হাঁসুয়া, কুকরি সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী তৈরি হয়। মানুষটির সঙ্গে তাঁর দোকানেই গল্প করছিলাম। অবাক হলাম দেখে যে দোকানের কোনও ঝাঁপ নেই। লোহালক্কড় সবকিছু ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে, এমনকি ১২০০ টাকা দামের কুকরিও। জানলাম যে এখানে চুরি হয় না। গ্রামে কোনও চোর নেই। বাসিন্দাদের বিশ্বাস, যদি কেউ চুরি করেও তো সে খাদে পড়েই মরে যাবে। এখানকার বেশিরভাগটাই জঙ্গলে ঘেরা। তাই আশপাশে বুনোশুয়োর, হরিণ রয়েছে। হঠাৎ করে হাতিরও দেখা মেলে, তবে কারও কোনও উৎপাত নেই। রয়েছে নানা প্রজাতির পাখি। যাঁরা শুধুই প্রকৃতিপ্রেমিক, তাঁদের জন্য এই জায়গাটি ভীষণভাবে আদর্শ।

গ্রাম্য পথে ঘুরে বেড়ানো ছাড়াও এখান থেকে ঝালং, বিন্দু, সামসিং, সুনতালেখোলা, লালিগুরাস ইত্যাদি জায়গায় যাওয়া যেতেই পারে। একবেলা হেঁটে নীচ থেকে বয়ে যাওয়া 'নকশাল' নদীর ধারে কাটিয়ে আসতেই পারেন। আর যদি দলবেঁধে আসেন তাহলে ওঁরাই একদিন জলঢাকা নদীর ধারে আপনাদের নিয়ে রান্নাবান্না করে চড়ুইভাতির ব্যবস্থাও করে দিতে পারেন।

বকুনির উষ্ণতা থেকে কর্পোরেট শীতলতা

পনেরোর পাতার পর

শিক্ষক তাঁর ছাত্রছাত্রীদের মুখটুকু পর্যন্ত দেখলেন না, সে কেমন মনের মানুষ তা চিনলেন না, কোন ছাত্র ক্লাসের মাঝে পড়ায় অমনোযোগী হয়ে ঘুমিয়ে পড়ল তা জানলেন না (যদি না জুম মিটিং জাতীয় কোনও ভিডিও কনফারেন্স অ্যাপে ভিডিও অন করে ক্লাস হয়)। আর কেবল বাঁধাধরা এক সময়সূচি অনুযায়ী অনলাইন এসে পড়িয়ে চলে গেলেন?! ঠিক হজম হয় না। তবু, সময়ের দাবি বলে কথা...

মনে পড়ে আজ থেকে প্রায় ১২-১৩ বছর আগে আমার ইংরেজির কোচিং স্যারের কথা। সেই স্যর আমাদের বোধহয় ক্লাস ফাইভ থেকে ১০০টা করে ট্রানস্লেশন, ভয়েস চেঞ্জ করতে দিতেন। বোঝাতেনও তেমনি অসাধারণ। গ্রামাটিক্যাল ভুল বা পড়া না করে আসলে পিঠে 'দুম' করে একটা প্রচণ্ড মার অথবা ১৮০ কানমলা জুটত। আবার ততধিক স্নেহ করতেন। পরবর্তীতে সেই স্যর আমার লেখা ইংরেজি কবিতার ছবি তুলে নিয়ে গিয়ে সবাইকে দেখাতেন। মাধ্যমিকের বিজ্ঞান ও অঙ্কের স্যরেরাও ছিলেন অমায়িক মানুষ। একজন কখনও স্টুডেন্টদের 'মা', 'বাবা' বলে ডাকতেন তো কখনও পড়ার মাঝে এমন মজা করতেন যে পেটে খিল ধরার জোগাড় হত। তাতে অবশ্য পড়ার কোনও ক্ষতি হয়নি কোনওদিন। বরং উলটোটাই হয়েছে। ছিলেন আমার মাধ্যমিকের অঙ্কের গৃহশিক্ষক, যিনি অঙ্ক পরীক্ষার দিন আমার সঙ্গে পরীক্ষাকেন্দ্রে গিয়েছিলেন যাতে আমি ঘাবড়ে না যাই। আমার মাধ্যমিকের বিজ্ঞান স্যর ছিলেন বেশ ব্যক্তিত্ববান ও রাগি মানুষ। বেত নিয়ে পড়াতে বসতেন গাধা পিটিয়ে ঘোড়া বানানোর জন্য। যাঁর জন্য ভৌতবিজ্ঞানের প্রতি আমার বহুকালের ভীতি কাটে। মাধ্যমিকের শেষে কাঁচা হাতে তাঁকে একটি পোর্ট্রেট এঁকে দিয়েছিলাম যেটি আজও তাঁর পড়ানোর ঘরে তিনি টাঙিয়ে রেখেছেন। প্রত্যেকেই এখনও আমার খোঁজ রাখেন, কী করছি, পড়াশোনা কেমন চলছে... ইত্যাদি। এঁদের প্রতি শ্রদ্ধার শেষ নেই। কত ফাঁকিবাজি, দুষ্টুমি, বাঁদরামি করেছি যা তাঁরা সন্তানস্নেহে সহ্য করেছেন। স্নেহ করেছেন। মূল্যবোধ, নৈতিকতা শিখিয়েছেন। শাসন করেছেন। আজ ফিরে দেখলে তাঁদেরকে কেবল 'মেন্টর' নয়, একেকজন অভিভাবক বলে মনে হয় যেন কোথাও গিয়ে, যাঁরা পুঁথিগত বিদ্যার বাইরে গিয়ে জীবনের শিক্ষাও দিয়ে গেছেন প্রচুর। মনে পড়ে যায় নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখা 'দাম' গল্পের সেই লাইনগুলি... 'মনে হলো, স্নেহ-মমতা-ক্ষমার এক মহাসমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি। সেই স্নেহ-কোটি মণি-মাণিক্য দিয়ে যার পরিমাপ হয় না; সেই মমতা— যার দাম সংসারের সব ঐশ্বর্যের চাইতে বেশি; সেই ক্ষমা—কুবেরের ভাণ্ডারকে ধরে দিয়েও যা পাওয়া যায় না।'

বর্তমান সময়ের কোচিং সেন্টারগুলির সুসজ্জিত বহুতল ভবন, শীতাতপনিয়ন্ত্রিত শ্রেণিকক্ষ, কর্পোরেট পরিবেশ, কেতাদুরস্ত প্রফেশনালিজম ও কোটি কোটি টাকার বিজ্ঞাপনে এসব মিলবে না। এখানে শিক্ষার্থীকে 'ছাত্র' নয়, বরং 'ভোক্তা' বা 'কাস্টমার' হিসেবে দেখা হয়। ভর্তির বিজ্ঞাপন থেকে শুরু করে চটকদার প্রচারের মাধ্যমে অভিভাবকদের প্রলুব্ধ করা হয়। অচিরেই শিক্ষার্থীদের মধ্যে 'ফার্স্ট' হওয়ার এক অসুস্থ প্রতিযোগিতা ঢুকে যায়। র‍্যাংকিং এবং বিশেষ ব্যাচের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিভাজন তৈরি হয়, সকাল থেকে সেন্ধ পর্যন্ত তারা যেন এক কর্পোরেট শিখন-পরিবেশে নিজেদের ভবিষ্যতের কর্মজগতের ছাঁচে ঢালতে ব্যস্ত থাকে। একটু জিরোবার, একটু বাঁদরামির, একটু দুষ্টুমিরও সময় নেই। সুযোগ নেই। এখানে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করে এসে কেরিয়ার গড়ার দৌড়ে শামিল সবাই। কারণ? ভালো নম্বর পেতে হবে। সাবজেক্ট পড়তে ভালো লাগুক আর না লাগুক। যাদের আর্থিক সামর্থ্য আছে, তারা নামী কোচিং সেন্টারে পড়ে ভালো রেজাল্ট করছে। অন্যদিকে, দরিদ্র মেধাবী শিক্ষার্থীরা আধুনিক সুযোগসুবিধা ও উন্নত শিক্ষা উপকরণ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। কারণ সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার আজকালকাল হাল, আর তার ফলে তৈরি হচ্ছে বিভেদ।

'জ্ঞান' যখন বাজারে বিক্রি হওয়া একটি পণ্য হয়ে যায় তখন শিক্ষা আর কোনও মৌলিক অধিকার বা মানবিক উৎকর্ষের মাধ্যম থাকে না, বরং তা বাজারে 'ফ্যালো কড়ি মাখো তেল' মার্কা এক ব্যবস্থাপনায় পরিণত হয়। প্রশ্ন জাগে, আচ্ছা এই এত লাখ লাখ শৈশব-কৈশোর তাদের সুকুমার প্রবৃত্তিগুলি বিসর্জন দিয়ে, ছুটির দিন বৃষ্টিতে ভিজে খুনশুটি না করে, আলসেমি করে শীতের দুপুরগুলো গল্পের বই পড়ে না কাটিয়ে- শুধু 'নম্বর পাওয়ার' দৌড়ে মেতে গেলে ভবিষ্যতে এরা যখন সমাজের নানা জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হবে, তখন স্মৃতিচারণ করার মতো এদের কাছে কৈশোরের নস্টালজিয়া বলতে আদৌ কি কিছু থাকবে? নাকি আয়ত্ত করা প্রফেশনালিজমে দরকার পড়বে না এসবের? - কে জানে! ইতিমধ্যেই সেন্ধ হয়। পিঠে ব্যাগ আর কোনও এক নামী কোচিংয়ের ইউনিফর্ম পরিহিত একদল ছেলেমেয়ে দলে দলে বাড়ি ফেরে। আজ ওদের মক টেস্ট ছিল। কাল আবার আছে। পরশু আবার... ওরা হেঁটে যায় বাড়ির পথ খুঁজে। পায় কি?!... আর সেই বহুতলের পাশে টিমটিম করে জ্বলে ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসে টিনের চালের বৈঠকঘরে শতরঞ্চি পেতে অপেক্ষমান জনৈক তপন মাস্টারের কোচিংয়ের পুরোনো হোর্ডিংয়ের আলো- 'এখানে যত্ন সহকারে পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণির বিজ্ঞান বিভাগ পড়ানো হয়ে থাকে...'

অদ্ভুত অঙ্কে ১৬৪ % কমন

পনেরোর পাতার পর

তারা তো জীবনেও শোনেনি, সামান্য অন্য বানানে মার্কস বলে একজন মানুষ তাঁর 'ডাস কাপিটাল'-এ অর্থনীতি আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'শিক্ষা মুক্ত হবে' একদিন। মুক্তি শব্দটা এখানে টাকা-পয়সায় কেনাবেচার অন্ত রূপে এসেছে।

সেই মুক্তিতে সাজেশান দাদা-দিদিদের বা দেশে শিক্ষার চেহারা কেমন হবে তার সাজেশান দেওয়া দাদা-দিদিদেরও ভরসা ছিল না এবং এখনও নেই বলে এমন ব্যবসা ফলাও হয়েছে। এই যে ব্যবসার ধাঁচটা এটাও কিন্তু তৈরি হয়েছে আরও আগে। তখনও মোবাইল আসেনি। ইন্টারনেট নেই। রাস্তায় ট্রাম চলে। লোক বাদুড়ঝোলা হয়ে বাসে-ট্রেনে চড়ে যায় গন্তব্যে। ফুটপাথে, বস্তিতে, তথাকথিত মধ্যবিত্তের পায়রার খুপরি ফ্ল্যাটেও তখনও উনুন জ্বলে। গ্যাস সর্বত্র ছেয়ে যায়নি। রাস্তায় নামীদামি কোম্পানির গাড়ি নেই। সরকারি চাকরি মানে লাইফ ইনসুরেন্স।

সেই সময়, কাগজে, রাস্তার পাশের পোস্টারে ছাপা থাকত বিখ্যাত দাদাদের কোচিং সেন্টারের নাম। কোচিং-কে কোচিন-ই বলত বেশিরভাগ। অন্যতম সত্যদা থেকে পরে মিলনদাদের সত্যযুগ চলেছে তখন। সেই সময় সত্যদার বিখ্যাত বাণী ছিল 'বই পড়তে হয় না, ক্লাস করতে হয় না'। নিজেই নিজের ছবিওয়ালা বিজ্ঞাপনে নিজের সম্পর্কে ঘোষণা করতেন, যে তিনি 'পশ্চিমবঙ্গের আলোড়ন সৃষ্টিকারী শিক্ষাবিদ'। পাশে থাকত লেখা, 'প্রায় লক্ষাধিক মানুষ আমার পরামর্শ পেয়েছে'। তার নীচে সই। এইচএস, ডব্লিউবিসিএস, জয়েন্ট এন্ট্রান্সের পরে শুরু হত বিএ'র সারি। বিএ, বিএসসি, বিকম। এম আসত তারপরে। এমএ, এমএসসি (এম), এমকম। তাতেও কম পড়ত বলে, সঙ্গে মিসলেনিয়াসকে সংক্ষেপিত করে ক্লার্ক অবধি গিয়ে ক্ষান্তি দিতেন। এবং এই বিজ্ঞাপনের শীর্ষে বিজ্ঞাপনের সবচেয়ে বড় হরফে বোল্ড করা থাকত 'প্রশ্নোত্তরে মাধ্যমিক' কথাটা। নেহাত, পিএইচডি-টা ছাড়া গোরু ছিল না, নইলে তাও চরিয়ে দিতেন।

মির্জাপুর ওয়েব সিরিজ নয়, সিটি কলেজের পাশে ছিল তাঁর বিখ্যাত সেন্ট্রাল ক্যালকাটা করেসপন্ডেন্স কলেজ, ১৪সি সূর্য সেন স্ট্রিটে। সেখান থেকে ছড়িয়ে যেত তাঁর অমূল্য সাজেশান, বিনামূল্যে অবশ্যই নয়। তবে সত্যদা লিখেই দিতেন 'পাশ করুন'। তাঁর বিজ্ঞাপনে কোনও উত্তর চব্বিশ পরগনার সৌম্যজিৎ সাহার নাম থাকত না, যার ক্লাস নাইনে গার্ডিয়ান কল হয়েছিল বলে বাবা যাকে সাজেশান এনে দিয়েছিল সাজেশানদার এবং সেই সাজেশান পড়ে ১৪৭%-এর মতো প্রশ্ন কমন পেয়েছিল সে। শুধু তাই নয়, মাধ্যমিকে অঙ্কে একশো এবং সাতটা লেটার পেয়েছিল। সুস্মিতা বা সায়নদের কথাও থাকত না। অর্থাৎ অমুক প্রকাশকের সাজেশান পড়লেই প্রথম, দ্বিতীয় ইত্যাদি হওয়া যায়, এমন টেলিভাষিত বিজ্ঞাপনের মডেল সত্যদা নয়, সাজেশানদাই সম্ভবত।

কিন্তু ঈষৎ অর্থবান ঘরের ছেলেমেয়েরা সেকালে চুটিয়ে কিনেছে এবং পড়েছে এসব সাজেশান। সত্যদা থেকে মিলনদা স্রোত চলেছেই। কিংবদন্তি ছিলেন এক দাদা। সাত-আটটা সাবজেক্টে মাস্টার ডিগ্রির অধিকারী ছিলেন বলে দাবি। আবার সব আমলেই কানে কানে কিছু কথা থাকে। সে আমলেও ছিল। ওই দাদা বিদ্যালয়ের শিক্ষক, কলেজ-ইউনিভার্সিটির অধ্যাপকদের দিয়ে বেনামে নোট লেখান মোটা অঙ্কের বিনিময়ে, স্বনামে পাঠান সেসব। সঙ্গে হাওয়ায় এও উড়ত, যে হোয়াটসঅ্যাপে প্রশ্ন লিকের যুগ আসার আগেই এ বিষয়ে তিনি গুরুদেব ছিলেন। বিশেষ দাক্ষিণ্যে ও দক্ষিণায় প্রশ্ন পেয়ে যেতেন। এও কালে কালে পল্লবিত হয়েছে, ওই প্রশ্ন ফাঁসের দায়েই তাঁকে পুলিশে ধরেছিল। মামলাটা কেমন যেন পানসে হয়ে যায় একদিন কোনও এক অজানা কারণে। তেমনই নানা চর্চায় উঠে আসে ওই দাদার আচমকা মৃত্যুর সম্পর্কে নানা কথা।

মৃত্যু হয়েছে শিক্ষায় আনন্দেরও, বহুকাল আগেই, রবীন্দ্রনাথের তোতাপাখিটির কাহিনী মোতাবেক। আবার শিক্ষাদানের আনন্দ জীবনানন্দও মৃত্যুর আগে পেয়ে যাননি। জীবনানন্দের একটি প্রবন্ধ ছিল, 'শিক্ষা সাহিত্য ইংরেজি'। নিজ অধ্যাপক জীবন থেকেই বিষয়বস্তুটিকে ধরেছিলেন। লিখেছিলেন : 'ইংরেজি সাহিত্য কী ব্যাপার বুঝতে চায় না তারা-- কতগুলো বই তাদের উপর গছিয়ে দিলে নোট পড়ে খালাস পেতে চায়। এ অবস্থায় এত সব ইংরেজি পাঠ্যে, পরীক্ষায় ও তার কড়াকড়ি নিয়মে ছেলেদের থ্যাঁতলালে ধর্ষকামনা তৃপ্ত হবে; সাহিত্যের কোনও উপকার হবে না।' যে শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে আজ তা কেমন সে বিষয় পণ্ডিতজন জানাতে পারবেন। কিন্তু নোট, অর্থাৎ কড়কড়ে টাকা আর নোটস, অর্থাৎ সাজেশান এখনও যুগ যুগ জিও।

কোচিং-ক্লাসে। ছবি : সূত্রধর

একটু মিতালিকে দেবেন?

পনেরোর পাতার পর

ওই যে কথায় আছে না, যেখানে বাঘের ভয় সেখানে সন্ধ্যা হয়।

শুনেছি একদিন যখন বাথরুমে গিয়েছিল, প্রিয়া সেইসময় একটা জরুরি দরকারে ওকে অনেকবার কল করে। বাথরুম থেকে ফিরে আসার পর হিমাদ্রির বাবা নাকি ওকে বলেছিল, রাজু ইলেক্ট্রিশিয়ান তোকে এতবার করে কল করছিল কেন? আমাদের কি বাড়ির কোনও ইলেক্ট্রিকের জিনিস খারাপ হয়েছে? শুনেছি হিমাদ্রি প্রশ্নটা শুনে ওই বয়সেও ভয়ে একেবারে ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলেছিল।

তবে কোচিং মানেই যে শুধু প্রেম আর খুনশুটি, তা কিন্তু নয়। সান্যাল স্যর বা তিতিরদারা ছিলেন আমাদের অলিখিত অভিভাবক। তাঁদের ওই কড়া শাসন আর অকারণে বকুনির আড়ালে যে কী ভীষণ স্নেহ লুকিয়ে ছিল, সেটা তখন বুঝিনি। সান্যাল স্যরের ইংরেজি ব্যাচে উজ্জ্বল নামের একটি ছেলে ছিল, প্রতি মাসে ফি দিতে দেরি করত। সান্যাল স্যর আমাদের কাছে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলেন, ওর বাবা নেই, মা নদীতে পাথর ভাঙার কাজ করে। এটা জানার পর যতদিন উজ্জ্বল ওই ব্যাচে ছিল, সান্যাল স্যর উজ্জ্বলের কাছে কোনও ফি নেননি।

এখন যখন আমাদের ফেলে আসা কোচিং-এর দিনগুলোর এইসব স্মৃতি মনে পড়ে, বুঝতে পারি, আমাদের কোচিংগুলো যেন ছিল সম্পর্ক, প্রেম আর ভালোবাসার রিহার্সাল রুম। আজ হয়তো ক্যারিয়ারের ইঁদুর দৌড়ে আমরা অনেক এগিয়ে গেছি, জীবনের কঠিন সব সিলেবাসও পাশ করে ফেলেছি। আমাদের সেই রিহার্সাল রুম হয়তো আবছা হয়ে গেছে, কিন্তু ফেলে আসা কোচিং আজও স্মৃতির পাতায় অমলিন।

অতলান্ত

ছোটগল্প

রণজিৎ দেব

১

এক গ্লাস জল দাও তো নিভা— শুয়ে শুয়ে কোনোরকমে কথাগুলো শুকনো গলায় বলে সৌমেন। শিয়রে বসা মেয়েটি গ্লাসে জল ঢেলে সৌমেনের মুখে তুলে দেয়। দু'ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়ে মেয়েটির গাল বেয়ে। এমনি করে ক'দিন কাটাবে সদ্য বিবাহিতা মেয়েটি, আর কতকাল সৌমেনের শিয়রে বসে চোখের জলে জামাকাপড় সবকিছু ভাসিয়ে দেবে। কী করেছিল সে! কী পাপ করেছিল জীবনে! যার দরুন ভগবান তার কাছ থেকে তিলে তিলে পাপের জরিমানা আদায় করে নিচ্ছে। ভাবতেও অবাক লাগে নিভার। এমনটি যে হবে সে কোনোদিন ভাবতে পারেনি। তার কি না ছিল— বাড়ি, গাড়ি সব। কিন্তু আজ চাপা কান্নায় বুক ভেঙে যেতে চায়। প্রয়োজনমতো সৌমেনের পথ্য জোটানোই দায় হয়ে ওঠে এই মেয়েটির। ডাক্তার বলেছে পথ্যাদি ঠিকমতো দেওয়া চাই। যে রোগ, ওষুধের চেয়ে পথ্যেরই প্রয়োজন বেশি!

নুন আনতে পান্তা ফুরোয় যার, তার বসে বসে কান্না ছাড়া কোনও উপায়ই ছিল না সেদিন। স্নানাহার বাদ দিয়ে জীবনের প্রথম থেকে আজ অবধি সবকিছুই একটানা চিন্তা করে গেছে সে। কী ছিল, কী হল!

কলেজ জীবনের কথাই ধরা যাক, কত সুখে ছিল নিভা। নাচ, গান, আবৃত্তি কোনটাতে কমতি ছিল, সবেতেই প্রথম পুরস্কার ওর। কলেজের এমন কোনও ছেলে বা মেয়ে ছিল না, ওর কৃপাপ্রার্থী না হত। পড়াশোনায় সৌমেন হত ফার্স্ট। সে-ও ওরই কৃপাপ্রার্থী ছিল। সৌমেনের সঙ্গেই বেশি মেলামেশা ছিল নিভার। তাই কলেজজীবনে নিভাকে নিয়ে আড়ালে-আবডালে অনেক গল্প জমে উঠত। সেদিক থেকেও নিভার গর্বেরই বিষয় ছিল। এমএ পরীক্ষায় সৌমেন যখন ইউনিভার্সিটিতে ফার্স্ট হল, সেবার ওদের আনন্দ আর দেখে কে, মনে হয় দেবতা তুষ্ট হয়েই ওদের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছিল আড়াল থেকে। নতুবা কলেজের প্রায় সবাই আনন্দ-প্রীতি-ভালোবাসা দিয়ে এভাবে স্বর্গরাজ্য গড়ে তুলেছিল কেন? ভগবান নিশ্চয়ই ছিলেন। তবে এর মধ্যে অনেকেই যে ঈর্ষা পোষণ করত না, তা নয়।

অনিতাই তো সৌমেনকে ডেকে বলেছিল— 'নিভার সঙ্গে এতটা গা মাখামাখি ভালো না সৌমেন। কী সব শুনছি আজকাল। তুমি তো এমন ছিলে না! তুমি গ্রামের ছেলে, বড়লোকের সঙ্গে এরকম মেশামেশি ধাতে সইবে তো?'

সৌমেন সেদিন অনিতার কথাগুলো খুলেই বলেছিল নিভার কাছে। আর যায়নি কোনোদিন অনিতার বাসায়। তাতে যেমন লজ্জা পেয়েছিল, ক্ষুব্ধও হয়েছিল। অনিতার বাবার অনুরোধেই ওদের বাসায় যেত। সৌমেনের স্কুলমাস্টার ছিলেন অনিতার বাবা। তাই তাঁর কথা উপেক্ষা করেনি কোনোদিন। নিভাও আর যেতে দেয়নি তাকে। আষ্টেপৃষ্ঠেই বেঁধেছিল। ছাড়া পায়নি কোনওদিন। আজও না।

সৌমেনের বাবার টেলিগ্রাম এসেছিল চান্দা চাঁপাতলা থেকে। মেডিকেলে পড়ার জন্য কলকাতা যেতে বলেছিল। কিন্তু সৌমেন যায়নি। যেতে দেয়নি নিভা। সাতশো পঁচিশ টাকা বেতনের চাকরি জুটিয়েছিল ওরা।

বাবা-মার মতো উপেক্ষা করে একরাতে নিভা চলে গিয়েছিল বাড়ি থেকে। চল্লিশ টাকার ভাড়াবাড়িতে উঠেছিল নিভা ও সৌমেন। কয়েক মাস ভালোই কেটেছিল ওদের। সে ভালো আর চলল না বেশিদিন। অভিশপ্ত জীবনে দুর্যোগ দেখা দিল। সৌমেন রোগাক্রান্ত হয়ে জলের মতো টাকা খরচ হতে লাগল। চাকরির প্রথমেই একটানা তিন-চার মাস ছুটি মঞ্জুর হল না। পরে অনেক চেষ্টাচরিত্র করে অর্ধেক বেতনে ছুটি মঞ্জুর হল। এই অর্ধেক বেতন দিয়েই নিভাকে কোনোরকমে রোগীর পথ্য ও সংসার চালিয়ে নিতে হত।

নিভা তার বাবা-মার কাছে অনেক চিঠি দিয়েছিল সাহায্যের জন্য, সৌমেনকে বাঁচাবে, নিজে বাঁচবে বলে। সংসার করবে সে। ডাক্তারের নিষেধ সত্ত্বেও মাতৃত্বের আকাঙ্ক্ষায় কাছে টেনে নিয়েছিল সৌমেনকে। তার আশা পূরণ হয়েছিল। অন্তঃসত্ত্বা হয়েছিল নিভা।

আর একবার জল খেতে চাইল সৌমেন। জল মুখে দিতেই দু'পাশে গড়িয়ে পড়ল। খেতে পারল না জলটুকু। অনেক কষ্টে কাশল বার দুই। হাড় জিরজিরে বুকের পাঁজরের চামড়াগুলো মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। নিভা সস্নেহে হাত বুলায় বুকের হাড়গুলোতে। আজও মনে হয়, অনেক সময় বুকের গর্ব করে বলত 'আটচল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি ক'জনের আছে!' সবল হাত দুটো তুলে বলত— 'হাত দুটো যদ্দিন আছে তদ্দিন তোমার দুঃখ কীসের নিভা। শুধু শুধু কাঁদো কেন সময়ে অসময়ে।' বুকের কাছে মাথা টেনে নিয়ে বলত— 'তুমি আছ, আমি আছি, এই তো সুখ, এই তো আনন্দ। আর সব মিথ্যে, সব ভুল।'

২

দূরে কোথাও রেডিও বাজছে। আওয়াজ আসছে। ক্ষীণ স্বরে। এবার চোখ বুজল নিভা। আগের সব ঘটনা ভিড় করতে লাগল মনে। একবার ঘুরতে বেরিয়েছিল ডুয়ার্সের স্বর্গভূমিতে, উঁচু-নীচু, পাহাড়ি পথে। গাছপালা লতাগুল্মগুলি ছড়িয়ে আছে বন্ধুপ্রীতিতে, স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ভিত্তিতে, একে অপরের কত আপন। একটা হরিণ শিশু ছুটে বেড়াচ্ছে বনের মাঠে, মনটাই আনন্দে ভরে যায়। এই পৃথিবী শুধু আনন্দ আর আনন্দ। এখন কেন যেন মনে হয়, উদ্ভিদের ভেতরে দ্বৈত স্বীকারোক্তি আছে তা জীবন নামক মুদ্রার দুটি পিঠ সম্পর্কে আমাদের সজাগ ও সহিষ্ণু করে তোলে। চাপা বিষণ্ণতা, শূন্যতা বোধজাত আর্তস্বর থাকলেও ভেতরে ভেতরে কোথাও যেন মিস্টিক অনুভূতির টানে গূঢ় কোনও সংকেত ফুটে ওঠে, আলোড়িত হয়, কে যেন বলে মানুষের কাছে মানুষের ভালোবাসা মূল্যহীন নয়। যদিও মনে হয় এর চেয়ে বড় দুঃসময় আর নেই, আবেগ ও উৎকণ্ঠায় তাকে কি হতাশ ও বিষণ্ণ করেছে? নাকি সে বুঝেছে জীবনের নানা ক্ষয়ক্ষতির মধ্যেও মানুষ তার অস্তিত্বকে বিনষ্ট করতে পারে না। নিভা মনে করে 'মানুষ' শব্দটি কখনো বিপন্ন হতে পারে না। নিভা যে মানুষের আবহমানতার ভেতরে তার আপন ক্ষয়ক্ষতির বিনস্তির অনুভবকে মনের মাধুরীতে অবয়ব করে তুলতে চায়। ঘাসের সবুজে হাঁটতে নাইবা পারল, দুর্গম পথের ঝুঁকি নিতে পারে সে, সাজানো পথ ছেড়ে কবেই তো কাঁটা ঝোপের পথে হাঁটতে বেরিয়েছিল। নিভা মনে মনে ভাবে মানুষের অন্তহীনতার থেকেও গভীরতর এক সংকটবোধ নাড়া দিয়ে যায়— যেখানে বারবার বিপন্নবোধ তাকে তাড়া করে বেড়ায়, ভিখারি করে, অস্তিত্বের নানা দহন তাকে আশ্চর্য মিস্টিক করে তোলে, সেই আশ্চর্যের জাদুকাঠিতে তার পদচারণা, কিন্তু কতদিন? ভাবতে চায় না সে।

মনে পড়ে যায় সেই দিনগুলোর কথা। গ্রামের পথ, সরু রাস্তা, রাস্তার দু'দিকে খাঁখাঁ করছে মাঠ, ধান উঠে গেছে, পাটও। ধান গাছের নাড়া মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। মাথার উপর রোদ, ওড়নাটা মাথায় জড়িয়ে পথ হাঁটছে এক কলেজ ছাত্রী, সৌমেনের বাড়ি যাবে সে। চন্দা-চাঁপাতলা যেতে হলে পায়ে হেঁটেই যেতে হবে তাকে। তাই হাঁটাপথে রওনা দিয়েছিল। সে গ্রামের মানুষজন শহরের মেয়েটিকে দেখে ঘুরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, কোথায় যাবে তুমি?

খুব মোলায়েম ভাবে নিভা উত্তর দিয়েছিল, সৌমেনের বাড়ি।

সবাই চেনে। স্টার মার্কস পেয়ে পাশ করেছে। এই তল্লাটে এমন পড়ুয়া ছাত্র নেই বললেই চলে।

— সে তো অনেক পথ।

—কতটা হবে?

—এখনও এক মাইল হাঁটতে হবে।

—এক মাইল!

—হ্যাঁ দিদি। যা রোদ ছাতা আনোনি? আর ওকে তো এখন পাবে বলে মনে হয় না। হাটে গেছে হয়তো, ওর বাবার শরীর খারাপ। তরিতরকারি বেচতে যেতে হয় তাকে।

বাবার কাজে হাত লাগাতে হয়--- এ কথা সৌমেনের কাছ থেকে আগে শুনেছে নিভা। ও জানে খুব সকালে হাট বসে, ভেঙে যায় দুপুরের মধ্যে। অনেকসময় নিভা এমনও ভাবে, কৃষক পরিবারের ছেলে হয়েও তার কলেজের রেজাল্ট এতটা ভালো হয় কী করে। সেদিনের কথা মনে হলে বুক ফুলে ওঠে তার। এতদূর পায়ে হেঁটে বাড়িতে পৌঁছে তার নাম বলতেই ওর মা হাত-পা ধোয়ার জল নিয়ে হাজির, হাতে গামছা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, এক বাটি দুধ-চিড়ে খেতে দেওয়া, চুলে পিঠে হাত বুলিয়ে আদর করা। বারবারই একটি কথা বলে যাচ্ছে, 'বসো মা, ও এসে যাবে এক্ষুনি।' মা মেনে নিলেও ওর বাবা নিভাকে মেনে নিতে পারেনি, সৌমেনকে বলেছিল, বড় ঘরে বিয়ে করলে তোর জীবনটা 'হেল' হয়ে যাবে। জীবনে বাঁচার জন্যে চাই নিরাপদ আশ্রয়। ভালোবাসাই দিতে পারে সে আশ্রয়। ভুল তো করেনি সে। এইসব ভাবনা এখন শূন্যতা বোধে আচ্ছন্ন, অজস্র ভাঙচুর। মানুষের কাছাকাছি থেকে মানুষের মতো বাঁচতে চেয়েছিল সে। সে বাঁচা আর হল কই, একেই কি ভাগ্যের পরিহাস বলে! সৌমেনকে বিয়ে করেছে বলে নিজের বাবা-মাকে তো অনেকদিন আগেই হারিয়েছে। ব্যাকুলতা ও অভিমান সব মিলেমিশে আছে, ধীরে ধীরে নিভৃত বিষাদের বলয়ে বন্দি সে। সৌমেনের সঙ্গে ভালোমন্দ ভাগ করে নিয়ে বেঁচে আছে। এই বিশাল পৃথিবীতে থেকেও তার কেউ নেই, অহরহ ছায়াচ্ছন্ন করে তোলে বর্তমানকে। ভালোবাসার সঙ্গে নির্জনতা। মৃত্যুবোধ বারবার মিশে যায়। বর্ণময় বিশ্বে জীবনরহস্যের অতল সন্ধান তার কাজ নয়, সে বাঁচতে চেয়েছিল সৌমেনের হাত ধরে ভালোবাসার আন্তরিক আকাঙ্ক্ষায়, সে তো হলই না, এখন তার ভাগ্যে স্বপ্নভঙ্গের গোপন অশ্রুপাত।

নিভার রাতজাগা শরীরটা ক্রমেই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছে। অনাহারক্লিষ্ট মুখটা বিষাদের মলিন ছায়ায় ঢেকে ফেলেছে। জীবনটা কোনওরকমে বাঁচিয়ে চলেছে সৌমেনের সেবাশুশ্রূষা করার জন্যে। এই শরীর নিয়ে রাতের পর রাত জেগে চলেছে। এক হাতে তাকে শুশ্রূষা করতে হচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে তার জীবনদীপ নিভে যেতে পারে, হয়তো তা হবে না। তার দায়িত্ব যে অনেকখানি। রোগীর শুশ্রূষা যে তার চাই-ই। এ সংসারে সৌমেনের আর কে আছে! ও যে সবার চাইতে নিঃস্ব। একমাত্র বাবা ছিল, তাও সে ছেড়েছে নিভার জন্যেই। ত্যাজ্যপুত্র হয়েছে সে। তাই নিভাকেই তো সবকিছু করতে হয়। দুঃখে ভেঙে পড়লে কি চলে! অনেক কষ্টে বেঁচে আছে নিভা। বাঁচলেও সে সৌমেনের জন্যে ঘুম নেই, খাওয়া নেই, মান নেই— একঘেয়ে শুশ্রূষা।

একসময় স্পষ্ট উচ্চারণে ডাক দেয় সৌমেন— কাছে এসো। অবাক হয় নিভা। দুর্বল শরীরে এরকম স্পষ্ট উচ্চারণ তো করতে পারে না কোনোদিন। চোখদুটো ফ্যাকাশে, মুখটা ততোধিক। আবার কাশল বার দুই। এবারও চাপ চাপ রক্ত বের হয়ে এল মুখ থেকে।

সৌমেন তবুও তার সামনে প্রফুল্ল মুখ দেখিয়ে হাসতে চেষ্টা করে বলে, তুমি ভাবছ কেন, আমি তো শিগগিরই সেরে উঠছি। নিভাও তার শিয়রে বসে করুণ হেসে তার দুর্বল শীর্ণ হাতটি নিজের হাতে চেপে ধরে স্তব্ধ হয়ে শোনে। হাসতে চেষ্টা করে দুজনেই, ছলনার নিষ্ঠুর মর্মান্তিক অভিনয় করে। পরস্পরকে সান্ত্বনা দেবার এ হাসি কান্নার চেয়ে নিদারুণ। মৃত্যুর চেয়েও মর্মান্তিক।

আজও স্পষ্ট মনে পড়ে নিভার। সেদিন জ্বর হয়েছিল তার। অফিস যাবার সময় উৎকণ্ঠিত হয়ে সৌমেন বলেছিল, 'তোমাকে একলা ফেলে যাই কী করে! আমি যদি সমস্ত দিন অফিসে থাকি, তাহলে জ্বর বাড়লে তোমায় কে দেখবে!'

নিভা সলজ্জ-সংকোচে বলেছিল, 'না না ও কিছু না সেরে যাবে, তুমি অফিস যাও।' সৌমেন একজন সাধারণ কেরানি। তাই ইচ্ছে থাকলেও তার করণীয় কিছু ছিল না। অফিসে না গিয়ে বা একটু পরে গিয়ে সাত-আটশো টাকার কেরানির চাকরিটা কিছুতেই খোয়াতে চায় না সে। অনেক কষ্টে এই চাকরিটা জুটিয়েছিল। এমএ পাশ ছেলে সৌমেন সাধে কি আর কেরানির চাকরিতে আসে! পৃথিবীটাকে হাড়ে-হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায় সে চিনেছে। তাই এসব কেরানি আর কেরানি-প্রিয়ার আনন্দ আলাপ ছাড়া আর কী হতে পারে!

নীরবে নিভৃতে এদের চোখে জল ঝরে। রোগ হলে ওষুধ জোটাবার ক্ষমতা নেই, অন্যায় উৎপীড়নে নালিশ জানাবার লোক নেই। এরা বাবা-মার কাছ থেকে বঞ্চিত হয়, সমাজের কাছে লাঞ্ছিত হয়— পৃথিবীর কাছে মাথা নীচু করে চলে— এমনকি বিধাতার কাছেও।

হাতের মুঠোয় সৌমেনের হাতটা ঠান্ডা হয়ে আসে। অস্থির হয়ে ওঠে নিভা। হয়তো আর বাঁচাতে পারল না সে! যদি সে এমন গরিব না হত, তা হলে আরও ভালো করে ডাক্তার দেখিয়ে সারিয়ে তোলার চেষ্টা করতে পারত। কিন্তু ভগবান, তা হল কোথায়!

অনেক সময় মনে হয় এত কীসের ভাবনা, যা হবার তা হবেই। কিন্তু যতবার নিভা এই চিন্তা থেকে দূরে সরে আসতে চেয়েছে ততবারই কোথায় যেন জট পাকিয়ে যাচ্ছে। মনে করতে পারছে না, সে কি আনন্দের খোঁজে নাকি জীবনের খোঁজে! মনে পড়ে গেল সৌমেন একদিন তাকে বলেছিল, 'এত সুখ আমাদের সইবে কি?' উত্তরে কাপের চায়ে চুমুক দিতে দিতে নিভা বলেছিল, 'ওসব ভাবতে নেই। যখন যেমন, তখন তেমন।' আবার এটাও ভেবেছিল, বাবা-মার অমতে স্বার্থপরের মতো আমরা শুধু নিজেদের চেয়েছি, এককাপড়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছি। বন্ধুত্ব হয়, কিন্তু এভাবে পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে বেরিয়ে আসতে পারাটাকেই কি প্রেম বলে? সৌমেন এমন একটা মানুষ যার কাছে নিজেকে উপুড় করে সর্বস্ব দেওয়া যায় প্রাণভরে। যেন সৌমেন তার নিজস্ব প্রান্তর, তিরতির করে বইছে ঝোরার জল, সেখানে রঙিন মাছের খেলা, তার আশেপাশে নানারঙের ফুল বাতাসে দুলছে, একে অপরের রেণু জড়িয়ে আগামীদিনের সম্ভাবনায় মেতে উঠেছে। কখনও সৌমেনের মধ্যে হতাশা বা বিরক্তি দেখেনি। ভালোবাসা ভরা নিটোল জীবন তার, মেধা ও বুদ্ধির আলোকরশ্মির জালে জড়িয়ে পড়ে হাবুডুবু খাচ্ছিল নিভা। সে ভাবত নিরাশ্রয়ী সে, তার একমাত্র আশ্রয়স্থল সৌমেন, সৌমেনের ভালোবাসা। এই ভালোবাসার অন্তরালে নিজস্ব আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিল। চার দেওয়ালের ভেতরে থেকেও কত অগণিত মানুষ নিরাশ্রয়, ঘর থেকেও তাদের ঘর নেই। নিভার ঘর না থেকেও সৌমেনের নিরাপদ আশ্রয়ের ঘর পেয়েছিল। সুন্দর মুহূর্তটুকু কত সুন্দরই না করে তুলেছে সৌমেন।

৩

হারানো জ্ঞান বুঝি আর ফেরে না সৌমেনের। সব আশা ধুলোয় মিশে যায় এক মুহূর্তে। নিভা এতদিনকার মিথ্যা সঞ্চিত করুণা ছলনা ভেঙে দিয়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ে মাটিতে। বাঁচতে চেয়েছিল ওরা। পারল না। পৃথিবীটা যত বড়ই হোক, সৌমেনের কাছে অনেক ছোট। সেখানে গুটিকয়েক মানুষ নদীর জলে নৌকায় ভেসে বেড়াচ্ছে। নব্বই ভাগ জল, দশ ভাগ স্থল, এই দশভাগের মধ্যে অর্ধেক অরণ্য। সেখানে নানারঙের পাখি। এই পাখিগুলো কথা বলে, বৃক্ষগুলোও। সৌমেনের কাছে এ এক নতুন পৃথিবী। পাখিদের দেখতে দেখতে সৌমেন নিজেই পাখি হয়ে উড়তে লাগল ওদের সঙ্গে। অবিকল নিভার মতো একটি পাখি তার দিকেই আসছে। পরনে সেই শাড়ি, কপালে বড় টিপ। 'সৌমেন' বলে একবার ডাকল, ঠিক চিনতে পেরেছে। রংবেরংয়ের পাখির সঙ্গে তারাও উড়তে লাগল। এখানে শুধুই আনন্দ আর আনন্দ, গাছপালা পাখি সবাই মানুষের মতো কথা বলে। এ এক অদ্ভুত জগৎ। সৌমেন এই আনন্দময় জগতের কথা মুখ ফুটে বলতে চাইল, কিন্তু পারল না।

জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছেঁড়া মেঘে ঢাকা শুভ্র আকাশটার দিকে তখনও তাকিয়েছিল নিভা। দূর আকাশে কোথাও মেঘ জমতে শুরু করেছে। মনে হল যেন যুগ যুগ ধরে ঠিক এভাবেই দাঁড়িয়ে আছে সে। হঠাৎ চমকে উঠল নিভা।

পিঠের উপর হাত রেখে বাবা দাঁড়িয়ে। বাবার চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছিল অনর্গল। যেমন করে পাহাড় থেকে ঝোরার জল তীব্র বেগে সমতলের দিকে নেমে আসে, অজস্র পাথর ডিঙিয়ে দুঃখের সমুদ্রে, তেমনি ভাবে বাবার দু'চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমে আসছে। স্তব্ধ নিভা সেদিকে তাকিয়ে আছে। ভিতর থেকে কে যেন বলছে, বড্ড দেরিতে এলে, সময় যে থেমে থাকার নয়। এ কথাটা পৃথিবীতে কে-ই বা মনে রেখে পথ চলে। দীর্ঘদিনের জমিয়ে রাখা নিভার দুঃখ-কষ্ট বাবার স্নেহস্পর্শে নিজের চোখের জলও স্রোতের মতো নেমে এল। মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে বাবা শুধু একটি শব্দই উচ্চারণ করল— 'এটাই জীবন মা, জীবন একেই বলে'।

বাবার বুকে মাথা রেখে খুব ঘুমোতে ইচ্ছে করছে, গভীর ঘুম। যেমনটি ছোটবেলায় ঘুমোত নিভা। সত্যিই কি বাবা এসেছে, নাকি চিন্তার ভ্রম! অন্তস্তলে অন্তহীন ভালোবাসা, কিছুই বুঝতে পারছিল না নিভা। সে জানালার ধারে যেমনটি দাঁড়িয়েছিল, ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। নৈঃশব্দ্য আর একাকিত্বের মাঝে একটি পাখি যেন ডানা মেলে দৃশ্যমান হয়ে উঠল, হয়তো উড়ে যেতে চায় কোনও এক আলোর রাজ্যে।

উত্তরের সাহিত্যিক

রণজিৎ দেব

উত্তরবঙ্গের প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের অন্যতম কোচবিহারের রণজিৎ দেব। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতকোত্তর। প্রকৃতির সান্নিধ্যে বড় হয়ে ওঠা বলেই তাঁর সমস্ত লেখায় প্রকৃতি আর জীবন পরিপূর্ণ উদ্যমে জড়িয়ে বরাবর। ১৯৬৪ সাল থেকে লেখালেখির শুরু। আজও অম্লান। তাঁর লেখা উত্তরবঙ্গের চিঠি, আদিবাসী জনজাতির ইতিহাস, উত্তরবঙ্গের ইতিহাস, রাজবংশী সমাজজীবন ও সংস্কৃতি, দার্জিলিংয়ের ইতিহাস, কোচবিহারের ইতিহাস, সাহিত্যের ইতিহাসে কোচ–রাজদরবারের মতো প্রবন্ধগ্রন্থ পাঠকমহলে বিপুল পঠিত ও প্রশংসিত। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'প্রভু, অন্ধকারে আমি একা' ১৯৬৯ সালে প্রকাশিত। এরপর তাঁর 'শাখা প্রশাখা শেকড়গুচ্ছ', 'হাওয়ার মিথুন', 'হে প্রেম হে ডুয়ার্স', 'দিন যায় অরণ্য প্রহরে'র মতো কাব্যগ্রন্থগুলি পাঠকদের হাতে ধরা দিয়েছে। রয়েছে ভাবনা ও তারপর, আউশ ধানের শিষ, পঁচিশটি গল্পর মতো গল্প সংকলন। সেগুলিও প্রচণ্ডভাবে প্রশংসিত। রাজোপাখ্যান, গোসানী–মঙ্গল, উত্তরবঙ্গের লোক ঐতিহ্যের মতো বই সম্পাদনা করেছেন। ত্রিবৃত্ত, দৈনিক ত্রিবৃত্ত, আধুনিক সাহিত্য, পূর্বোত্তরের মতো পত্রিকা সম্পাদনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই ১৯৭১ সাল থেকে ত্রিবৃত্ত পুরস্কার প্রদান শুরু। কোনও লিটল ম্যাগাজিনের হাত ধরে সম্ভবত সেবারই প্রথম সাহিত্যিকদের সম্মাননা জানানো শুরু হয়। অক্ষর সাধনাকে মনেপ্রাণে ভালোবাসেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ভালোবাসাকে টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর।

অণুগল্প

নিশ্চিন্ত

পার্থসারথি মহাপাত্র

স্ত্রী বললেন, 'কেমন যে মেয়ের বাবা হয়েছ কে জানে। বারবার বললাম মেয়ে বড় হয়েছে বিয়ের ব্যবস্থা করো। তা নয়, মেয়ে আগে চাকরি করুক, স্বাবলম্বী হোক। এমন স্বাবলম্বী হল যে পাড়াপ্রতিবেশী ছিছি করছে।'

স্বামী উত্তর দিলেন, 'আমাদের মেয়ে পাড়াপ্রতিবেশীর কার বাড়া ভাতে ছাই ফেলে দিল?'

- আমাদের। তোমার মেয়ে আমাদের বদনাম করে দিল। পাড়াপ্রতিবেশীর কথা আর কানে নিতে পারছি না।

- কোম্পানির চাকরি, রাত করে বাড়ি ফিরতেই পারে। তাতে বদনামের কী আছে।

স্ত্রী আবার বললেন, 'বড় হয়েছে, চাকরি করে। একটা ছেলের সঙ্গে ভাব-ভালোবাসা হতেই পারে। তা বলে রোজ রোজ নতুন ছেলে!'

স্বামী ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'কী উলটোপালটা বলছ?'

- আমি বলিনি। চিন্টুর মা আজ বিকেলে কত কথা শুনিয়ে গেল। ও নাকি রোজ আড়াল থেকে দেখে। তোমার মেয়ে প্রতিদিন নতুন নতুন ছেলে বন্ধুর বাইকে চেপে আসে। মোবাইলে মেসেজ শেয়ার করে। ছিছি মেয়েটার জন্য কাল থেকে মুখ দেখাতে পারব না।

- হা হা হা। ওরা ছেলে বন্ধু নয়। ওরা বাইকওয়ালা। পুরুলিয়ায় নতুন শুরু হয়েছে। সম্পূর্ণ নিরাপত্তা সহযোগে তোমার মেয়েকে অফিস থেকে বাড়ি পৌঁছে দেয়। তাইতো আমি নিশ্চিন্তে ঘরে থাকি।

শরিক

সুপ্রিয় চক্রবর্তী

একটু হইচই শুনে রাস্তার ওপারে তাকাল সুদীপা। কিছু লোক ধরাধরি করে একজনকে তোলার চেষ্টা করছে। হাতের ব্যাগটা রাস্তায় পড়ে গিয়েছে। কিছু লোক বলছে, সরে যান আপনারা, হাওয়া আসতে দিন। লোকজন সরে যেতেই ওই ব্যক্তির মুখ দেখে সুদীপা চমকে উঠল। জ্যাঠামশাই!

সুদীপার নিজের কম্পিউটার ক্লাস আছে। তারপর কম্পিটিটিভ পরীক্ষার ক্লাস। কিন্তু সুদীপা তবু এগিয়ে গেল। অন্য লোকগুলো সুদীপাকে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তারা বলল, 'আপনি চেনেন? কোথায় থাকেন তিনি? ওঁর মোবাইল কোথায়?' একজন বলল, 'এই যে মোবাইল। ওঁর পকেট থেকে পেয়েছি। কিন্তু লক করা। আপনি কি জানেন ওঁর বাড়ির নম্বর?' সুদীপা কোনও কথার জবাব না দিয়ে ভাবছে তাদের শরিকি ঝামেলার কথা। কত সুন্দর পরিবার ছিল সবাই মিলে। কিন্তু কী এক কুক্ষণে বাড়ি ভাগ হয়ে গেল। এমনকি এখন মুখ দেখাদেখিও বন্ধ। সুদীপা কী করবে এখন? সুদীপা ভাবল, পুরোনো সম্পর্ক জোড়া লাগাবার এই তো সুযোগ। সে নিজের মাকে আর বাবাকে ফোন করে বলল, 'এখুনি জেঠিমা আর দাদাকে খবর দাও। জ্যাঠামশাই অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে আছেন। তোমরাও চলে এসো।'

১৫০০ শব্দের মধ্যে গল্প এবং ১৫০ শব্দের মধ্যে অণুগল্প পাঠান। কবিতা পাঠাতে হলে ১৬ লাইনের মধ্যে পাঠাতে হবে।
ডক ফাইলে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : ubsrobbar@gmail.com

কবিতা

হেমন্তের শীতবাসা

শাশ্বত ভট্টাচার্য

১.
ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে জলস্রোত
রোদ আদরবাসা জানাচ্ছে লীনতাপদের
নিষ্পেষিত মন তোমার থেকে দুই হাত দূরে সরে এসেছে,
কানে একটা হালকা হাওয়া জানাচ্ছে হেমন্ত বিকেল
পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে না অকুণ্ঠ সমর্থন
ইস্পাত রোদের সোনালি রং
সব আবরণ ভেঙে দিচ্ছে।

২.
শীতের তীব্রতা বাড়িয়ে দিচ্ছে সন্ধ্যার শহরের গতি কোলাহল,
ঠোঁটের প্রত্যেকটা ভাঁজে-ভাঁজে সন্ধ্যার আবডাল,
সম্পর্ক ছিঁড়তে-ছিঁড়তে নাভি অবধি এসে পৌঁছেছে
আগুনের আরামটা ক্রমশ রাক্ষস হচ্ছে
তাই ছেড়ে যাবার অঙ্কটা ধ্রুবক।

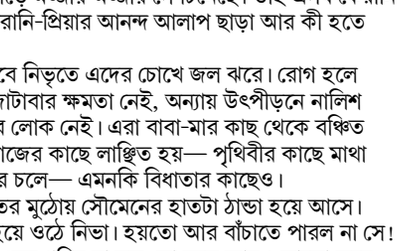

কালো আগুন

সোমা দাশ

লেলিহান আগুন শিখা গ্রাস করে দেহ।
দেহ নশ্বর- পুড়ে ছাই হয়ে যায়।
ঘাতক তোমার মন নাই?
খুন করছো নাকি নিজের ইমান?
শ্রেষ্ঠত্বের গরিমা
না কলমায় না মন্ত্রে,
না ঘোমটায় না হিজাবে—
ধর্মের চাকা ঘোরাতে ঘোরাতে,
ধর্মের ধ্বজা ওড়াতে ওড়াতে,
কখন অপধর্মের ফেরিওয়ালা হয়ে গেছো
তুমি নিজেও জানো না।
নাকি সব জানো?
জেনেশুনেই চাষ করো ফসল তোল
অর্থের ক্ষমতার স্বার্থের বাগিচা থেকে?

মেঘ হয়ে থাকি

শর্মিষ্ঠা ঘোষ

ফাঁকা মাঠ কিংবা হেমন্ত। বিশেষ্য আর বিশেষণ। তুমি বল, কাকে চাও? আমি তো পি আচার্য নই, হেমন্তের বিষণ্ণ রিক্ত ফসলতোলা মাঠের কান্নায় জীবনানন্দ এঁকে দেব! মুখস্থবিদ্যার দৌড়। মুখ থেকে বুকে আসাআসি কঠিন। সরল করে বলি তবে, তুমি হাত ধরে থেকো সকল শূন্য ও পূর্ণে। আমিও জড়িয়ে রাখি ওম অপত্য যেন। পাখি থেকে মা। শীত থেকে কুয়াশা সরিয়ে পাহাড়ি রোদ্দুর। তোমাকে রোদ্দুর বলে ডাকি। মেঘ হয়ে থাকি স্পর্শ লোভে জন্মজন্মান্তর।

শীত

নবনীতা সরকার

আরও ঘন হয়ে এসো
শরীরে শরীর ছুঁয়ে
জেগে উঠুক উষ্ণতা
শুধু মোহে বাঁচো
বাঁচো আগুনে
চোখে মুখে এসে লাগুক নিষিদ্ধ ছোঁয়াচ
একটু-আধটু সমাজ বাঁচিয়ে
লালন করো কাম
তৃষ্ণা ভরে নাও আকণ্ঠ
কুয়াশার মতো জড়িয়ে নাও
চোখের বিলম্বিত ভাষা
আরও ঘন হয়ে বসো
বহু পথ কেটে যাক এভাবে
মৃত্যুর নদী হেসে উঠুক
শীতের গভীর রাতে
পাশে জেগে থাক বিষাদ ছায়া
অমোঘ যে ক্ষণ
তাকে অস্বীকার করি না
শুধু জানি
ভালোবাসার আর এক নাম চিরবসন্ত।

স্পেশাল'২৬

ফিফা ফুটবল বিশ্বকাপ

আয়োজক ও ভেনু : যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো এবং কানাডা প্রথমবারের মতো যৌথভাবে টুর্নামেন্টটি আয়োজন করছে। উদ্বোধনী ম্যাচ হবে মেক্সিকোর এস্তাদিও আজটেকাতে, মেগা ফাইনাল যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক নিউ জার্সি (মেটলাইফ স্টেডিয়াম) মাঠে।

উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন : এবারের বিশ্বকাপে প্রথমবারের মতো ৩২টির বদলে ৪৮টি দেশ অংশগ্রহণ করবে। ৩২ দিনের বদলে টুর্নামেন্ট চলবে ৩৯ দিন। মোট ১০৪টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। নকআউট পর্বে যোগ হচ্ছে 'রাউন্ড অফ ৩২'।

ফেভারিট : বর্তমান চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা এবারেও শিরোপা ধরে রাখার ব্যাপারে ফেভারিট। ইউরো জেতা স্পেন, তারুণ্যের শক্তিতে ভরপুর ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডও প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে থাকছে। পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিল তো সবসময়ই ফেভারিট।

ডার্ক হর্স : গত বিশ্বকাপের সেমিফাইনালিস্ট মরক্কো, এশিয়ার শক্তিশালী দল জাপান, আর্লিং হালান্ডের নরওয়ে এবং কলম্বিয়া এবার চমক দেখাতেই পারে। তবে সমস্ত হিসেব উল্টে দিতে পারে নেশনস লীগ জয়ী রোনাল্ডোর পর্তুগালও।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

আয়োজক : ভারত ও শ্রীলঙ্কার যৌথ আয়োজনে ২০২৬ পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে।

ফেভারিট ও ডার্ক হর্স : ঘরের মাঠে সুযোগ এবং চেনা কন্ডিশনের কারণে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত এবারও শিরোপার প্রধান দাবিদার। মিচেল মার্শের অস্ট্রেলিয়া ও মার্করমের দক্ষিণ আফ্রিকাও ভালোই টক্কর দেবে। তবে চমক দেখাতে পারে আফগানিস্তান। এশিয়ার স্পিন-বান্ধব উইকেটে রশিদ খানেরা যেকোনও দলের জন্য ভয়ের কারণ। শ্রীলঙ্কাও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

ভারতের সম্ভাবনা : ২০ দলের এই মেগা আসরে ভারত বোলিং বৈচিত্র্য এবং ব্যাটিং গভীরতায় সবার চেয়ে এগিয়ে। ঘরের মাঠে পরিবেশ এবং গ্যালারির সমর্থন কাজে লাগালে টানা দ্বিতীয়বার ট্রফি ঘরে তোলা টিম ইন্ডিয়ার জন্য অসম্ভব নয়।

মহিলা টি২০ বিশ্বকাপ

আয়োজক ও ভেনু : ১২ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত ইংল্যান্ডে অনুষ্ঠিত এই টুর্নামেন্টে প্রথমবারের মতো ১২টি দল অংশ নেবে, যা মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে এক বড় মাইলফলক হতে চলেছে। প্রতিযোগিতায় মোট ৩৩টি ম্যাচ আয়োজিত হবে।

ফেভারিট ও ডার্ক হর্স : বরাবরের মতো অস্ট্রেলিয়াই শিরোপার প্রধান দাবিদার। তবে ঘরের মাঠের সুবিধা নিয়ে ইংল্যান্ড শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়তে পারে। 'ডার্ক হর্স' হতে পারে শ্রীলঙ্কাও।

ভারতের সম্ভাবনা : সদ্য প্রথমবারের জন্য পঞ্চাশ ওভারের বিশ্বকাপ জেতা ভারতের জন্য এটি বড় পরীক্ষা। স্মৃতি মান্ধনা এবং শেফালি ভার্মার বিধ্বংসী ব্যাটিং এবং দীপ্তি শর্মার অলরাউন্ড নৈপুণ্যের ওপর নির্ভর করবে ভারতের ভাগ্য। ডব্লিউপিএল থেকে উঠে আসা তরুণ প্রতিভারাও ভারতের শিরোপা খরা কাটানোর প্রধান হাতিয়ার হতে পারে।

কমনওয়েলথ গেমস

আয়োজক : ২০২৬ সালের ২৩ জুলাই থেকে ২ আগস্ট পর্যন্ত কমনওয়েলথ গেমসের ২৩তম আসর বসবে স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো শহরে। এবারের আসর অন্যবারের তুলনায় বেশ কিছুটা আলাদা। ভারতীয় সমর্থকদের জন্য কিছুটা দুশ্চিন্তারও। ২০১৪ সালেও গ্লাসগো সফলভাবে এই গেমস আয়োজন করেছিল। মূলত বাজেট কমানোর লক্ষ্যে এবার ইভেন্ট সংখ্যায় ব্যাপক কাটছাঁট করা হয়েছে।

নতুন সংযোজন ও বাদ পড়া ইভেন্ট : এবার মোট ১০টি খেলা থাকবে। নতুন করে সেভাবে কিছু যোগ না হলেও, বড় ধাক্কা লেগেছে বাদ পড়া তালিকায়। হকি, ব্যাডমিন্টন, কুস্তি, শুটিং, টেবিল টেনিস এবং স্কোয়াশ-এর মতো জনপ্রিয় ইভেন্টগুলো বাদ দেওয়া হয়েছে।

ভারতের সম্ভাবনা : ভারতের অর্জিত সিংহভাগ পদক আসত কুস্তি, ব্যাডমিন্টন ও শুটিং থেকে। এবার এই ইভেন্টগুলি বাদ পড়া ভারতের জন্য এটি বড় দুঃসংবাদ। তবে বক্সিং, জুডো, অ্যাথলেটিক্স (নীরজ চোপড়া) এবং ভারোত্তোলনে (মীরাবাঈ চানু) ভারত এখনও পদকের অন্যতম দাবিদার।

এশিয়ান গেমস

আয়োজক : জাপানের আইচি এবং নাগোয়া শহরে আগামী ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবর পর্যন্ত ২০তম এশিয়ান গেমস অনুষ্ঠিত হবে।

নতুন সংযোজন : এবারের আসরে নতুন আকর্ষণ হিসেবে থাকছে সার্ফিং, ব্রেকিং (ব্রেকড্যান্স) এবং মিক্সড মার্শাল আর্টস। ক্রিকেটের টি-টোয়েন্টি ফরম্যাটও বজায় থাকছে।

ভারতের সম্ভাবনা : গতবার হাংঝোতে ১০০-এর বেশি পদক জয়ের পর এবার ভারতের লক্ষ্য আরও বড়। অ্যাথলেটিক্স, শুটিং এবং আচারির পাশাপাশি ক্রিকেট ও কবাডিতে ভারত স্বর্ণপদকের অন্যতম দাবিদার। মিক্সড মার্শাল আর্টস এবং দাবা পুনরায় ফেরায় ভারতের পদক সংখ্যা বাড়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

ফিনালিসিমা

আয়োজক : ২৭ মার্চে কাতারের ঐতিহাসিক লুসাইল স্টেডিয়ামে হবে 'ফিনালিসিমা ২০২৬'। যেখানে ইউরো জয়ী স্পেন এবং কোপা আমেরিকা চ্যাম্পিয়ন আর্জেন্টিনা মুখোমুখি হবে। এখানেই ২০২২ সালে লিওনেল মেসি বিশ্বকাপের সোনালি ট্রফিটি তুলে ধরেছিলেন।

মেসি বনাম লামিনে : এই ম্যাচের মূল আকর্ষণ হলো 'জেনারেশনাল ব্যাটল'। লিওনেল মেসির অভিজ্ঞতার বিপরীতে থাকবেন স্পেনের ১৮ বছর বয়সী 'বিস্ময় বালক' লামিনে ইয়ামাল। দুজনেরই নাড়ির টান বার্সেলোনার সঙ্গে। তাই এই দ্বৈরথকে অনেকেই 'মশাল বদলের লড়াই' হিসেবে দেখছেন।

মহিলা হকি বিশ্বকাপ

আয়োজক : মহিলা হকি বিশ্বকাপটি আগামী ১৫-৩০ আগস্ট বেলজিয়ামের ওয়াভ্রে এবং নেদারল্যান্ডসের আমস্টেলভিনে অনুষ্ঠিত হবে।

ফেভারিট ও ডার্ক হর্স : বর্তমান চ্যাম্পিয়ন ও আয়োজক নেদারল্যান্ডস শিরোপার প্রধান দাবিদার। তাদের কড়া টক্কর দিতে পারে আর্জেন্টিনা ও জার্মানি। এশিয়ার উদীয়মান শক্তি চীন এবং বেলজিয়ামও টুর্নামেন্টের 'ডার্ক হর্স' হয়ে উঠতে পারে।

নতুন সংযোজন : মূল টুর্নামেন্টের পাশাপাশি প্রথমবারের মতো অন্তর্ভুক্তিমূলক পদক্ষেপ হিসেবে 'প্যারা হকি বিশ্বকাপ' আয়োজিত হবে, যা ক্রীড়া জগতে এক নতুন ইতিহাস গড়বে।

ভারতের সম্ভাবনা : ভারত সরাসরি যোগ্যতা অর্জন করতে না পারলেও ২০২৬-এর শুরুতে হায়দ্রাবাদে কোয়ালিফাইং রাউন্ডে খেলার সুযোগ পাবে। ঘরের মাঠে এই বাছাইপর্ব পেরিয়ে মূল পর্বে জায়গা করে নেওয়া ভারতের জন্য বড় লক্ষ্য।

পুরুষ হকি বিশ্বকাপ

আয়োজক ও সময় : বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডস যৌথভাবে ১৫ থেকে ৩০ অগাস্ট পর্যন্ত এই বিশ্বকাপের আয়োজন করছে। খেলা হবে বেলজিয়ামের ওয়াভ্রে এবং নেদারল্যান্ডসের আমস্টেলভিন শহরে।

ফেভারিট ও ডার্ক হর্স : আয়োজক বেলজিয়াম এবং নেদারল্যান্ডসের সঙ্গে বর্তমান চ্যাম্পিয়ন জার্মানি টুর্নামেন্টের হট ফেভারিট। সেইসঙ্গে গত দুই অলিম্পিকে পদক জয়ী ভারত এবং শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার দিকেও নজর থাকবে। 'ডার্ক হর্স' হিসেবে উঠে আসতে পারে আর্জেন্টিনা এবং স্পেন।

নতুন সংযোজন : এবারের আসরের বড় আকর্ষণ প্যারা-হকি বিশ্বকাপ, যা মূল টুর্নামেন্টের সঙ্গে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হবে। এছাড়া ১৬টি দলের ফরম্যাটে নক-আউট পর্বে কিছুটা পরিবর্তন আসার সম্ভাবনা রয়েছে।

ভারতের সম্ভাবনা : টানা দুটি অলিম্পিক ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতীয় দল এখন আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে। পিআর শ্রীজেশের অবসরের পর গোলপোস্টের নিচে খেলা কিষাণ পাঠক ও সুরজ কারকেরার দিকে নজর থাকবে। পেনাল্টি কর্নারে অধিনায়ক হরমনপ্রীত সিং বরাবরের মতোই তুরুপের তাস। ফরোয়ার্ড লাইনে অভিষেক ও সুখজিৎ সিংয়ের দিকে নজর থাকবে।

ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ

আয়োজক : দীর্ঘ ১৭ বছর পর ২০২৬ সালের ব্যাডমিন্টন বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজক দেশ ভারত। ব্যাডমিন্টন ওয়ার্ল্ড ফেডারেশনের ঘোষণা অনুযায়ী, নতুন দিল্লিতে ব্যাডমিন্টন অ্যাসোসিয়েশন অফ ইন্ডিয়া অগাস্টে এই প্রতিযোগিতা আয়োজন করবে।

এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপ

আয়োজক : ১ থেকে ২১ মার্চ পর্যন্ত আয়োজিত এএফসি উইমেন্স এশিয়ান কাপ, ২০২৬- এর আয়োজক দেশ অস্ট্রেলিয়া। সিডনি, পার্থ এবং গোল্ড কোস্টে ম্যাচগুলি অনুষ্ঠিত হবে। ফাইনাল সিডনি স্টেডিয়ামে।

ফেভারিট ও ডার্ক হর্স : রেকর্ড ৯ বারের চ্যাম্পিয়ন চীন শিরোপা ধরে রাখতে মরিয়া। তবে বর্তমান ফর্ম ও ঘরের মাঠের সুবিধা থাকায় অস্ট্রেলিয়া এবং শক্তিশালী জাপানও থাকবে ফেভারিটের তালিকায়। উত্তর কোরিয়া ও ফিলিপাইনও ডার্ক হর্স হিসেবে চমকে দিতে পারে।

বিশেষ সংযোজন : এবার প্রথমবারের মতো অংশ নিচ্ছে বাংলাদেশ, যা দক্ষিণ এশিয়ার ফুটবলের জন্য বড় প্রাপ্তি।

ভারতের সম্ভাবনা: ভারত 'গ্রুপ সি'-তে জাপান, ভিয়েতনাম এবং চাইনিজ তাইপেইয়ের মুখোমুখি হবে। গ্রুপটি কঠিন হলেও 'ব্লু টাইগ্রেস'রা নক-আউট পর্বে যাওয়ার জন্য জানপ্রাণ দিয়ে লড়বে। বাছাইপর্বে দুর্দান্ত খেলে মূল আসরে আসা ভারতের জন্য এটি নিজেদের প্রমাণের বড় সুযোগ।

লক্ষ্মণের ‘না’-তে গম্ভীরের হাতে টেস্টের ব্যাটন

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির পর ভারতীয় ক্রিকেটে কোচ বদলের জল্পনা এক নাটকীয় মোড় নিল। টিম ইন্ডিয়ার টেস্ট কোচের প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন ভিভিএস লক্ষ্মণ। বেঙ্গালুরুর ‘সেন্টার অফ এক্সেলেন্স’-এর দায়িত্বেই থাকতে বেশি আগ্রহী তিনি। ফলে যোগ্য বিকল্পের অভাবে আপাতত গৌতম গম্ভীরের হাতেই থাকছে সাদা পোশাকের ক্রিকেটের ব্যাটন।

তবে গম্ভীরের গদি যে নিষ্কণ্টক নয়, তা স্পষ্ট। গম্ভীরের প্রতি ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রভাবশালী মহলের সমর্থন থাকলেও তাঁর ভবিষ্যৎ মূলত ঝুলে আছে আসন্ন ২০২৬ টি২০ বিশ্বকাপের ওপর। অন্তত ফাইনাল পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে তাঁর চুক্তি থাকবে, অন্যথায় টেস্টে পরিবর্তনের দাবি আরও জোরাল হবে। লাল বলের ক্রিকেটে লক্ষ্মণ আগ্রহী না হওয়ায় এই মুহূর্তে বোর্ডের হাতে বিকল্প খুব কম, যা গম্ভীরের জন্য এক প্রকার রক্ষাকবচ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এদিকে, দলের অন্দরে ড্রেসিংরুমের পরিবেশ নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য সামনে আসছে। রাহুল দ্রাবিড় জমানায় ক্রিকেটাররা যে ‘সুরক্ষা’ ও স্বচ্ছতা পেতেন, গম্ভীর জমানায় তা কার্যত উধাও। ক্রিকেটারদের মধ্যে এখন অস্থিরতা ও ভীতি কাজ করছে। বিশেষ করে টি২০ বিশ্বকাপ থেকে শুভমান গিলের মতো ‘পোস্টার বয়’-এর বাদ পড়ার পিছনে গম্ভীরের কড়া সিদ্ধান্তের ছোঁয়া দেখছেন অনেকে। সিনিয়ার ক্রিকেটারদের ধারণা, যদি গিলের মতো প্রতিভা বাদ পড়তে পারেন, তবে কেউই নিরাপদ নন।

বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের পয়েন্ট টেবিলে ভারত এখন ষষ্ঠ স্থানে। লর্ডসের স্বপ্ন যখন ধূসর, তখন গম্ভীরের ‘কঠোর’ অনুশাসন ড্রেসিংরুমে হিতে বিপরীত হচ্ছে কি না, তা নিয়ে সরব বিশেষজ্ঞরা। দ্রাবিড়ের জমানায় যেখানে খেলোয়াড়রা দীর্ঘ সময় সুযোগ পেতেন, গম্ভীরের সময় সেখানে পারফরমেন্সের ওপর খাড়া ঝুলছে। নতুন বছরে লক্ষ্মণের প্রত্যাখ্যানের পর গম্ভীর নিজের কৌশল বদলে দলকে সাফল্যের সরণিতে ফেরাতে পারেন কি না, নজর থাকবে সেদিকেই।

চতুর্থ টেস্টে জয় পেলেও প্রশ্নের মুখে ব্রেন্ডন ম্যাককুলাম।

বিজয় হাজারেতে শুভমানের প্রত্যাবর্তন

জয়পুর, ২৭ ডিসেম্বর : রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির পথ অনুসরণ করে এবার ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরছেন শুভমান গিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে ব্যাটে রান না পাওয়ায় বিজয় হাজারে ট্রফিকেই ছন্দ ফেরার মঞ্চ হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি। সবকিছু ঠিক থাকলে ৩ জানুয়ারি জয়পুরে সিকিমের বিরুদ্ধে পাঞ্জাবের জার্সিতে মাঠে নামছেন এই তারকা ব্যাটার। সিকিমের বোলারদের কাছেও এটি বিশ্বমানের ব্যাটারের মোকাবিলা করার বড় সুযোগ। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কড়া নির্দেশের পর একে একে সব মহাতারকাই এখন ঘরোয়া লিগে ফিরে আসছেন।

শতরান যশস্বীর, গান জুড়লেন বিরাট!

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে প্রথম একদিনের ম্যাচে শতরান করে এখন শিরোনামে যশস্বী জসওয়াল। তবে তাঁর দাপুটে ব্যাটিংয়ের চেয়েও নেটপাড়ায় এখন বেশি চর্চা হচ্ছে বিরাট কোহলির এক মজাদার কাণ্ড নিয়ে। শতরান করার পর ড্রেসিংরুমে ফেরার সময় জুনিয়ার সতীর্থকে কীভাবে বরণ করেছিলেন কিং কোহলি? সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে সেই গোপন তথ্য ফাঁস করলেন তরুণ ওপেনার।

যশস্বী জানান, তাঁর প্রথম ওডিআই সেঞ্চুরিতে মুগ্ধ হয়ে কোহলি নাকি গান জুড়ে দিয়েছিলেন! গায়ক বিরাটের গলায় তখন বাজছিল সুখবিন্দর সিংয়ের জনপ্রিয় গান ‘লগন লাগ গায়ি রে’। বিরাটের মতো আইডলের থেকে এমন অভাবনীয় সংবর্ধনা পেয়ে আপ্লুত যশস্বী। তিনি বলেছেন, ‘বিরাটভাই সবসময় আমাকে অনুপ্রাণিত করেন। তিনি যখন ওই গানটা গাইছিলেন, আমার মনে হচ্ছিল সব পরিশ্রম সার্থক।’

মাঠে বিরাটের আগ্রাসন দেখা গেলেও ড্রেসিংরুমে যে তিনি কতটা প্রাণবন্ত এবং ছোটদের আগলে রাখেন, এই ঘটনা ফের তা প্রমাণ করল। প্রোটিয়া সফরে টেস্ট সিরিজে ভরাডুবির যন্ত্রণার মাঝেও সিনিয়ার-জুনিয়ারদের এই অটুট রসায়নই এখন টিম ইন্ডিয়ার ড্রেসিংরুমে অক্সিজেন জোগাচ্ছে।

জয়ের ধারা বজায় রাখল ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : টানা দুই ম্যাচে জয়। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ জেতার পর মহিলাদের জাতীয় লিগ আইডব্লিউএলেও দৌড়াচ্ছে ইস্টবেঙ্গল।

শনিবার দ্বিতীয় ম্যাচে গারোয়াল এফসি-কে ২-১ গোলে হারিয়েছে অ্যান্থনি অ্যাভুজের দল। ম্যাচের ২২ মিনিটে সুলঞ্জনা রাউলের গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। ৬৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান লাল-হলুদের আফ্রিকান গোলমেশিন ফাজিলা ইকওয়াপুট। ৭২ মিনিটে গারোয়ালের হয়ে একটি গোল ফেরান মনীষা সিং। এদিন গোল করায় ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের ইতিহাসে সর্বাধিক গোলস্কোরারের আসনে উঠে এলেন সুলঞ্জনা।

ম্যাচের পর অবশ্য প্রতিযোগিতার সূচি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অ্যান্থনি। তিনি বলেছেন, ‘আমাদের মানুষ বলেই মনে করা হচ্ছে না। পরপর ম্যাচ দেওয়া হচ্ছে। সাফ চ্যাম্পিয়নশিপের পর আমরা পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাইনি। তবে তাতেও মেয়েরা যে পারফরমেন্স করেছে তাতে আমি খুশি।’ আপাতত এই ম্যাচ জিতে ২ ম্যাচে ৬ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় চতুর্থস্থানে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। ৩ ম্যাচে ৭ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে নীতা ফুটবল অ্যাকাডেমি।

কাঠগড়ায় এবার মেলবোর্নের পিচ

দ্বিতীয় দিনেই যবনিকা পতন মেলবোর্ন টেস্টের

অস্ট্রেলিয়া – ১৫২ ও ১৩২
ইংল্যান্ড – ১১০ ও ১৭৮/৬
৪ উইকেটে জয়ী ইংল্যান্ড

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর : ৫৪৬৮ দিনের অপেক্ষার অবসান।

অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জয় পেল ইংল্যান্ড। মেলবোর্ন টেস্টের দ্বিতীয় দিনে ৪ উইকেটে জয় জো রুটদের। তবে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেল মেলবোর্নের পিচ বিতর্ক।

প্রথমদিনেই ২০টি উইকেটের পতন ঘটেছিল। যা দেখে ক্রিকেটপ্রেমীরা আশঙ্কা করেছিলেন দ্বিতীয়দিনেই হয়তো শেষ হয়ে যাবে এই টেস্ট। সেই আশঙ্কা সত্যি করে শনিবারই শেষ হয়ে গেল মেলবোর্ন টেস্ট। এর আগে পারথ টেস্টও দুইদিনে শেষ হয়ে গিয়েছিল। এই নিয়ে টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে পঞ্চমবার কোনও সিরিজে একাধিক টেস্ট ম্যাচ দুইদিনেই শেষ হয়েছে।

শনিবার ৪৬ রানের লিড হাতে নিয়ে খেলতে নামে অস্ট্রেলিয়া। প্রথমদিনের মতো দ্বিতীয়দিনেও ব্যাটারদের অবস্থা ছিল ‘আয়া রাম গয়া রাম’। দিনের শুরুতেই স্কট বোল্যান্ডকে (৬) ফেরান গাস অ্যাটকিনসন (২০/১)। প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ব্যর্থ জেক ওয়েদারাল্ড (৫) ও মার্নাস লাবুশেন (৮)। ব্যাটারদের বধ্যভূমিতে ব্যতিক্রম ট্রাভিস হেড (৪৬)। তিনি এই কঠিন পিচেও লড়াই চালিয়ে যান। দলীয় ৮২ রানের মাথায় তাঁকে ফেরান ব্রাইডন কার্স (৩৪/৪)।

এরপর একদিকে অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ (অপরাজিত ২৪) মাটি কামড়ে পড়ে থাকলেও ক্যামেরন গ্রিন (১৯) ছাড়া কোনও অজি ব্যাটার দুই অঙ্কের স্কোর করতে পারেননি। ইংল্যান্ডের পক্ষে কার্স ৪টি, অধিনায়ক বেন স্টোকস ৩টি ও জোশ টাঙ্গ ২টি উইকেট পান।

দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়াকে ভাঙলেন ব্রাইডন কার্স।

ইংরেজ পেসারদের দাপটে অজিদের দ্বিতীয় ইনিংস মাত্র ১৩২ রানে শেষ হয়। ফলে জেতার জন্য ইংল্যান্ডের লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ১৭৫ রান।

জয়ের লক্ষ্যে নেমে ইংল্যান্ড ওপেনিং জুটিতে ৫১ রান তোলে। ওপেনার জ্যাক ক্রলি (৩৭) কিছুটা শান্ত থাকলেও অপর ওপেনার বেন ডাকেট (৩৪) শুরু থেকেই ছিলেন মারমুখী মেজাজে। ডাকেটকে ফিরিয়ে অজি শিবিরে প্রথম সাফল্য এনে দেন অভিজ্ঞ মিচেল স্টার্ক (৫৫/২)। তিন নম্বরে ক্যামিও ইনিংস খেলার জন্য কার্সকে (৬) পাঠানো হলেও তিনি ব্যর্থ হন। কিন্তু প্রথমবার অ্যাসেজ খেলতে নামা জ্যাকব বেথেল (৪০) ক্রলিকে সঙ্গে নিয়ে দলের স্কোর একশো পার করেন। ক্রলি ও বেথেল দুইজনকেই প্যাভিলিয়নে ফেরান বোল্যান্ড (২৯/২)। জো রুট (১৫) ও স্টোকস (২) বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি। তবে উইকেটরক্ষক জেমি স্মিথকে (২) সঙ্গে নিয়ে দলকে ৪ উইকেটে জয় এনে দেন হ্যারি ব্রুক (১৮)।

পারথ টেস্টে খেলা হয়েছিল ৮৪৭টি বল। মেলবোর্ন টেস্টে খেলা হল ৮৫২টি বল। স্বাভাবিকভাবেই সমালোচনার কেন্দ্রে মেলবোর্নের পিচ। এখানকার সবুজ উইকেটে দুইদিনে ৩৬টি উইকেটের পতন ঘটেছে। জয়-পরাজয় ভুলে ক্রিকেটমহলের কাঠগড়ায় কিন্তু এমসিজি-র পিচ। শুক্রবারই পিচের সমালোচনায় মুখর হয়েছিলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক অ্যালাস্টেয়ার কুক।

এদিন ম্যাচ হারার পর পিচ নিয়ে মুখ খুলেছেন অজি অধিনায়ক স্মিথ। ম্যাচের পর তিনি বলেছেন, ‘এই পিচ বোলারদের জন্য একটু বেশি সহায়ক হয়ে পড়েছিল। কোনও ব্যাটারই বেশিক্ষণ ক্রিজে থাকতে পারেননি। দুইদিনে ৩৬টি উইকেট পড়ে যাওয়াটা বাড়াবাড়ি। পিচের ঘাস আর একটু ছেঁটে ফেললে ভালো হত।’ জয়ের আনন্দের মাঝেও ইংল্যান্ড অধিনায়ক স্টোকসের মুখেও উঠে এসেছে মেলবোর্নের পিচের কথা। তিনি বলেছেন, ‘মেলবোর্নের পিচ বোলারদের বেশি সুবিধা করে দিয়েছে। এই ধরনের পিচে খেলাটা খুব কঠিন। আড়াই দিনে টেস্ট ম্যাচ শেষ হয়ে যাওয়াটা মোটেই কাম্য নয়।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘২০১১ সালের পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে প্রথম জয় দলের জন্য বড় পাওনা। জো রুটের মতো যারা এখানে এসে হারের তিক্ত স্বাদ পেয়েছে, তাদের জন্য এই জয় অবশ্যই স্পেশাল।’

আপাতত সিরিজে ৩-১ ফলে এগিয়ে অস্ট্রেলিয়া। তবে পিচ বিতর্কের মাঝে ১৫ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে জয় পেয়ে গুমোটভাব কেটেছে ইংল্যান্ড শিবিরের। এই জয়ের ছন্দ নিয়েই ৪ জানুয়ারি সিরিজের শেষ টেস্ট খেলতে নামবেন স্টোকসরা।

দলের রান বাড়াতে ঝুঁকি নিয়ে শট খেলছেন হ্যারি ব্রুক। শনিবার।

জিতেও পিচ নিয়ে স্টোকসের তোপ

পকেটে টান পড়তেই নড়েচড়ে বসল অজিরা

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর : মাঠের লড়াই ছাপিয়ে এখন তুঙ্গে পিচ-বিতর্ক। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বক্সিং ডে টেস্টের আয়ু মাত্র দুইদিন স্থায়ী হওয়ায় উত্তাল ক্রিকেট বিশ্ব। ভারত বা উপমহাদেশের টার্নিং পিচে খেলা দ্রুত শেষ হলে যেখানে ‘বাজে পিচ’ বলে গেল গেল রব ওঠে, সেখানে মেলবোর্নের ক্ষেত্রে কেন নীরবতা? ক্রিকেট মহলের এই ‘ভণ্ডামি’ বা দ্বিচারিতা নিয়েই এবার সরব হয়েছেন খোদ ইংল্যান্ড অধিনায়ক বেন স্টোকস।

> একটি টেস্ট পাঁচ দিন না চললে সম্প্রচারকারী সংস্থা থেকে শুরু করে টিকিট বিক্রি এবং পর্যটন— সবক্ষেত্রেই ব্যাপক লোকসান হয়।
> –নিক হকলে
> ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও

স্টোকস সাফ জানিয়েছেন, এই একই ধরনের পিচ যদি এশিয়ার কোনও দেশে হত, তবে বিশ্বজুড়ে সমালোচকরা ‘নরক গুলজার’ করে দিতেন। তাঁর মতে, এমসিজি-র ২২ গজ ছিল অত্যন্ত ‘সাধারণ’ মানের, যা টেস্ট ক্রিকেটের ঐতিহ্যের সঙ্গে মানানসই নয়। সমালোচকদের প্রশ্ন, যখনই পিচ স্পিন সহায়ক হয় তখন তা নিয়ে হইচই হয়, কিন্তু মেলবোর্নে বলের অসমান বাউন্স ও অতিরিক্ত সিমে ব্যাটাররা যখন নাস্তানাবুদ হলেন, তখন কড়া সমালোচনা কোথায়?

এই বিতর্কের মাঝেই উঠে আসছে পারথ টেস্টের প্রসঙ্গ। চলতি সিরিজে পারথ টেস্টের আয়ুও ছিল মাত্র দুইদিন। কিন্তু আইসিসি সেই পিচকে ‘ভালো’ রেটিং দিয়েছিল কোনও এক অজানা কারণে। মেলবোর্নের পিচেও ভারসাম্য ছিল না বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের দাবি, মেলবোর্ন নিয়ে সমালোচনার বদলে অস্ট্রেলীয় মিডিয়ার একাংশ একে আড়াল করার চেষ্টা করছে।

এই দুইদিনে ম্যাচ শেষ হওয়ার ফলে বাণিজ্যিক ক্ষতির মুখেও পড়েছে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। দর্শকদের টিকিট এবং সম্প্রচারকারী সংস্থার বিজ্ঞাপন বাবদ কোটি কোটি টাকার লোকসানের আশঙ্কায় চিন্তিত ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার কর্তারাও। এই বিতর্কের মাঝেই বড় বোমা ফাটিয়েছেন ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার সিইও নিক হকলে। সাফ জানিয়েছেন তিনি, টেস্ট ম্যাচ দ্রুত শেষ হয়ে যাওয়া ‘ব্যবসার জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর’। তাঁর মতে, একটি টেস্ট পাঁচদিন না চললে সম্প্রচারকারী সংস্থা থেকে শুরু করে টিকিট বিক্রি এবং পর্যটন-সবক্ষেত্রেই ব্যাপক লোকসান হয়। হকলে ইঙ্গিত দিয়েছেন, আগামী সিরিজে যাতে পিচ প্রাণবন্ত থাকে এবং ম্যাচ অন্তত চতুর্থ বা পঞ্চম দিন পর্যন্ত গড়ায়, তা নিশ্চিত করতে কিউরেটরদের ওপর বিশেষ নির্দেশিকা জারি করতে পারে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া।

হকলের এই মন্তব্য ক্রিকেট মহলে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। সমালোচকদের প্রশ্ন, পিচ কি তবে কিউরেটররা বানাবেন না? বোর্ড কর্তাদের বাণিজ্যিক চাহিদা মেনে তৈরি হবে? ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার যুক্তি, দর্শকদের বিনোদন এবং মাঠের লড়াইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। সব মিলিয়ে, মেলবোর্নের তথাকথিত ‘সাধারণ’ পিচ এবং হকলের বাণিজ্যিক উদ্বেগ- এই দুইয়ে মিলে এখন ব্যাকফুটে অজি ক্রিকেট প্রশাসন।

পিচের খামখেয়ালি বাউন্স সামলাতে না পেরে হাত থেকে ব্যাট ফসকে গেল মার্নাস লাবুশেনের।

মেলবোর্ন টেস্টের নজির

- ১৫ বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টেস্ট জিতল ইংল্যান্ড। দিনের হিসেবে ৫৪৬৮ দিন পর জয়।
- এই টেস্টে কোনও ব্যাটার অর্ধশতরান করতে পারেননি। পুরুষদের টেস্ট ক্রিকেটে এটি ১৭তম ম্যাচ যেখানে কেউ অর্ধশতরান করতে পারেননি।
- চলতি সিরিজে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার কোনও ম্যাচ দুইদিনে শেষ হয়েছে। টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে পঞ্চমবার কোনও সিরিজে একাধিক ম্যাচ দুইদিনে শেষ হয়েছে।
- মেলবোর্ন টেস্ট অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হওয়া প্রথম কোনও টেস্ট ম্যাচ, যেখানে কোনও স্পিনার বল করেননি।

১৫ বছর পর অস্ট্রেলিয়ায় ইংল্যান্ডকে টেস্ট জয় এনে দেওয়ার পর জেমি স্মিথ ও হ্যারি ব্রুক। মেলবোর্নে শনিবার।

বাজ হঠাও, শাস্ত্রী আনো!

‘ভারতীয় টোটকায়’ আস্থা খুঁজছে ইংল্যান্ড

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর : দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান। অবশেষে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে হারের বৃত্ত থেকে বেরিয়ে এল ইংল্যান্ড। মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে বক্সিং ডে টেস্টে অজিদের হারিয়ে কিছুটা অক্সিজেন পেলেন বেন স্টোকসরা। বহু বছর পর অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এই জয় ইংরেজ শিবিরের আত্মবিশ্বাস বাড়ালেও, ড্রেসিংরুমের অস্বস্তি কিন্তু পুরোপুরি কাটছে না। অস্ট্রেলিয়ার কাছে মাত্র ১১ দিনে অ্যাসেজ খোয়ানোর পর ইংল্যান্ড ক্রিকেটে এখন প্রবল অস্থিরতা। ব্রেন্ডন ম্যাককুলামের অতি-আক্রমণাত্মক ‘বাজবল’ তত্ত্ব মুখ থুবড়ে পড়তেই ব্রিটিশ ড্রেসিংরুমে পরিবর্তনের দাবি জোরাল হচ্ছে। আর এই ডামাডোলের মধ্যেই এক বিস্ফোরক প্রস্তাব দিয়ে ক্রিকেট বিশ্বকে চমকে দিলেন প্রাক্তন ইংরেজ স্পিনার মন্টি পানেসার। তাঁর মতে, বাজকে (ম্যাককুলামের ডাকনাম) সরিয়ে টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীকে অন্তত দুই বছরের জন্য দায়িত্ব দেওয়া উচিত ইংল্যান্ডের।

পানেসার মনে করেন অস্ট্রেলিয়াকে তাদের ঘরের মাঠে হারানোর ‘মাস্টার প্ল্যান’ একমাত্র শাস্ত্রীরই জানা আছে। প্রসঙ্গত, শাস্ত্রীর কোচিংয়েই ভারত ২০১৮-’১৯ এবং ২০২০-’২১ সালে টানা দুইবার অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি জয়ের ঐতিহাসিক নজির গড়েছিল। পানেসারের যুক্তি, ‘মানসিক, শারীরিক এবং কৌশলগতভাবে অজিদের দুর্বলতা কোথায়, তা শাস্ত্রীর চেয়ে ভালো কেউ বোঝেন না। ইংল্যান্ড যদি ২০২৭-এর অ্যাসেজ জিততে চায়, তবে শাস্ত্রীর মতো অভিজ্ঞ কাউকেই ড্রেসিংরুমে প্রয়োজন।’

চলতি অ্যাসেজে ১-৩ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা বাজের কোচিং স্টাইল নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন বিশেষজ্ঞরা। কড়া সমালোচনা হচ্ছে কোচ ও অধিনায়ক স্টোকসের অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের। এমনকি ম্যাককুলাম নিজেও স্বীকার করেছেন, তাঁর ভবিষ্যৎ এখন ইংল্যান্ড অ্যান্ড ওয়েলস ক্রিকেট বোর্ডের (ইসিবি) হাতে। পানেসার

> মানসিক, শারীরিক এবং কৌশলগতভাবে অজিদের দুর্বলতা কোথায়, তা রবি শাস্ত্রীর চেয়ে ভালো কেউ বোঝেন না। ইংল্যান্ড যদি ২০২৭-এর অ্যাশেজ জিততে চায়, তবে শাস্ত্রীর মতো অভিজ্ঞ কাউকেই ড্রেসিংরুমে প্রয়োজন।
> মন্টি পানেসার

পরামর্শ দিয়েছেন, ইসিবি-র উচিত শাস্ত্রীর সঙ্গে আলোচনায় বসা এবং তাঁকে কাউন্টি ক্রিকেট থেকে সেরা প্রতিভা খুঁজে নেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া।

একজন ভারতীয় কোচের হাত ধরে ইংল্যান্ড ক্রিকেট ঘুরে দাঁড়াবে কি না, তা নিয়ে এখন তোলপাড় সোশ্যাল মিডিয়ায়। ব্রিটিশ মিডিয়াতেও শুরু হয়েছে শাস্ত্রীর পরিসংখ্যান নিয়ে কাটাছেঁড়া। ভারতের হয়ে শাস্ত্রীর ঈর্ষণীয় সাফল্যের রেকর্ড (টেস্টে ৫৮% জয়) কি তবে এবার লর্ডসের ব্যালকনিতে দেখা যাবে।

হারলেও চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে এগিয়ে স্মিথরা

মেলবোর্ন, ২৭ ডিসেম্বর : বক্সিং ডে টেস্টে চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অস্ট্রেলিয়ার জয়রথ থামিয়ে দিল ইংল্যান্ড। মেলবোর্নের ঐতিহাসিক জয়ে অ্যাসেজ সিরিজে কামব্যাক করার পাশাপাশি বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের সমীকরণও বদলে দিল বেন স্টোকসরা। এই হারের ফলে চলতি ২০২৫-’২৭ সাইকেলে অস্ট্রেলিয়ার অপরাজেয় থাকার রেকর্ড ভাঙল।

পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকা অজিদের পয়েন্টের শতাংশ (পিসিটি) ১০০ থেকে কমে দাঁড়িয়েছে ৮৫.৭১। তারা এখনও অনেকটাই এগিয়ে। তবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানে থাকা নিউজিল্যান্ড এবং দক্ষিণ আফ্রিকার সামনে ব্যবধান কমানোর একটা সুযোগ তৈরি হয়েছে। ভারতীয় সমর্থকদের জন্য উদ্বেগের বিষয় হল, টিম ইন্ডিয়া এই মুহূর্তে ষষ্ঠ স্থানে পড়ে রয়েছে। ঘরের মাঠে দক্ষিণ আফ্রিকার কাছে সিরিজ হার শুভমান গিলদের কাজটা কঠিন করেছে। তবে অস্ট্রেলিয়ার এই হার টেবিলের উপরের দিকে কিছুটা চাঞ্চল্য তৈরি করায় ভারতের জন্য লর্ডসের ফাইনালের দরজা এখনও বন্ধ হয়ে যায়নি। পরবর্তী সিরিজগুলোতে ঘুরে দাঁড়িয়ে শীর্ষ দুইয়ে পৌঁছানোই এখন ভারতীয় দলের প্রধান লক্ষ্য।

মেলবোর্নে সতীর্থদের উজ্জীবিত করার চেষ্টায় অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক স্টিভেন স্মিথ।

৬০ হাজার টাকায় বিজয় হাজারে খেলছেন রোকো

বিরাট কোহলিকে আউট করেছিলেন গুজরাটের বিশাল জয়সওয়াল। সেই বলেই অটোগ্রাফ উপহার দিলেন তিনি।

নয়াদিল্লি, ২৭ ডিসেম্বর : দীর্ঘ বিরতির পর বিজয় হাজারে ট্রফিতে নেমেছেন রোহিত শর্মা ও বিরাট কোহলি। মুম্বই ও দিল্লির জার্সি গায়ে তাঁদের দেখা যাচ্ছে।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বর্তমান বেতন কাঠামো অনুযায়ী, ঘরোয়া ক্রিকেটে সিনিয়ার ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় তাঁদের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। নিয়ম অনুযায়ী, যে সব ক্রিকেটারের ৪০টির বেশি ঘরোয়া ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাঁরা ম্যাচ পিছু (প্রতিদিন) ৬০ হাজার টাকা পান। ২১ থেকে ৪০টি ম্যাচ খেলা ক্রিকেটাররা পান ৫০ হাজার টাকা এবং অনভিজ্ঞ বা নতুন ক্রিকেটাররা (২০টির কম ম্যাচ) পান প্রতিদিন ৪০ হাজার টাকা।

রোহিত ও বিরাট দুইজনেই এই তালিকার সর্বোচ্চ অর্থাৎ ৬০ হাজার টাকার ব্র্যাকেটে রয়েছেন। বিজয় হাজারে ট্রফিতে চলতি মরশুমে দুইজনেই নিজ নিজ রাজ্যের হয়ে ২টি করে ম্যাচ খেলেছেন। সেই হিসেবে পারিশ্রমিক বাবদ প্রত্যেকের প্রাপ্তি হয়েছে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। এর পাশাপাশি ক্রিকেটাররা নির্ধারিত দৈনিক ভাতাও পেয়ে থাকেন।

অবশ্য তাঁদের আইপিএল চুক্তি বা আন্তর্জাতিক ম্যাচের ফি-র তুলনায় এই ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা খুবই সামান্য। যেখানে আইপিএলের একটি ম্যাচ খেললে তাঁরা কোটি টাকার মালিক হন। তবে অর্থের চেয়েও বড় বিষয় ছিল মাঠে নেমে নিজেদের ব্যাটিংয়ের জড়তা কাটানো। ঘরোয়া ক্রিকেটের মানোন্নয়নে বিসিসিআই ইদানীং সিনিয়ার তারকাদের অংশগ্রহণে কড়াকড়ি করছে।

বিশালকে বিরাট উপহার

যাঁকে বিশ্ব ক্রিকেট কাঁপাতে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে মাঠ ভাগ করে নেওয়া ও শেষ পর্যন্ত তাঁর উইকেট নেওয়া আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত। কখনও ভাবিনি এটা সত্যি হবে। বিরাটভাইয়ের উইকেট আমার সারা জীবন মনে থাকবে। এই সুযোগটা পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ। বিরাটভাইয়ের উপহার আমার জীবনে পাওয়া সেরা উপহার। -বিশাল জয়সওয়াল

যা উজ্জীবিত হওয়ার মতো উপহার দিচ্ছে তরুণ ক্রিকেটারদের। শুক্রবার ৭৭ রানে কোহলিকে আউট করা গুজরাটের স্পিনার বিশাল জয়সওয়াল বিশেষ উপহার পেয়েছেন তাঁর থেকে। খেলা শেষে সেই ম্যাচের বলে সই করে তা বিশালকে উপহার দেন কোহলি। তাঁর সঙ্গে ছবিও তোলেন। কোহলির সঙ্গে তাঁর ছবি ও সই করা বলের ছবি সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন গুজরাটের স্পিনার। একইসঙ্গে বিরাটকে বোল্ড করার ভিডিও পোস্ট করেন তিনি। ক্যাপশনে বিশাল লিখেছেন, 'যাঁকে বিশ্ব ক্রিকেট কাঁপাতে দেখেছি, তাঁর সঙ্গে মাঠ ভাগ করে নেওয়া ও শেষপর্যন্ত তাঁর উইকেট নেওয়া আমার জীবনের সেরা মুহূর্ত। কখনও ভাবিনি এটা সত্যি হবে। বিরাটভাইয়ের উইকেট আমার সারা জীবন মনে থাকবে। এই সুযোগটা পাওয়ার জন্য ধন্যবাদ। বিরাটভাইয়ের উপহার আমার জীবনে পাওয়া সেরা উপহার।'

কেরলে খেললেই ৪ উইকেট : রেণুকা

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট সংখ্যায় তিনে দীপ্তি

তিরুবনন্তপুরম, ২৬ ডিসেম্বর : শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে রেণুকা সিং ঠাকুর ২১ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। যা ভারতকে সিরিজ জয়ের সঙ্গে রেণুকাকে ম্যাচের সেরার পুরস্কার এনে দিয়েছে। এরপর নিজের উচ্ছ্বাস ধরে রাখতে না পেরে হিমাচলপ্রদেশের সিমার জানিয়েছেন, অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায় থেকে কেরল তাঁর পয়া জায়গা। রেণুকা বলেছেন, 'কেরল বরাবর আমার জন্য সৌভাগ্য বয়ে এনেছে। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়েও এখানে খেলেছি। যখনই এসেছি ৪ উইকেট নিয়ে ফিরেছি। তাই কেরলে আসার কথা শুনলেই আমি উত্তেজিত থাকি।' ম্যাচের সেরা মেডেল গলায় পরে তিনি তুলে ধরেছেন ধারাবাহিকতা, প্রস্তুতি ও প্রক্রিয়ার ওপর নিজের আস্থার কথা। বলেছেন, 'প্রতিটি সিরিজের প্রস্তুতির জন্য আমি জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে যাই। যা আমার জন্য খুব কার্যকর হয়। ওখানে আমার বোলিং ও ফিটনেস নিয়ে অতিরিক্ত কিছু কাজ করতে পারি। যা প্রয়োজনের সময় আমাকে নিজের সেরাটা দিতে সাহায্য করে।'

ভারত বনাম শ্রীলঙ্কা
চতুর্থ টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : তিরুবনন্তপুরম
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

২৯ বছরের রেণুকাকে এখন আর শুধু নতুন বলের বোলারের গণ্ডিতে আটকে রাখা যাবে না। স্লোয়ার, বলের গতি পরিবর্তনের সঙ্গে তাঁর বৈচিত্র্যও অনেক বেড়েছে। যা আরও একবার সবার সামনে তুলে ধরে তাঁর মন্তব্য, 'গত ৬ মাস ধরে বোলিং বৈচিত্র্য নিয়ে আমি কাজ করছি। জানতাম বিশ্বকাপ সামনে আসছে। তাই নিজের মনে কোনও সংশয় রাখতে চাইনি। চেষ্টা করেছি কঠিন মুহূর্তের জন্য নিজেকে প্রস্তুত রাখতে।'

গতকালের ১৮/৩ বোলিং পরিসংখ্যানের সুবাদে দীপ্তি শর্মা আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট সংগ্রহের তালিকায় তিন নম্বরে উঠে এসেছেন। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে ৩৩৩ উইকেট নিয়ে দীপ্তি পেরিয়ে গিয়েছেন অস্ট্রেলিয়ার এলিসে পেরিকে। তাঁর আগে রয়েছেন শুধু ইংল্যান্ডের ক্যাথরিন স্কাইভার-ব্রান্ট (২৭৫ ম্যাচে ৩৩৫ উইকেট) ও ঝুলন গোস্বামী (২৯১ ম্যাচে ৩৫৫ উইকেট)। একইসঙ্গে মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে সর্বাধিক উইকেট সংখ্যায় অস্ট্রেলিয়ার মেগান স্কুটকে স্পর্শ করেছেন। দুইজনের সংগ্রহেই এখন ১৫১ উইকেট।

জ্বর থেকে ফিরে তৃতীয় টি২০ ম্যাচে তিন উইকেট নেন দীপ্তি শর্মা।

আয়ুষের নেতৃত্বে বিশ্বকাপে বৈভবরা

মুম্বই, ২৭ ডিসেম্বর : এশিয়া কাপ ফাইনালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হারের পরও অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের জন্য আয়ুষ মাত্রের ওপরই আস্থা রাখল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। নামিবিয়া ও জিম্বাবোয়েতে আগামী বছর অনুষ্ঠেয় অনূর্ধ্ব-১৯ বিশ্বকাপের জন্য ১৫ সদস্যের ভারতীয় দল ঘোষিত হয়েছে। প্রত্যাশামতো দলে জায়গা ধরে রেখেছেন ১৪ বছরের বিস্ময় বালক বৈভব সূর্যবংশী। ১৫ জানুয়ারি বুলাওয়াওতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে ভারত বিশ্বকাপ অভিযান শুরু করবে।

পুরো দল : আয়ুষ মাত্রে (অধিনায়ক), বিহান মালহোত্রা (সহ অধিনায়ক), বৈভব সূর্যবংশী, অ্যারন জর্জ, বেদান্ত ত্রিবেদী, অভিজ্ঞান কুণ্ডু, হরবংশ সিং, আরএস অম্বরীশ, কণিষ্ক চৌহান, খিলান প্যাটেল, মহম্মদ এনান, হেনিল প্যাটেল, দীপেশ দেবেন্দ্রন, কিষানকুমার সিং ও উদ্ধব মোহন।

বিপিএলের আগেই মৃত্যু কোচের

ঢাকা, ২৭ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ (বিপিএল) শুরু হয়েছে শুক্রবার। উদ্বোধনী ম্যাচ শুরুর কয়েক মিনিট আগেই মিরপুরের শের-ই-বাংলা স্টেডিয়ামে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আকস্মিক মৃত্যু হল ঢাকা ক্যাপিটালসের সহকারী কোচ মাহবুব আলি জাকির। ১১তম বিপিএলের উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হয় ফরচুন বরিশাল এবং ঢাকা ক্যাপিটালস। ড্রেসিংরুমের সামনে যখন ক্রিকেটাররা শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি সারছিলেন, ঠিক তখনই হঠাৎ জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন মাহবুব আলি। তড়িঘড়ি তাঁকে স্টেডিয়ামের অ্যাম্বুল্যান্সে করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, কিন্তু চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

হার দিয়ে শুরু সৌরভদের

সেঞ্চুরিয়ান, ২৭ ডিসেম্বর : দক্ষিণ আফ্রিকার টি২০ লিগে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোচিংয়ের অভিষেকটা ভালো হল না। তাঁর প্রশিক্ষণাধীন প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস প্রথম ম্যাচেই ২২ রানে হেরে যায় জোবার্গ সুপার কিংসের বিরুদ্ধে। প্রথমে জোবার্গ ৬ উইকেটে ১৬৮ রান করে। রিলি রোসৌ ৪৮ ও উইয়ান মুলডার ৪৩ রান করেন। জবাবে প্রিটোরিয়া ৯ উইকেটে ১৪৬ রানে আটকে যায়। ডিওয়াল্ড ব্রেভিস ৬ রানে আউট হন। দুয়ানে জানসেন ২৩ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

জয়ী হুন্নিদ

জলপাইগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : জেলা বাস্কেটবল সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত এসপি বিশ্বাস এবং অসিতকুমার বসু ট্রফি বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় শনিবার ৭টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়। পাহাড়পুর সংলগ্ন সেন্ট পলস স্কুলের মাঠে প্রথম ম্যাচে রিপার্সকে ৪৩-৬০ পয়েন্টে হারায় অগস্থা। দ্বিতীয় ম্যাচে হুন্নিদ ৩১-২৩ পয়েন্টে জিতেছে রাইজিংয়ের বিরুদ্ধে। তৃতীয় ম্যাচে ক্লাব অলিম্পিয়ার সামনে ১৫-৩৩ পয়েন্টের সহজ জয় পায় ওয়ান টিবেট। চতুর্থ ম্যাচে ২৫-২৩ পয়েন্টে রাইজিংকে হারায় ম্যাভস।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি
1. Alipurduar United Cold Storage Pvt.Ltd.
2. North Bengal Agri Cold Storage Pvt.Ltd.
3. Mahakaal Himghar Pvt.Ltd.
4. Torsha Cold Storage Pvt.Ltd
5. Gour Nitai Cold Storage Pvt.Ltd
ALIPURDUAR
আমরা হিমঘরের পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে সরকার নির্দেশিত আলু বের করার সময় সীমা হচ্ছে ৩১/১২/২০২৫, এই তারিখের মধ্যে আলু ডেলিভারি না নেওয়া হলে হিমঘর কর্তৃপক্ষ সমস্ত আলু নিলামে বিক্রয় করিয়া হিমঘরের ভাড়া জমা করিতে বাধ্য থাকিবে।
হিমঘর কর্তৃপক্ষ

বাণিজ্যিক সঙ্গী হয়ে ফেরার ইঙ্গিত এফএসডিএলের

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : যাবতীয় মেঘ কেটে গিয়ে সম্ভবত এফএসডিএল ফের ফিরে আসতে চলেছে ভারতীয় ফুটবলে।

গত অগাস্ট মাস থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগ নিয়ে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন ও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের মধ্যে চলা টানাপোড়েনে শুক্রবারের বৈঠকের পর ইতি হতে চলেছে বলে অভিজ্ঞ মহলের ধারণা। এবং মোটামুটিভাবে এফএসডিএল যে প্রস্তাব শুরুতেই দিয়েছিল ফেডারেশনকে, সেটাই এবার এসেছে এআইএফএফের কাছ থেকে। অনেকেই এখন বলছেন, তাহলে সেই সময়ে এআইএফএফ সভাপতি কল্যাণ চৌবে এফএসডিএলের প্রস্তাব কেন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন? যার জেরে ভারতীয় ফুটবল মরশুম স্তব্ধ হয়ে রইল প্রায় ছয় মাস? ফেডারেশনের তরফ থেকে অবশ্য বারবারই একটা কথা বলা হচ্ছে যে শীর্ষ আদালতের দেওয়া সংবিধান মেনে চলতে বাধ্য তাঁরা। তাই লিগের মালিকানা অন্য কারোর কাছে নয়, ওটা এআইএফএফের হাতে থাকতে হবে। যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ক্লাবগুলির হাতে, তাতে লিগ মালিকানা ফেডারেশনের হাতেই রাখা হয়েছে। যদিও অংশীদারিত্ব ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে প্রায় ৯০ শতাংশ। যার মধ্যে ৫০ শতাংশই থাকবে ক্লাবদের হাতে। বাকি ৪০ শতাংশ বিপণন সঙ্গী ও অন্যান্য বাণিজ্যিক সঙ্গীদের জন্য রাখা হয়েছে। শুক্রবারের সভার পর ফেডারেশনের দেওয়া দীর্ঘমেয়াদি প্রস্তাবে যে ক্লাব প্রতিনিধিরা মোটামুটিভাবে খুশি।

নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র সিইও মান্দার তামানে প্রথম বৈঠকের পর কিছু বলতে রাজি না হলেও শুক্রবারের পর সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, 'এই প্রস্তাব আমাদের কাছে সদর্থক বার্তা বয়ে এনেছে। যা সামনের দিকে তাকাতে সাহায্য করবে।' জামশেদপুর এফসি-র সিইও মুকুল চৌধুরীও সন্তুষ্ট এই পদক্ষেপে। তিনি বলছেন, 'অবশ্যই এই প্রস্তাবনা এআইএফএফের তরফ থেকে সদর্থক পদক্ষেপ। ফুটবলার সহ বহু মানুষ জীবনধারণ করেন এই ফুটবলকে ঘিরে। আমি খুশি যে ফেডারেশন সেটা বুঝেই এগিয়ে এসেছে।' ইস্টার কাশী সম্ভবত এবারই সুযোগ পেতে চলেছে আইএসএলে। বারাণসীর এই ক্লাবের সিইও পৃথ্বিজিৎ দাশের মন্তব্য, 'ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে ও তিন সদস্যের কমিটির কাছে কৃতজ্ঞ যে ওঁরা অল্প সময়ের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদি সমাধানসূত্র খুঁজে বার করেছেন।' তবে এখনও প্রচুর চ্যালেঞ্জ আছে বলে তাঁরা সকলেই মনে করছেন। বিশেষ করে সম্প্রচারকারী এবং বিপণন সঙ্গীর বিষয় এখনও আলোচনা সাপেক্ষ বলে বহু ক্লাবকর্তাই মনে করছেন। নিজেরা এদিন আলোচনার পর রবিবার সকালেই ফের এআইএফএফের তিন সদস্যের কমিটির সঙ্গে আলোচনায় বসবেন ক্লাব প্রতিনিধিরা। হয়তো ফেডারেশনের দেওয়া প্রস্তাবের মধ্যে থেকে দুই-একটি বিষয় নিয়ে আপত্তি উঠলেও উঠতে পারে। মূলত ক্লাব জোটের সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে এফএসডিএলের। পর্দার আড়াল থেকে তারাই গোটা বিষয়টি পরিচালনা করছে। এবং এই ব্যাপারে ওয়াকিবহাল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রকও। ইতিমধ্যেই এফএসডিএলের সঙ্গে নাকি যোগাযোগও করা হয়েছে মন্ত্রকের তরফে। এই মরশুমে যে ফর্ম্যাটেই লিগ হোক না কেন, তাতেও বাণিজ্যিক সঙ্গী হিসাবে এফএসডিএল-কেই দেখা গেলেও অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। সঙ্গে পরবর্তী ২০ বছরের স্বত্বও সম্ভবত এফএসডিএল-ই পেতে চলেছে বলে খবর।

ফেডারেশনের প্রস্তাবে সন্তুষ্ট ক্লাব জোট

জয় পেল মেদিনীপুর

কলকাতা, ২৭ ডিসেম্বর : বেঙ্গল সুপার লিগের (বিএসএল) ম্যাচে এফসি মেদিনীপুর ১-০ গোলে হারিয়েছে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে। ৪৯ মিনিটে জয়ী দলের হয়ে গোল করেন অর্পণ। পাশাপাশি অপর ম্যাচে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-র সঙ্গে ১-১ গোলে ড্র করেছে সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি। নর্থ ২৪ পরগনার হয়ে গোল করেন জোমুয়ানসাঙ্গা। সুন্দরবনের গোলস্কোরার আকিব নবাব।

কাঠগড়ায় এবার মেলবোর্নের পিচ
বাজ হঠাও, শাস্ত্রী আনো!
-খবর উনিশের পাতায়

জিতল ম্যান সিটি-আর্সেনাল-লিভারপুলও

কৌশল বদলে জয় পেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড

ম্যাঞ্চেস্টার, ২৭ ডিসেম্বর : সমর্থকদের বড়দিনের উপহার দিল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। বক্সিং ডে-তে প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ঘরের মাঠে তারা ১-০ গোলে হারাল নিউক্যাসল ইউনাইটেডকে। ২৪ মিনিটে একমাত্র গোল করেন প্যাট্রিক ডোরগু। যা লাল জার্সিতে তাঁর প্রথম গোল। জয়ের সুবাদে ১৮ ম্যাচে ২৯ পয়েন্ট নিয়ে লিগ তালিকায় ৬ নম্বরে থাকল রুবেন অ্যামোরিম ব্রিগেড।

জয়ের পর বিশেষজ্ঞ তথা সমর্থকদের চর্চায় অ্যামোরিমের বদলে যাওয়া রণনীতি। পরিচিত ৩ ডিফেন্ডারের ছক বদলে ভারতীয় সময় শুক্রবার গভীর রাতে তিনি ৪ ডিফেন্ডারে দল নামান। দ্বিতীয়ার্ধে নিউক্যাসলের একের পর এক আক্রমণের মুখেও অক্ষত ছিল ইউনাইটেড রক্ষণ। মাত্র ৩৩.৪ শতাংশ বল পজেশন নিয়েও জিতে ফেরে তারা। এই কষ্টার্জিত জয় স্বস্তি দিয়েছে অ্যামোরিমকেও। ম্যাচের পর তাঁর মন্তব্য, 'অবশ্যই ম্যাঞ্চেস্টারে এটা আমার সবচেয়ে স্বস্তির জয়। প্রচণ্ড পরিশ্রম করেছি। নিজেদের সর্বস্ব দিয়েছে ছেলেরা। বিশেষ করে দ্বিতীয়ার্ধে যদি দেখেন, কখনও কখনও আমরা ৬ জনে মিলেও রক্ষণ আগলেছি।'

দলের এই মরিয়া প্রচেষ্টায় ভবিষ্যতেরও রসদ পাচ্ছেন অ্যামোরিম। তিনি বলেছেন, 'এভাবেই যদি নাছোড় মনোভাব দেখাতে পারি, তাহলে অনেক ম্যাচ জিততে পারবো। আমাদের এটা উপলব্ধি করতে হবে, একাত্ম লড়াইয়ে ম্যাচ জেতা সম্ভব।'

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ২-১ গোলে অ্যাওয়ে ম্যাচে জয় পেয়েছে নটিংহাম ফরেস্টের বিরুদ্ধে। ৪৮ মিনিটে তিজানি রেইনডার্স এগিয়ে দেন সিটিকে। ৫৪ মিনিটে খেলায় সমতা ফেরান ওমরি হাচিসন। ৮৩ মিনিটে রায়ান চেরকি সিটিকে জয়সূচক গোলটি এনে দেন। একই ব্যবধানে লিভারপুল হারিয়ে দিয়েছে উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে। ৪১ মিনিটে রায়ান গ্রাভেনবার্চ লিড এনে দিয়েছিলেন লিভারপুলকে। পরের মিনিটেই ব্যবধান বাড়ান ফ্লোরিয়ান রিৎজ। ৫২ মিনিটে স্যান্টিয়াগো বিউনো একটি গোল ফেরালেও উলভারহ্যাম্পটনের কোনও লাভ হয়নি। কাকতালীয়ভাবে লিগ তালিকায় শীর্ষে থাকা আর্সেনালও ২-১ ব্যবধানে জয় পেয়েছে ব্রাইটনের বিরুদ্ধে। ১৪ মিনিটে মার্টিন ওডেগার্ড এগিয়ে দেন তাদের। ৫২ মিনিটে জর্জিনিও রুটারের আত্মঘাতী গোল তাদের আরও সুবিধা করে দেয়। ব্রাইটনের একমাত্র গোলটি দিয়েগো গোমেজের।

সেমিতে মা কালী

শীতলকুচি, ২৭ ডিসেম্বর : গোঁসাইরহাট রামকৃষ্ণ সংঘের ৮ দলীয় ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠল মা কালী বস্ত্রালয় বাউদিয়া বাজার। শনিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৯ উইকেটে হারিয়েছে বেঙ্গল পটেটো বড়মরিচাকে। বড়মরিচা টসে জিতে ১৪.২ ওভারে ৬৫ রানে অল আউট হয়। শম্ভু ২৪ রান করেন। ম্যাচের সেরা রাজদীপের শিকার ১২ রানে ৪ উইকেট। জবাবে মা কালী ৫.৩ ওভারে ১ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। সিরাজ অপরাজিত ৪০ রান করেন। রবিবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে হাজরাহাটের মামা ভাগ্নে একাদশ এবং নলগ্রামের ফ্যান্সি মোবাইল বাজার।

স্মরণে

শেখ লতিফ আলি
জন্ম : ১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৭
মৃত্যু : ২৮শে ডিসেম্বর, ২০১৫
আজ তুমি কতদূরে, ছেড়ে গেছ মরণে
নেই কাছে, তবু আছো
ব্যথা ভরা স্মরণে
স্মরণে
পুশো বিবি, মহঃ ইউনুস আলি, রেহানা সুলতানা, আলিশা সুলতানা এবং সকল শুভানুধ্যায়ী। শিয়ালপাড়া, জলপাইগুড়ি

ম্যাচের সেরা দেবব্রত রায় (বাঁয়ে) ও মিঠু মাহাতো।

ফাইনালে টাউন, আরএসএ

জলপাইগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : হরিজনবস্তি চেতনা ক্লাবের দুর্গেশনন্দন ভট্টাচার্য ও সাবিত্রী ভট্টাচার্য ট্রফি ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাব ও আরএসএ। শনিবার প্রথম সেমিফাইনালে টাউন ক্লাব ৬৯ রানে হারিয়েছে নেতাজি মডার্ন ক্লাবকে। প্রথমে টাউন ক্লাব ১৬ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৬ রান করে। শীর্ষেন্দু সরকারের অবদান ৫২ রান। মুকুল রায় ২৪ রানে নিয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে নেতাজি গুটিয়ে যায় ৯৭ রানে। আকাশ রায় ১০ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে আরএসএ ২৭ রানে জিতেছে জেওয়াইএমএ দলের বিরুদ্ধে। প্রথমে আরএসএ ১৫ ওভারে ৩ উইকেটে ১৩৭ রান করে। চন্দন সিং রেখে আসেন ৩৭ রান। জবাবে জেওয়াইএমএ ৯ উইকেটে ১১০ রানে আটকে যায়। অম্লান দাশগুপ্ত ৬০ রান করেন। সোমেশ আগরওয়াল পেয়েছেন ১৭ রানে ৪ উইকেট।

জয়ী স্বাধীন, এনএফআর

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে অরবিন্দনগর মাঠে স্বাধীন ভারত ক্লাব ২২৬ রানে হারিয়েছে অরবিন্দনগর সিএসএ দলকে। স্বাধীন টসে জিতে ৩৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২৯৩ রান করে। ম্যাচের সেরা দেবব্রত রায়ের অবদান ১০৬ রান। প্রতীম সরকার ৪৮ রানে ৪ উইকেট পেয়েছেন। জবাবে সিএসএ ১৭.২ ওভারে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়। শুভজিৎ সাহা ৯ রানে ফেলে দেন ৪ উইকেট। টাউন ক্লাব মাঠে আলিপুরদুয়ারের এনএফআর ৯ উইকেটে জিতেছে রেইনবো ক্রিকেট অ্যাকাডেমির বিরুদ্ধে। রেইনবো টসে জিতে ১৯ ওভারে ৬১ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা মিঠু মাহাতো ১৬ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে এনএফআর ৪ ওভারে ১ উইকেটে ৬৪ রান তুলে নেয়। সায়ন্তন গুহ ২৬ রানে অপরাজিত থাকেন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কোয়ার্টারে সিএসকে

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে পঙ্কজ পার্থ। ছবি : নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ২৭ ডিসেম্বর : উদয়ন কালচারাল সোসাইটির সেলস ট্যাক্স প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল অসমের সিএসকে। শনিবার পঞ্চম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৬ উইকেটে হারিয়েছে বিহারের শাকেব একাদশ মাধেপুরা দলকে। টসে হেরে শাকেব ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০২ রান তোলে। বিকে সিং ৩৮ রান করেন। ম্যাচের সেরা পঙ্কজ পার্থ নিয়েছেন ১৩ রানে ৪ উইকেট। জবাবে সিএসকে ১৩.৫ ওভারে ৪ উইকেটে ১০৪ রান তুলে নেয়। গেম চেঞ্জার বিরাজ ২৯ বলে ৪০ রান করেন। রবিবার প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে অসমের ভি-১২ বঙ্গাইগাঁও এবং বিহারের আরসিসি মুজাফফরপুর।

বিবেকানন্দের ফুটবল শুরু

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : বিবেকানন্দ ক্লাবের শরদিন্দু মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায় এবং রবীন্দ্র পাসোয়ান ট্রফি ফুটবল প্রতিযোগিতা শনিবার জংশনের বিবেকানন্দ খেলার মাঠে শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মর্নিং বয়েজ ফুটবল অ্যাকাডেমি ৩-০ গোলে হারিয়েছে কোচবিহার ফুটবল অ্যাকাডেমিকে। গোল করেন বিকি ওরাওঁ, লক্ষণ মুর্মু ও অভি তির্কি। ম্যাচের সেরা ওম কাহার।

সেমিফাইনালে খয়েরবাড়ি

রাঙ্গালিবাজনা, ২৭ ডিসেম্বর : মাদারিহাটের দক্ষিণ খয়েরবাড়িতে দানগ্রাং ক্লাবের টি২০ নকআউট ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠল খয়েরবাড়ি ইলেভেন। শনিবার তৃতীয় কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ১০৬ রানে হারিয়েছে নবীপুর ফারহাত ইলেভেনকে। দক্ষিণ খয়েরবাড়ি উপজাতি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে খয়েরবাড়ি প্রথমে ১৯.৩ ওভারে ২৯০ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা রামপ্রসাদ সরকারের অবদান ৮৭ রান। সুদর্শন রায় ৩ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে নবীপুর ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ১৮৪ রানে থামে। মুন্না শা ৮৫ রান করেন। খয়েরবাড়ির শোয়েব আকতার ৪ উইকেট পেয়েছেন। রবিবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে মাদারিহাটের এমকেবি ফার্ম বয়েজ এবং কেএল বর্ণালি ইলেভেন।

ম্যাচের সেরা হয়ে রামপ্রসাদ সরকার। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

মকিবুলের শতরানে জয়ী এসপি

বীরপাড়া, ২৭ ডিসেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশনে ক্রিকেট লিগে বীরপাড়া কেন্দ্রের খেলায় শনিবার এসপি মেমোরিয়াল প্লেয়ার্স ইলেভেন ১০৭ রানে হারিয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ ক্রিকেট অ্যাকাডেমিকে। বীরপাড়া জুবিলি ক্লাবের মাঠে প্রথমে এসপি মেমোরিয়াল ২৮.১ ওভারে ২২৯ রানে অল আউট হয়। ম্যাচের সেরা মকিবুল রহমান ১০৩ রান করেন। বিবেকানন্দের দেব পাসোয়ান ফেলে দেন ৫ উইকেট। জবাবে স্বামী বিবেকানন্দ ২৪.৪ ওভারে ১২২ রানে সব উইকেট হারায়। রুদ্ররাজ থাপার অবদান ২৬ রান। প্রেমানন্দ ছেত্রী ৩ উইকেট নেন। ৩০ ডিসেম্বর স্বামী বিবেকানন্দ ক্রিকেট অ্যাকাডেমি খেলবে বীরপাড়া হাইস্কুলের বিরুদ্ধে।

ম্যাচের সেরা মকিবুল রহমান। ছবি : মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

সূর্যনগরের ফুটবল

আলিপুরদুয়ার, ২৭ ডিসেম্বর : সূর্যনগর ক্লাবের একদিনের নকআউট ফুটবল প্রতিযোগিতা রবিবার শুরু হবে সূর্যনগর মাঠে। প্রতিযোগিতায় অংশ নেবে ৬টি দল।

উত্তরের খেলা

ফেডারেশন কাপ ক্রিকেট শুরু

জলপাইগুড়ি, ২৭ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের উদ্যোগে এবং জলপাইগুড়ি জেলা ফেডারেশনের ব্যবস্থাপনায় ফেডারেশন কাপ নকআউট ক্রিকেটের সূচনা হল শনিবার। ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাব ময়দানে জলপাইগুড়ি জেলার ১৬টি সরকারী দপ্তরের কর্মচারীরা অংশ নিচ্ছেন। ১১ জানুয়ারি ফাইনাল। প্রতিযোগিতার সূচনা করেন উত্তরকন্যা সিএমও দপ্তরের ওএসডি শুভাশিস ঘোষ, ডিপিএসসি চেয়ারম্যান লক্ষ্মীমোহন রায়, সদর বিএমওএইচ ডাঃ প্রীতম বোস, সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায় প্রমুখ।